গৃহপ্রবেশ
পূজা পদ্ধতি
( বাস্তুযাগ সহ )
শ্রীবামদেব ভট্টাচার্য
এম.এ সর্ব্বদর্শনাচার্য প্রণীত

# গৃহপ্রবেশপূজা পদ্ধতি

[ গৃহপ্রতিষ্ঠা, গৃহারম্ভ ও গৃহপ্রবেশের বিধি-বিধান, তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পূজা ও বিধান, হোমপ্রকরণ এবং বাস্তুযাগসহ বরাতবিহীন পুঁথি ]


কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক

**পণ্ডিত শ্রীবামদেব ভট্টাচার্য, এম. এ.**

সর্বদর্শনাচার্য, কাব্য-ব্যাকরণ-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, সাহিত্যবারিধি প্রণীত

কলকাতা দাক্ষায়ণী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় কাব্যস্মৃতিতীর্থ মীমাংসা জ্যোতিঃশাস্ত্রী কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত

# সূচীপত্র

**সূচীপত্র সমাপ্ত**

## ফর্দমালা

সিদ্ধি, সিন্দুর, ঘট, আম্রপল্লব, পঞ্চশস্য, আতপচাউল ১ সরা, ডাব ১, ছোট চাঁদমালা ১, তিল, হরীতকী, পঞ্চগব্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, পুষ্পাদি, ধূপ, দীপ, পুরোহিত বরণ ১, বাস্তুর ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাড়ী ১, মনসার শাড়ী ১, পৃথিবীর শাড়ী ১, বিষ্ণুর ধুতি অভাবে গামছা ১, ধুতি ১, গামছা ৩, আসনাঙ্গুরী মধুপর্ক ৫, বড় নৈবেদ্য ৫, কুচা নৈবেদ্য ৫০, পঞ্চরত্ন, নতুন ইঁট ৫, ভোজ্য ১ ইত্যাদি।

—ফর্দমালা সমাপ্ত—

# গৃহপ্রবেশপূজা পদ্ধতি

## গৃহপ্রতিষ্ঠা

গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ এবং বাস্তুযাগ—এই সমস্ত ক্রিয়াগুলি গৃহপ্রতিষ্ঠাতে প্রয়োজন। সেইজন্য এই ক্রিয়াগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না করিলে কার্যসিদ্ধ হয় না।

✪ গৃহারম্ভ—গৃহারম্ভ কোন্ সময় করা হইবে, সেই সময় সম্পর্কে জ্যোতিষশাস্ত্রে বহুপ্রকার প্রমাণ রহিয়াছে। সেগুলি উল্লেখ করিলে গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি হইবে। সেই কারণে এই গ্রন্থে তাহা উল্লেখ করা হইল না। তাছাড়া গৃহারম্ভের দিন নির্ণয় করিবার জন্য সাধারণত পঞ্জিকা দেখিয়া তাহা নির্ণয় করা হয়।

✪ বিধিপ্রকরণ—'জ্যোতিযতত্ত্ব দীপিকা' গ্রন্থে গৃহারম্ভ বিধি সম্পর্কে ভট্ট রঘুনন্দন বলিয়াছেন—"গণেশং গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্লোকপালানথ গ্রহান্। পূজয়েৎ ক্ষেত্রপালাংশ্চ ক্রূরভূতাংশ্চ বাহ্যতঃ॥ ব্রহ্মাণং বাস্তুপুরুষং তদ্‌গেহস্থাশ্চ দেবতাঃ॥ শিখীচৈবাথ পর্জন্যোজয়ন্ত কুলিশায়ুধঃ। সূর্যোঃ সত্যো ভৃশশ্চৈব আকাশো বায়ুরেব চ॥ পূষা চ বিতথশ্চৈব গৃহক্ষতসমাবভৌ। গন্ধর্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা॥ দৌবারিকোঽথ সুগ্রীবঃ পুষ্পদন্তো জলাধিপঃ। অসুরঃ শেষপাপৌ চ রোগা হী মুখ্য এব চ॥ ভল্লাট সোমসর্পেতি অদিতিশ্চ দিতিস্তথা। আপশ্চৈবাথ সাবিত্রো জয়ো রুদ্রস্তথৈব চ॥ অর্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ। মিত্রোঽথ রাজযক্ষ্মা চ তথা পৃথ্বীধরঃ ক্রমাৎ॥ আপবৎস স্তথা ব্রহ্ম বাস্তুদেহগতাস্তিমে। চরকী চ বিদারী চ পূতনা পাপরাক্ষসী॥ স্কন্দার্যমা জম্ভকাশ্চ পিলিপিঞ্জস্তথাষ্টমঃ। এতান্ মৎস্যপুরাণোক্তান্ গৃহারম্ভে প্রপূজয়েৎ॥

অর্থাৎ, গৃহারম্ভের প্রাক্কালে প্রথমে গণেশ, ইন্দ্রাদি লোকপাল, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ক্ষেত্রপালগণ, তারপর বহির্ভাগে ক্রূরভূতগণকে গন্ধপুষ্প প্রভৃতি দিয়া পূজা করিবেন। তারপর ব্রহ্মা, বাস্তুপুরুষ ও তাহার গৃহে অধিষ্ঠিত শিখী হইতে পিলিপিঞ্জ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৩ জন দেবতার পূজা করিবেন।

মহাকপিল পঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন—"জলাধার গৃহার্থঞ্চ যজেদ্বাস্তুং বিশেষতঃ। ব্রহ্মাদ্যদিতি পর্যন্তাঃ-পঞ্চাশৎত্রয়সংযুতাঃ॥ সর্বেষাং কিল বাস্তুনাং নায়কাঃ পরিকীর্তিতাঃ। অসম্পূজ্য হি তান্ সর্বান্ প্রাসাদাদীহ কারয়েৎ॥ অনিষ্পত্তিবিনাশঃ স্যাদুভয়ো র্ধর্মধর্মিণঃ॥"



অর্থাৎ, পুষ্করিণী ও গৃহের নিমিত্ত বাস্তু এবং ব্রহ্মা হইতে অদিতি পর্যন্ত মোট ৫৩ জন দেবতার পূজা করা একান্ত কর্তব্য। কারণ, এঁরাই সর্বপ্রকারে বাস্তুর অধিনায়ক। ইঁহাদের পূজা না করিয়া গৃহাদি আরম্ভ করিলে, সেই সমস্ত কার্য সিদ্ধ হয় না এবং গৃহকর্তার বিনাশ হয়।

ভট্ট রঘুনন্দন দেবীপুরাণে বলিয়াছেন—"মধ্যভাগে ততঃ কুর্যাৎ বাস্তুদেবস্য পূজনম্। শ্রিয়শ্চ পূজনং কুর্যাদ বাসুদেবগণস্য চ॥ গন্ধার্ঘ্য পুষ্প নৈবেদ্য ধূপাদৈঃ সুরমুত্তমাম্। ততঃ সম্পূজ্যয়েত্তস্মিন্ সর্বলোকধরাং মহিম্॥ সুরূপাং প্রমোদরূপাং দিব্যাভরণভূষিতাম্। ধ্যাত্বাতামর্চয়েদ্ দেবীং পরিতুষ্টাং স্মিতাননাম্॥ ততঃ প্রণম্য বিজ্ঞাপ্য তন্ময়ত্বেন চিন্তয়েৎ। এবম্ প্রপূজিতা দেবাঃ শান্তিপুষ্টিপ্রদা নৃণাম্॥ অপূজিত্বা বিনিঘ্নন্তি গৃহারম্ভেষু কারকম্। গৃহাদেঃ শিল্পরূপত্বাদ্ বিশ্বকর্মাপি পূজয়েৎ॥ শিল্পাচার্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্মণে। স্বাহা ব্রহ্মপুরাণীয় মন্ত্রেণেতি মতং মম॥"



অর্থাৎ, মধ্যস্থলে বাসুদেব, লক্ষ্মী এবং বাসুদেবগণের পূজাদি করিয়া গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা পৃথিবীর পূজা



করিতে হইবে। গৃহারম্ভ কার্যে উক্ত সকল দেব-দেবীগণকে পূজা করিলে, তাঁহারা শান্তি এবং পুষ্টিদান করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি এঁদের পূজা না করা হয়, গৃহকর্তার বিনাশ হয়। গৃহ, প্রাসাদ, মঠ প্রভৃতি কর্মগুলি শিল্পকর্ম। এইজন্য শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মার পূজা করা বিশেষ প্রয়োজন।

দেবীপুরাণে বলা হইয়াছে—শুভদিনে শুভমুহূর্তে গৃহস্বামীর একহাত প্রমাণ একটি গর্ত খনন করিয়া, গর্তের ভিতরটি গোময় দ্বারা লেপন ও পরিষ্কার করিয়া, দূর্বা দিয়া, তারপর জল দ্বারা গর্তটি পূরণ করিবেন। সেই জলে গন্ধপুষ্প দ্বারা গণেশাদি দেবতার পূজা করিবেন। তারপর একটি ঘট জলপূর্ণ করিয়া, ঘটের উপর আম্রপল্লব দিয়া বাস্তুপুরুষকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।



দেবীপুরাণে আরও বলা হইয়াছে—গর্তটির পরিমাণ হইবে একহাত, গভীর হইবে চার আঙুল। এই পরিমাণ গর্ত খনন করিয়া তাহাতে জল দিয়া গর্তটি পূরণ করিবেন। পূর্বমুখে বসিয়া ব্রহ্মাকে ধ্যান করিয়া অর্ঘ্য দিবেন। তারপর প্রণব "ওঁ" মন্ত্রে কয়েকটি শ্বেতবর্ণের পুষ্প গর্তের জলে ফেলিবেন। এতে শুভাশুভ জানা যায়। তারপর দধির সঙ্গে কিছু চাউল মিশ্রিত করিয়া গর্তের জলে নিক্ষেপ করিবেন। সূত্রপাতন ঈশানকোণে করিবেন এবং অগ্নিকোণে খুঁটি পুঁতিবেন। নবমভাগে দ্বার প্রস্তুত করিবেন। ঘরের মধ্যে সমস্ত কার্য ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্তে সব কাজ সমাপন করিবেন।

বিধি সম্পর্কে শাস্ত্রের মতামত দেওয়া হইল, এই বিধি অনুযায়ী কার্য করিবেন। তাহার ফলে কার্যসিদ্ধি এবং কর্মকর্তার শান্তি, পুষ্টি প্রভৃতি লাভ হইবে। অন্যথায় কার্য নিষ্ফল, গৃহকর্তার কোন শুভ হইবে না।

## গৃহারম্ভ বা ভিতপূজা

✪ **ভিতপূজা**—গৃহারম্ভকে সাধারণ কথায় ভিতপূজা বলা হইয়া থাকে। এই কাজ করিতে হইলে—বাসগৃহ, মন্দির, তুলসীমঞ্চ তৈরী করার জন্য গৃহাদি ছাড়াও অতিরিক্ত জায়গা সহ বাস্তুহিসাবে ধার্য করিবেন। সেই ধার্য করা জায়গাটির চারিকোণে, অর্থাৎ ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ু, এই চারিকোণে চারটি খুঁটি পুঁতিয়া দিবেন। তাছাড়া সেই জায়গাটির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে কিছুটা স্থান পরিষ্কার করিয়া অগ্নিকোণে একহাত লম্বা, একহাত চওড়া এবং চার আঙুল গভীর একটি খাত কাটিবেন। এই খাতটির দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে একটি শক্ত করিয়া খুঁটি পুঁতিয়া তাতে একটি লাল ধ্বজা বা পতাকা লাগাইয়া দিবেন। খাতটি গোময় দ্বারা পরিষ্কার এবং শুদ্ধ করিয়া জল দিয়া খাত পূর্ণ করিবেন। খাতের একপাশে বিধিমত পঞ্চপল্লব বা আম্রপল্লব ডাব প্রভৃতি দিয়া ঘট সাজাইবেন। ঘটের উত্তর পাশে শালগ্রাম শিলা স্থাপন করিবেন। ঐ শালগ্রাম শিলার উপরেই সমস্ত দেবতার পূজা করিবেন। তার পাশে আর একটি ঘট বসাইয়া তাহাতে আম্রপল্লব দিয়া ঘটটি জল দ্বারা পূর্ণ করিবেন। ঘটটি তামার হইবে, ইহাতেও ডাব দিবেন। যদি শালগ্রাম শিলা না থাকে, তাহলে খাতের জলেই বাস্তুদেবতা ইত্যাদির পূজা করিবেন। পূজা আরম্ভ হইবার পর লালসুতার দ্বারা ঈশানকোণের খুঁটিতে লালসুতার একপ্রান্ত বাঁধিয়া, সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া, তিন তার সুতা দিয়া সমস্ত বাস্তুটি বেষ্টন করিবেন।
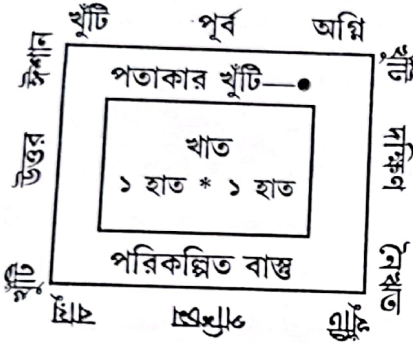
✪ **প্রয়োগ**—স্বয়ং কর্তা খাতের সম্মুখে পূর্বমুখে বসিয়া অথবা পুরোহিত পূর্বমুখে বসিয়া, তিলক ও কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া যথারীতি "ওঁ বিষ্ণুঃ" মন্ত্রে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, জলশুদ্ধি, মাষভক্তবলি, আসনশুদ্ধি, গুরুপংক্তি প্রণাম, দ্বারপূজা, বিঘ্নাপসারণ, পুষ্পশুদ্ধি, গন্ধাদির অর্চনা, গন্ধপুষ্প দ্বারা গুরু, গণেশ ও নারায়ণাদির পূজা করিয়া, স্ববেদোক্ত মন্ত্রে সূর্যার্ঘ্য দান, গায়ত্রী জপ (ব্রাহ্মণস্থলে) ইষ্টমন্ত্র জপ (দীক্ষা হইলে—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয় স্থলে) ইত্যাদি নিত্যকর্ম সমস্ত সমাপন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

✪ **স্বস্তিবাচন**—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) আতপতণ্ডুল লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত চাপা দিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ বাসগৃহ বাস্তুপূজা কর্মাঙ্গ (দেবগৃহ হইলে—দেবগৃহবাস্তু কর্মাঙ্গ) সপরিবার বাস্তুদেবতা পূজন কর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্॥"

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ বাসগৃহ বাস্তুপূজা কর্মাঙ্গ (বা দেবগৃহবাস্তু কর্মাঙ্গ) সপরিবার বাস্তুদেবতা পূজন কর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ বাসগৃহ বাস্তুপূজা কর্মাঙ্গ (বা দেবগৃহবাস্তু কর্মাঙ্গ) সপরিবার বাস্তুদেবতা পূজন কর্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধতাম্, ওঁ ঋদ্ধতাম্, ওঁ ঋদ্ধতাম্॥"

শূদ্র, স্ত্রী এবং অনুপনীত ব্রাহ্মণ সন্তান হইলে—"ওঁ" স্থলে নমঃ কর্তব্যেঽস্মিন্ বাসগৃহবাস্তুপূজা কর্মাঙ্গ (বা দেবগৃহবাস্তু কর্মাঙ্গ) সপরিবার বাস্তুদেবতা পূজন কর্মণি নমঃ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, নমঃ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, নমঃ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। নমঃ স্বস্তি, নমঃ স্বস্তি, নমঃ স্বস্তি॥ (স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু একবারই বলিবেন, আর বলিবেন না)।

ইহার পর স্ব স্ব বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন।

✪ **স্বস্তিসূক্ত (সাম)**—কুশীটির আতপতণ্ডুল হাতে লইয়া বিকিরণ করিতে করিতে সূক্তমন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বার ভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

(যজুঃ)—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বাবেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু। ওঁ গণানান্ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে। প্রিয়ানান্ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে। নিধীনান্ত্বা নিধীপতিগুঁ হবামহে। বসো মম॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

(ঋক্)—"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ, স্বস্তি দেব্যাদিতিরণর্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরোদধাতু নঃ, স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতুনা। ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রুবামহে, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতি বৃহস্পতিঃ সর্বগণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয় ,আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। ওঁ বিশ্বেদেবাঃ নো অদ্যা স্বস্তয়ো, বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্তৃভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ। ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণাঃ, স্বস্তি পথ্যে রেবতীঃ। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ, স্বস্তি নো অদিতে কৃধি॥ ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম, সূর্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দদতাঽঘ্নতা, সঙ্গমেমহি॥ ওঁ স্বস্ত্যয়নং





তার্ক্ষ্যমহরিষ্টনেমিং মহদ্ভুতং বায়সং দেবতানাম্ (দেবানাম্)। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদযশো নাবমিবারুহেম। ওঁ অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ, স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যম্। প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেম্বভয়ং নো অস্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥" অতঃপর সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

✪ **সাক্ষ্যমন্ত্র**—করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ সূর্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনোদিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥" (শূদ্রের স্বস্তিসূক্ত পাঠ করা নিষিদ্ধ। এছাড়া সাক্ষ্যমন্ত্র সর্ববেদীয় একই প্রকার। ইহা সকলেই পাঠ করিতে পারেন।)

✪ **সঙ্কল্প**—তাম্রপাত্রে আতপতণ্ডুল, হরীতকী, পুষ্প, কুশ, তিল, তুলসী ও জল লইয়া বামহস্তের তালুতে রাখিয়া, ডান হাত চাপা দিয়া ডান জানু ভূমিতে পাতিয়া উত্তরমুখে সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ (শূদ্র বা স্ত্রী হইলে বিষ্ণুর্নমঃ) তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি (মুখ্যচান্দ্র মাস) অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পুরোহিত স্থলে—যজমানের গোত্র ও নাম) শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ (স্ত্রী ও শূদ্রপক্ষে—শ্রীঅমুক দাসঃ বা দাস্যাঃ দেব্যাঃ বা) করিষ্যমানস্য অস্য বাস্তোঃ শুভতাসিদ্ধ্যর্থং তথা নির্বিঘ্নমচিরেণ বাসগৃহ (বা দেবগৃহ) সিদ্ধিরায়ুরারোগ্যৈশ্বর্যাভিবৃদ্ধিকামঃ (স্ত্রীপক্ষে—কামাঃ) বাস্তোস্তস্য ভূমিপূজনং শিলান্যাসঞ্চ করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি) তদঙ্গভূতং সগণাধিপ বাস্তুদেবতা পূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)। সঙ্কল্পান্তে পাত্রের (কুশীর) জল ঈশানকোণে দিয়া তাম্রকুণ্ডে কুশীটি উপুড় করিয়া ডান জানু তুলিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন (স্ত্রী এবং শূদ্রস্থলে নমো নমঃ বলিবেন। পুরোহিত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন)।

✪ **সঙ্কল্পসূক্ত (সাম)**—"ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্ব মুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥"

**(যজুঃ)**—"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবেতি দূরঙ্গমং। জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু॥"

**(ঋক্)**—"ওঁ যাগুংগুর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে॥"

✪ **তন্ত্রোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত**—"ওঁ ইন্দ্রাদ্যানো বিবেশী পুষ্টাং মা কৃণোতি সতাং সিঞ্চধ্বং প্রহিতামমরোভিঃ স্বর্গমাদধৎ কৃষ্ণায়ুর্দেব ওহতে॥"

✪ **পঞ্চগব্য শোধন (সাম)**—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—"ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যব, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ রিহতে কুকুভো মিথঃ॥" দুগ্ধ—"ওঁ গব্যো যু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া রবিবস্যা মহোনাম্॥" দধি—"ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ॥" ঘৃত—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভি শ্রিয়োর্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিস্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥" কুশোদক—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্ণামি॥" তারপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক একীকরণ করিবেন।

**(যজুঃ)**—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—"ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥" দুগ্ধ—"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতুতে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥" দধি—"ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ, প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ॥" ঘৃত—"ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্য মৃতমসি, ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানা মনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥" কুশোদক—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে॥" অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক সমস্ত একীকরণ করিবেন।

**(ঋক্)**—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—"ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥" দুগ্ধ—"ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সংসৃজ বর্চসা॥" দধি—"ওঁ উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ, সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নি মুষসঞ্চ দেবী, মিন্দ্রবতোঽবসে নিহ্বয়ে বঃ॥" ঘৃত—"ওঁ অগ্নিরশ্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো-বিমানোঽজস্রো ঘর্মো হবিরশ্মিনাম্॥" কুশোদক—"ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমুতয়ে (আয়ুষে প্রজায়ৈ)॥" অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক সমস্ত একীকরণ করিয়া পূজাস্থান শোধন করিবেন।

✪ **তন্ত্রোক্ত পঞ্চগব্য শোধন**—মূলমন্ত্র দ্বারা প্রত্যেকটি দ্রব্য শোধন করিয়া, মূলমন্ত্র দ্বারাই সব একীকরণ করিবেন।

✪ **বরণ**—যজমান উত্তরমুখে এবং ব্রাহ্মণ পূর্বমুখে বসিবেন। কিংবা যজমান পূর্বমুখে বসিলে ব্রাহ্মণ উত্তরমুখে বসিবেন। যজমান যথারীতি আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা গুরু, গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা প্রভৃতিকে গন্ধপুষ্প দিয়া করযোড়ে বলিবেন—"ওঁ (নমো) সাধুভবানাস্তাম্।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ সাধ্বয়মাসে।" যজমান—"ওঁ (নমো) অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ অর্চয়।" তারপর যজমান গন্ধ-

পুষ্প-বস্ত্র-অঙ্গুরীয় ও যজ্ঞোপবীত লইয়া—"এতানি গন্ধপুষ্প-বস্ত্র-অঙ্গুরীয়ক-যজ্ঞোপবিতানি পূজক (তন্ত্রধারক পক্ষে—তন্ত্রধারক) ব্রাহ্মণায় নমঃ।" এই মন্ত্র বলিয়া ব্রাহ্মণের হাতে দিলে ব্রাহ্মণ—"ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। যজমান দূর্বা ও আতপ চাল লইয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণজানু স্পর্শ করিয়া বরণবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ (শূদ্রপক্ষে—বিষ্ণুর্নমঃ) অদ্য অমুকেমাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস) অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (শূদ্রপক্ষে—শ্রীঅমুক দাসঃ, স্ত্রীলোকপক্ষে—অমুক গোত্রায়াঃ অমুকী দেব্যাঃ বা দাস্যাঃ) করিষ্যমানস্য অস্য বাস্তোঃ শুভতা সিদ্ধর্থ্যং তথা নির্বিঘ্নমচিরেণ বাসগৃহ (বা দেবগৃহ) সিদ্ধিরায়ুরারোগৈশ্বর্যাভিবৃদ্ধিকামঃ বাস্তোপূজাদি করণায় (বা তন্ত্রধারক) অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্মানম্ (পূজকের নাম) ভবন্তম্ অহং বৃণে।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ বৃতোঽস্মি" (তন্ত্রধারক হইলে তাঁহার নাম, গোত্র ও তন্ত্রধারক কর্মকরণায় বলিবেন)। অতঃপর যজমান করযোড়ে বলিবেন—"যথাবিহিত পূজাদিকর্ম (তন্ত্রধারক) কর্ম করু।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি॥" এইভাবে বরণ কার্য সমাপ্ত করিয়া যজমান উঠিয়া যাইলে, ব্রাহ্মণ আসনে বসিয়া যথাবিধি আচমনাদি হইতে পর পর সকল কার্য করিবেন। সর্বাগ্রে বরণকার্যটি করিবেন। ব্রাহ্মণ পঞ্চগব্য শোধন পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত করিয়া বেদীশোধনাদি ক্রিয়া করিবেন।

✪ **বেদীশোধন**—"ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে, বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে, প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা॥"

✪ **বিতানশোধন** (চন্দ্রাতপ শোধন)—"ওঁ উর্ধ্ব উ ষু ণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। উর্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে॥" গৃহারম্ভ অর্থাৎ ভিতপূজাতে আর বিশেষ কোনও ন্যাসাদি করার প্রয়োজন নাই, শুধুমাত্র করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন।





✪ **করন্যাস**—"আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অঃ অস্ত্রায় ফট্।"

✪ **অঙ্গন্যাস**—"আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শিরসে স্বাহা। ঊং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হুং। ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অঃ অস্ত্রায় ফট্।"

✪ **খাতপূজা**—এইভাবে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া দু'টি হাত দিয়া খাতটি স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ যথা বৈ খনতে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রস্তথৈব চ। তথাহং খনয়িষ্যামি আচন্দ্রার্কং স্থিরোভব॥"

তারপর মাষভক্তবলি সাজাইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রায় ভূতাদির আবাহন করিবেন।



ধেনু মুদ্রা

যোনি মুদ্রা

অবগুণ্ঠন মুদ্রা

মৎস্য মুদ্রা

অঙ্কুশ মুদ্রা

✪ **মাষভক্তবলি**—"ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহ সন্নিধ্বত্ত, ইহ সন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্ণীতঃ।" এইভাবে আবাহন করিয়া—"বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে উৎসর্গ

করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্তত্র্য ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষঃ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥" এবার এক গণ্ডূষ জল ভূমিতে দিয়া বলিবেন—"ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্।"

✪ **ভূতাপসারণ**—তারপর কিছু শ্বেতসরিষা লইয়া "ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠ-পূর্বক চারিদিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভুবিসংস্থিতা। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবজ্ঞয়া॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তুতে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥ ওঁ ফট্, ওঁ ফট্, ওঁ ফট্॥"



✪ **গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা**—তারপর শালগ্রামে বা খাতের জলে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ শ্রীসূর্যায় নমঃ। ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। ওঁ শিবায় নমঃ। ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।"

তারপর পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ গণেশায় নমঃ।" এইক্রমে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে। ওঁ যমায়। ওঁ নৈর্ঋতায়। ওঁ বরুণায়। ওঁ বায়বে। ওঁ কুবেরায়। ওঁ ঈশানায়। ওঁ ব্রহ্মণে। ওঁ সূর্যায়। ওঁ সোমায়। ওঁ মঙ্গলায়। ওঁ বুধায়। ওঁ বৃহস্পতয়ে। ওঁ শুক্রায়। ওঁ শনৈশ্চরায়। ওঁ রাহবে। ওঁ কেতুভ্যঃ। ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যঃ। ওঁ ক্রূরভূতেভ্যঃ। ওঁ ব্রহ্মণে। ওঁ বাস্তুপুরুষায়। ওঁ শিখিনে। ওঁ পর্জন্যায়। ওঁ জয়ন্তায়। ওঁ ইন্দ্রায়। ওঁ সত্যায়। ওঁ ভৃশায়। ওঁ আকাশায়।





ওঁ বায়বে। ওঁ পূষ্ণে। ওঁ বিতথায়। ওঁ গৃহক্ষতায়। ওঁ যমায়। ওঁ গন্ধর্বায়। ওঁ ভৃঙ্গরাজায়। ওঁ মৃগায়। ওঁ পিতৃভ্যঃ। ওঁ দৌবারিকায়। ওঁ সুগ্রীবায়। ওঁ পুষ্পদন্তায়। ওঁ বরুণায়। ওঁ অসুরায়। ওঁ শেষায়। ওঁ পাপায়। ওঁ রোগায়। ওঁ অহয়ে। ওঁ মুখ্যায়। ওঁ ভল্লাটায়। ওঁ সোমায়। ওঁ সর্পায়। ওঁ আদিত্যৈ। ওঁ দিত্যৈ। ওঁ অদ্ভ্যঃ। ওঁ সাবিত্রায়। ওঁ জয়ায়। ওঁ রুদ্রায়। ওঁ অর্যম্নে। ওঁ সবিত্রে। ওঁ বিবস্বতে। ওঁ ইন্দ্রায়। ওঁ মিত্রায়। ওঁ রাজযক্ষ্মণে। ওঁ ধরাধরায়। ওঁ আপবৎসায়। ওঁ ব্রহ্মণে। ওঁ চরক্যৈ। ওঁ বিদার্যৈ। ওঁ পূতনায়ৈ। ওঁ পাপরাক্ষস্যৈ। ওঁ স্কন্দায়। ওঁ জম্ভকায়। ওঁ পিলিপিঞ্জায়।"



✪ **বিষ্ণু ও বাসুদেবের পূজা**—তারপর ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে বিষ্ণুর পূজা করিবেন। ধ্যান, যথা—"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী, নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী, হিরণ্ময় চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্রঃ॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে বা দ্বাদশোপচারে—"ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবেন। তারপর সচন্দন তুলসী লইয়া—"এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।" মন্ত্রে বিষ্ণুকে তুলসীপত্র ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া—"ওঁ বাসুদেবায় নমঃ" মন্ত্রে বাসুদেবের পূজা করিয়া অর্ঘ্যদান মন্ত্রে বাসুদেবকে অর্ঘ্যদান করিবেন।

✪ **অর্ঘ্যদান মন্ত্র**—"ওঁ আধার শক্তিরূপস্ত্বং কূর্মরূপী জনার্দনঃ। গৃহাণার্ঘ্যং ময়াদত্তমাচন্দ্রার্কং স্থিরোভব॥" এইরূপে যথাশক্তি উপচারে বাসুদেবের পূজা ও অর্ঘ্যদান করিয়া—"ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ" মন্ত্রে শ্রী বা লক্ষ্মীর পূজা করিয়া—"ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ" মন্ত্রে বাসুদেবগণের পূজা করিবেন।

✪ **পৃথিবীর পূজা**—তারপর—"ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পৃথিবীর পূজা করিয়া,

শঙ্খে জল, দুগ্ধ, তিল, আতপচাল, শ্বেতসরিষা ও ফুল দিয়া অর্ঘ্য সাজাইয়া দু'টি হাঁটু ভাঁজ করিয়া বসিয়া অর্ঘ্যপাত্র মাথায় লইয়া অর্ঘ্যদান মন্ত্রে পৃথিবীকে অর্ঘ্যদান করিবেন।

✪ অর্ঘ্যদান মন্ত্র—"ওঁ হিরণ্যগর্ভে বসুধে! শেষস্যোপরিশায়িনি। উদ্ধৃতাসি বরাহেন সশৈলবনকাননা॥ প্রাসাদং (গৃহং মে) কারয়াম্যদ্য ত্বদূর্দ্ধ্বং শুভলক্ষণম্। বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রি মে।" উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া, অর্ঘ্যটি খাতে দিয়া প্রণাম করিয়া, করযোড়ে প্রার্থনা করিবেন। যথা—"ওঁ সমুদ্রমেখলে দেবি পর্বতস্তনমণ্ডলে। বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং শস্ত্রপতিং ক্ষমস্ব মে॥ ওঁ শুভে চ শোভনে দেবি চতুরগ্রে মহীতলে। শুভদে সুখদে দেবি গৃহে কাশ্যপি রম্যতাম্॥ অব্যঙ্গে চাক্ষতে পূর্ণে মুনেশ্চাঙ্গিরসঃ সুতে। তুভ্যং ময়া কৃতাপূজা সমৃদ্ধিং গৃহিণঃ কুরু॥ ওঁ বসুন্ধরে বরারোহে স্থানং মে দীয়তাং শুভে। ত্বৎ প্রসাদান্মহাদেবি কার্যং মে সিধ্যতাং দ্রুতম্॥" তারপর—"ওঁ এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশবারি দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় অগ্নিসর্পেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনা করিয়া নিবেদন করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নিভ্যোঽপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতঃ। তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদন মুত্তমম্॥ ভূতাদিরাক্ষসাবাপি যেঽত্র তিষ্ঠন্তি কেচন। তে গৃহ্নন্তু বলিং সর্বে বাস্তুং গৃহ্নামহং পুনঃ॥" তারপর প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।

**✪ প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ ভূতানি যানীহ বসন্তি তানিবলিং গৃহীত্বা বিধিনোপপাদিতং। অন্যত্র বাসং পরিকল্পয়ন্তুক্ষন্তু তানীহ নমোঽস্তু তেভ্যঃ॥"**







✪ **বাস্তোষ্পতির পূজা**—তারপর বাস্তোপতির সাধ্যমত উপচারে পূজা করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া পূর্বের সজ্জিত ঘটটি মাথায় লইয়া বাস্তোপতিকে অর্ঘ্য দিবেন। যথা—"ওঁ বাস্তোষ্পতে ত্বমুত্তিষ্ঠ সংসার স্থিতিকারক। গৃহাণার্ঘ্যং ময়াদত্তং গৃহারম্ভং করোম্যহম্॥ নমঃ সর্বহিতায় বিষ্ণুলোকায় তে নমঃ। ওঁ এষঃ অর্ঘ্যঃ (সামবেদী) ওঁ ইদমর্ঘ্যং বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ॥"

মন্ত্র বলিয়া সম্পূর্ণ ঘটসহ অর্ঘ্যটি বাস্তোষ্পতির উদ্দেশ্যে খাতে দিবেন। তারপর—"ওঁ শিল্পাচার্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্মণে স্বাহা। ওঁ বিশ্বকর্মণে নমঃ।" মন্ত্রে বিশ্বকর্মার পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ অজ্ঞানাজজ্ঞাতোবাপি দোষাঃ দ্যুশ্চযদুদ্ভবাঃ। নাশায়ত্বহিতান্ সর্বান্ বিশ্বকর্মণ্ নমোঽস্তুতে॥"

✪ **শিলা বা ইষ্টকা পূজা**—একটি অভগ্ন দাগহীন নতুন ইঁটকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পঞ্চগব্য অভাবে শুদ্ধজল দ্বারা স্নান করাইবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ আপঃ শুদ্ধা ব্রহ্মরূপাঃ পাবয়ন্তি জগৎত্রয়ং। চাভিরত্তি শিলাং স্নাপ্য স্থাপয়ামি শুভেস্থলে॥" মন্ত্রে স্নান করাইয়া ইঁটটিকে হরিদ্রাবাটা মাখাইয়া সিঁদুর এবং চন্দন দিয়া স্বস্তিক ও পুত্তলিকা আঁকিয়া, তাহার উপর বস্ত্র ও মাল্য সাজাইয়া সম্মুখে রাখিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রিক্তায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ।" এইভাবে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, দু'টি হাঁটু ভাঁজ করিয়া বসিয়া ইঁটটিকে দু'হাতে ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ইষ্টকে ত্বং প্রযচ্ছেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহম্। পুত্রদারাধনায়ুষ্যং ধর্মবৃদ্ধিকরী ভব॥ দেশস্বামি পুরস্বামি গৃহস্বামি পরিগ্রহে। মনুষ্যধনহস্ত্যশ্ব পশুবৃদ্ধিকরী ভব॥"

উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ইঁটটি খাতের অগ্নিকোণে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বাভাবে স্থাপন করিবেন। তার উপরে পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, স্বর্ণ, রৌপ্য দিয়া জলপূর্ণ তামার ঘট, আম্রশাখা, ফুল, ফুলমালা ইত্যাদি সাজাইয়া ইঁটটির উপরে বসাইয়া নিজে পদ্মাসনে বসিয়া ঘটের উপর গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা করিবেন। যথা— "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পদ্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাপদ্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শঙ্খায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মকরায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সমুদ্রায় নমঃ।" এইভাবে পূজা করিয়া উক্ত ইঁটটিতে পুনরায় গন্ধপুষ্প দিয়া নন্দাদির পৃথক পৃথক পূজা করিয়া স্তুতি পাঠ করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ। ওঁ নন্দীত্বং নন্দিনী পুংসাং ত্বা মত্র স্থাপয়াম্যহম্। অস্মিন্ রক্ষা ত্বয়া কার্যা প্রাসাদে (গৃহ মে) যত্নতো মম॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ। ওঁ ভদ্রে ত্বং সর্বদা ভদ্রং লোকানাং কুরু কাশ্যপি। আয়ুর্দা কামদা দেবি সুখদা চ সদা ভব॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ জয়ে ত্বং সর্বদা দেবি তিষ্ঠ ত্বং স্থাপিতা ময়া। নিত্যং জয়ায় ভূত্যৈ চ স্বামিনো ভব ভার্গবি॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রিক্তায়ৈ নমঃ। ওঁ রিক্তে ত্বরিক্তে দোষঘ্নে সিদ্ধিবুদ্ধি প্রদে শুভে। সর্বদা সর্বদোষঘ্নে তিষ্ঠস্মিন্ মম মন্দিরে॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ। ওঁ পূর্ণে ত্বং সর্বদা ভদ্রে সর্ব সন্দোহলক্ষণে। সর্বং সম্পূর্ণ মেবাত্র কুরুষ্বাঙ্গিরসঃ সুতে॥" পূজাদি এইভাবে সমাপন করিয়া দক্ষিণান্ত করিবেন।

✪ **দক্ষিণা**—দক্ষিণাদ্রব্য বা রৌপ্যমুদ্রা একটি পাত্রে রাখিয়া—"ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া— "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে শালগ্রামে বা তাম্রপাত্রে নারায়ণের উদ্দেশ্যে গন্ধপুষ্প





দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ সগণাধিপ বাস্তুদেবতাভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া, ডানহাতে কোশায় তিল, হরীতকী লইয়া উৎসর্গবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—শ্রীঅমুক দেবশর্মণস্য বা দাসঃ, স্ত্রীলোক পক্ষে—অমুক গোত্রায়া অমুকী দেব্যাঃ বা দাস্যাঃ) কৃতৈতৎ বাসগৃহারম্ভ (বা দেবগৃহারম্ভ) কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ সগণাধিপ বাস্তুদেবতাভ্যঃ অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।" এইভাবে উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণার মুদ্রাদি নারায়ণে স্পর্শ করাইয়া খাতে দিবেন। তারপর করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ বাস্তুদেবাগণা সর্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাৎ। ইষ্টকাম প্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ॥"

শেষে "ক্ষমধ্বং" মন্ত্রটি বলিয়া খাদে একগণ্ডুষ জল দিয়া পূজিত দেবতাগণের বিসর্জন করিয়া, তারপর পূর্বে স্থাপিত অর্ঘ্যযুক্ত ঘটের জলটি খাতে ঢালিয়া দিবেন। তারপর "ওঁ" মন্ত্রে একটি শ্বেতবর্ণের ফুল খাতের জলে দিবেন। তারপর শুভাশুভ নির্ণয় করিবেন।

✪ **শুভাশুভ নির্ণয়**—খাদের জলে যে শ্বেতবর্ণের ফুলটি দেওয়া হইল, সেই ফুলটি একস্থানে স্থিরভাবে থাকিলে, গৃহস্বামী স্থিরভাবে থাকিবেন। দক্ষিণদিকে ঘুরিলে, গৃহস্বামীর মঙ্গল হয় এবং বাঁদিকে ঘুরিলে, গৃহস্বামীর অমঙ্গল সূচিত হয়। এর পর সূত্রপাত করিবেন।

✪ **সূত্রপাত**—অতঃপর ঈশানকোণে যাইয়া পূর্বে যে খুঁটি পোঁতা হইয়াছিল, সেটি দু'হাতে ধরিয়া বলিবেন—"ওঁ বিশন্তু তে তলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ। গৃহে তস্মিংশ্চ তিষ্ঠন্তু আয়ুর্বলকরাঃ সদা॥" তারপর তাতে বাঁধা লালসুতাটি ধরিয়া অগ্নিকোণে, নৈর্ঋতকোণে এবং বায়ুকোণে যাইয়া পূর্বে স্থাপিত প্রতিটি

কোণের খুঁটি ধরিয়া একই রকম ভাবে—"ওঁ বিশন্তু তে তলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ। গৃহে তস্মিংশ্চ তিষ্ঠন্তু আয়ুর্বলকরাঃ সদা॥" মন্ত্রটি চারবার বলিয়া ঐ সূতা ধরিয়া ঈশানকোণ দিয়া ঘুরিয়া অগ্নিকোণে খাতের নিকট যে ধ্বজাটি আছে, সেই ধ্বজার দণ্ডটি ধরিয়া স্তম্ভরোপণ করিবেন।

✪ **স্তম্ভরোপণ**—ধ্বজাটি ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ। শুভপ্রদস্তথাস্তম্ভ (শুভারম্ভো গৃহস্তম্ভ) তথা ত্বমলো ভব॥" তারপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধানাদি করিবেন।



✪ **অচ্ছিদ্রাবধারণ**—করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ কৃতৈতৎ শুভবাসগৃহারম্ভকর্ম (দেব মন্দিরস্থলে—শুভ দেবগৃহারম্ভকর্ম) অচ্ছিদ্রমস্তু।" (প্রতিবচন—"ওঁ অস্তু")।

✪ **বৈগুণ্য সমাধান**—কোশাতে তিল, হরীতকী ও কুশ ত্রিপত্র ধরিয়া পাঠ করিবেন—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা কৃতেঽস্মিন্ বাসগৃহারম্ভ কর্মণি (দেবগৃহ হইলে—দেবতাগৃহারম্ভ কর্মণি) যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় (বা প্রশমনায় কামঃ) ওঁ বিষ্ণুঃ (বা শ্রীবিষ্ণুঃ) স্মরণমহং করিষ্যে।" তারপর—"ওঁ বিষ্ণু" মন্ত্র দশবার জপ করিয়া, বিষ্ণু ও বাস্তুদেবতাকে প্রণাম করিবেন।

দেবমন্দিরের গৃহারম্ভ অর্থাৎ ভিতপূজার স্থলে পূজাদি কর্ম একইভাবে করা হইবে। শুধুমাত্র বাস্তুমণ্ডলস্থ দেবতাগণের পূজায় প্রথমে—"ওঁ শিখিনে নমঃ" মন্ত্রের পরিবর্তে প্রথমে—"ওঁ ঈশায় নমঃ" হইবে। ইহা ছাড়া সব ক্রিয়া একই প্রকার। দেববাস্তুতে কয়েকটি বিশিষ্ট নাম প্রচলিত পদ্ধতিতে এবং বাস্তুযাগতত্ত্বে পাওয়া





যায়। কিন্তু মৎস্যপুরাণ এবং দেবীপুরাণে ভিন্নতার উল্লেখ নাই। ঐ গ্রন্থে দেববাস্তুতেও মনুষ্যবাস্তুর মতোই পূজার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কৃত্যচিন্তামণির বচনে রঘুনন্দন বলিয়াছেন—"গৃহেষু যো বিধিঃ প্রোক্তো বিনিবেশ প্রবেশয়োঃ। স এব বিদুষো কার্যে দেবতায়তনেষ্বপি॥" অর্থাৎ, গৃহারম্ভে এবং গৃহপ্রবেশে যে সকল বিধি আছে, সুধীগণ দেবগৃহের কার্যেও সেই প্রকারবিধি গ্রহণ করিবেন।

**—ইতি গৃহারম্ভ বা ভিতপূজা পদ্ধতি—**

## গৃহপ্রবেশ



✪ **বিধিপ্রকরণ**—গৃহপ্রবেশেও শাস্ত্রোক্ত বহুপ্রকার বিধি আছে। প্রত্যেকটি নিত্যকর্ম এবং কাম্যকর্মের জন্য স্বস্তিবাচন এবং সঙ্কল্প অবশ্য কর্তব্য। কারণ সঙ্কল্প ব্যতীত সব কার্যই ফলহীন হয়। গৃহস্বামী অর্থাৎ কর্তা প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া, স্নানাদি সমাপন ও নিত্যকর্মাদি সমাপন করিয়া, পূর্বাহ্ণ মধ্যে শুদ্ধাসনে পূর্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবেন। ভবিষ্যপুরাণে বলা হইয়াছে—"মাসপক্ষাতিথিনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্বশঃ। উল্লেখনমকুর্বাণো ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥"

অর্থাৎ মাস, পক্ষ, তিথি ও কর্মের অনুষ্ঠান কিজন্য, তার উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প না করিলে তা ফলদায়ক হয় না। এই সময়েই গৌর্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজা, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বাস্তুযাগ এবং সম্ভবস্থলে পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়াগুলিরও সঙ্কল্প ও ব্রাহ্মণ বরণ করিতে হইবে। তারপর গৃহস্বামী শুদ্ধ শ্বেতবস্ত্র, উত্তরীয় ও মালাতিলকাদি ধারণ করিয়া, সম্মুখে ব্রাহ্মণ, অক্ষত (আতপ চাউল), দধি, পুষ্প বা পুষ্পমালা, আম্রপল্লব ও ফল দ্বারা সাজানো

একটি জলপূর্ণ কলস স্থাপন করিবেন। তারপর নারায়ণ ও ব্রাহ্মণদের অগ্রে রাখিয়া, পত্নীকে নিজের বামভাগে রাখিয়া, পুত্র-পৌত্রাদি পরিজনদের পশ্চাতে সঙ্গে লইয়া শঙ্খ-ঘণ্টা প্রভৃতি মাঙ্গলিকবাদ্য সহকারে গরুর পুচ্ছ ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবেন। এই সময় স্ত্রীর বামকক্ষে একটি জলপূর্ণ কলস ও মাথায় ধানভর্তি লক্ষ্মীর ডালা থাকিবে।



পারস্কর গৃহ্যসূত্রের হরিহর ভাষ্যে গৃহপ্রবেশ সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে—"ব্রাহ্মণৈঃ কৃতস্বস্তয়নো মঙ্গলতূর্য গীত শান্তিপাঠেন সজল কলশ ব্রাহ্মণ পুরঃসর শুক্ল মাল্যানুলেপনস্তাদৃশ সকল পুত্র-পৌত্র-কলত্রাদি সমেতঃ সুশকুনসূচিতাভ্যুদয় স্তোরণাঢ্যাং শালাং দ্বারেণ প্রবিশতি।"

বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলা হইয়াছে—"গোপুচ্ছবিন্যস্তকরঃ প্রবিশেচ্চ গৃহং গৃহী। অনুলিপ্ত সুখী স্রগ্বী সপত্নীকস্তথৈব চ॥"

মাৎস্যে উক্ত হইয়াছে—"কৃত্বাগ্রতো দ্বিজবরানথ পূর্ণকুম্ভং দধ্যক্ষতাম্রদ পুষ্পফলোপশোভনম্। দত্বা হিরণ্যবসনানি তথা দ্বিজেভ্যো মাঙ্গল্যশান্তিনিলয়ং নিলয়ং বিশেচ্চ। গৃহ্যোক্ত হোমবিধিনা বলিকর্ম কুর্যাৎ। প্রাসাদবাস্তুশমনে চ বিধির্য উক্ত॥"

শাস্ত্রের মতানুযায়ী গৃহপ্রবেশকালে গৌর্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজা, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ও বাস্তুযাগ অবশ্য কর্তব্য। মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে—"অন্নপ্রাশে চ সীমন্তে পুত্রোৎপত্তি নিমিত্তকে। পুংসবনে নিষেকে চ নববেশ্ম প্রবেশনে॥ দেববৃক্ষাজলাদিনাং প্রতিষ্ঠায়াং বিশেষতঃ। *তীর্থযাত্রা বৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রকীর্তিতম্॥"*



**মৎস্যপুরাণে উল্লেখ করা হইয়াছে—*অন্নপ্রাশনে, সীমন্তোন্নয়নে, গর্ভাধানে, পুংসবনে, নবগৃহপ্রবেশে,***



দেবতা, বৃক্ষ, জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠায়, তীর্থযাত্রায়, বৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অবশ্য করণীয়। মনে রাখা দরকার যে, বাস্তযাগের সঙ্কল্প আগে এবং স্বস্তিবাচন পরে করিতে হয়—ইহাই শাস্ত্রসম্মত।



✪ **করণীয় কর্ম**—সমস্ত গৃহগুলির মধ্যে যে গৃহে প্রবেশ করা হইবে, সেই ঘরটি গোময়াদি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ফুলমালা, পতাকা দিয়া সাজাইয়া ঘরের মধ্যে ঘিয়ের প্রদীপ, ধূপ, ধুনা দিয়া ঘরটিকে সুগন্ধিত করিবেন। দরজার দু'পাশে দু'টি কলাগাছ বসাইয়া দিবেন। দু'পাশে দু'টি দ্বারঘট জলপূর্ণ করিয়া তাতে আম্রপল্লব, ডাব ও সিন্দুর দিয়া বসাইবেন। ঘরে ঢোকার পথে বাইরে একটি সবৎসা গাভী, একটি জ্বলন্ত প্রদীপ, অক্ষতযুক্ত দধি ও আম্রপল্লবসহ ফুল দ্বারা সাজাইয়া একটি জলপূর্ণ কলস, জ্যান্ত মাছ, ঘিয়ের পাত্র, দধির পাত্র, সোনা, রূপা ইত্যাদি দ্রব্যগুলি সাজাইয়া রাখিবেন। পূর্বোক্তরূপে গৃহস্বামী স্ত্রী-পুত্র, পরিজনাদিসহ গৃহপ্রবেশের উদ্দেশ্যে যে দরজা দিয়া প্রবেশ করিবেন, সেখান হইতে দক্ষিণাবর্তে প্রথমে পূর্বদিকে যাইতে হয়—এটাই শাস্ত্রবিধি। গৃহপ্রবেশে গৃহের বাস্তু প্রদক্ষিণের কথাও শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। কিন্তু সবস্থানে প্রদক্ষিণের সুবিধা থাকে না। সেইসব স্থলে প্রবেশের পূর্বে দাঁড়াইয়া পূর্বদিক প্রভৃতি চারিদিকে মুখ ঘুরাইয়া সেই সেই দিকের মন্ত্রগুলি পাঠ করিবেন।

✪ **পূজার প্রয়োগ**—নিত্যকর্মাদি সমাপ্ত করিয়া, গৃহস্বামী শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধভাবে শুদ্ধাসনে পূর্বদিকে বসিয়া, একগণ্ডুষ জল ডানহাতে লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ বিষ্ণু পাদার্ঘ্যসম্ভুতে গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। ধর্মদ্রবিতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥ ওঁ শ্রদ্ধয়াভক্তি সম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি। অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথী পুনীহি মাম্॥"

তারপর "ওঁ গঙ্গা, ওঁ গঙ্গা, ওঁ গঙ্গা" বলিতে বলিতে হাতের জলটি নিজের মাথায় ও সারাদেহে ছিটাইয়া দিবেন। তারপর তিলকাদি ধারণ করিয়া, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি করিয়া গন্ধাদির ও নারায়ণাদির অর্চনা করিবেন।

✪ **আচমন**—ডানহাত গোকর্ণাকৃতি করিয়া তিনবার মাষমগ্ন পরিমাণ জল পান করিবেন এবং বলিবেন—"ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ॥" শূদ্রপক্ষে—নমো বিষ্ণুঃ বলিবেন।



✪ **বিষ্ণুস্মরণ**—করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ (নমো) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম॥ ওঁ (নমো) মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবম্॥ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।" (শূদ্রপক্ষে—নমো বিষ্ণুঃ)। অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন, অর্থাৎ জলশুদ্ধি করিয়া আসনশুদ্ধি করিবেন ও পুষ্পশুদ্ধি করিবেন। তারপর গন্ধাদির অর্চনা করিবেন। তারপর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ (নমো) গণেশায় নমঃ। এইক্রমে—শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীসূর্যায় নমঃ। শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। শিবায় নমঃ। দুর্গায়ৈ নমঃ। আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। ইন্দ্রাদি দশদিক-পালেভ্যো নমঃ। মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ।" এইভাবে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া সঙ্কল্প করিবেন।

✪ **সঙ্কল্প**—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) আতপচাল, তিল, হরীতকী, পুষ্প, জল ও কুশত্রিপত্র লইয়া বাঁহাতের করতলে, দক্ষিণজানু মাটিতে রাখিয়া সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি





(মুখ্য চান্দ্রমাস) অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক (নিজের নাম উল্লেখ করিয়া) জ্ঞাতাজ্ঞাত কায়মনোবাক্‌কৃত সকল পাপক্ষয় সহিত নির্বিঘ্নপূর্বক স্ত্রীপুত্রপৌত্রাদ্যখিল পরিজন ধনবাহন ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ চিরকাল বাসস্থিতি কামঃ শুভনববেশ্মপ্রবেশ কর্মাহং করিষ্যে।"

অতঃপর স্ব স্ব বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের জন্য স্বস্তিবাচন করিবেন। যদি স্ত্রীলোক সঙ্কল্প করিয়া গৃহপ্রবেশ করেন, তাহলে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয় না।



✪ **স্বস্তিবাচন**—"ওঁ কর্তব্যেস্যে এষু সগণাধিপ গৌর্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা বসোর্ধারা সম্পাতনায়ুষ্যসূক্ত জপাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকর্মসু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহম্॥

"ওঁ কর্তব্যেষু এষু সগণাধিপ গৌর্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা বসোর্ধারা সম্পাতনায়ুষ্যসূক্ত জপাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকর্মসু ওঁ স্বস্তি ভবন্তোব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥

"ওঁ কর্তব্যেষু এষু সগণাধিপ গৌর্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা বসোর্ধারা সম্পাতনায়ুষ্যসূক্ত জপাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকর্মসু ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোব্রুবন্তু। ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্॥" তারপর কুশীর আতপচালগুলি বিকিরণ করিতে করিতে স্ব শাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন।

✪ **স্বস্তিসূক্ত (সাম)**—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বার ভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

**(যজু)**—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো

বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ গণানাত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, নিধিনাত্বা নিধিপতিগুঁ হবামহে, প্রিয়নাত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, বসো মম॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

**(ঋক্)**—"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ, স্বস্তি দেব্যাদিতিরণর্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরোদধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতুনা॥ ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রুবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতি সর্বগণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ॥ ওঁ বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্তু ভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ॥ ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি॥ ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম, সূর্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দদতাঘ্নতা, জানতা সঙ্গমেমহি॥ ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্ (দেবানাম্)। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্যশো নাবমিবারুহেম॥ ওঁ অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চাবস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেষ্ব ভয়ং নো অস্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ এরপর সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

✪ **সাক্ষ্যমন্ত্র**—স্বস্তিবাচনের পর তাম্রপাত্রের আতপতণ্ডুল বিকিরণ করিয়া করযোড়ে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ সূর্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষ্যপা। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥" তারপর আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের (বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের) সঙ্কল্প করিবেন।

✪ **সঙ্কল্প**—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) তিল, জল, হরীতকী, কুশ, পুষ্প আতপতণ্ডুলাদি লইয়া, ডানহাতের তালুতে রাখিয়া, বামহাত দিয়া আচ্ছাদনপূর্বক দক্ষিণজানু মাটিতে পাতিয়া সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—





"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি (এখানেও মুখ্যচান্দ্রমাসেরই উল্লেখ করিবেন) অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা বা দাসঃ শুভ নববেশ্মপ্রবেশকর্মাভ্যুদয়ার্থং গৌর্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজা বসোর্ধারা সম্পাতনায়ুস্য জপাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।"

মন্ত্রটি পাঠপূর্বক তাম্রটাটে কুশীটি উপুড় করিয়া ও ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ জল দিয়া, স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন। যদি পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে এই সময়েই পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নের স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবেন।



✪ **স্বস্তিবাচন**—তাম্রপাত্রে আতপতণ্ডুল লইয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন কর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং॥"

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥" তারপর স্ব শাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবেন।

✪ **সঙ্কল্প**—কুশীতে তিল, হরীতকী, জল, কুশ, পুষ্প ও আতপতণ্ডুল লইয়া বামহাতের তলদেশে রাখিয়া, ডানহাত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দক্ষিণজানু ভূপাতিত করিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (বা দাসঃ) শুভ নবগৃহপ্রবেশে আদিত্যাদি নবগ্রহসংসূচিত সংসূচ্যমান সংসূচয়িষ্যমান সর্বারিষ্ট প্রশমনপূর্বকং আয়ুরারোগ্যৈশ্বর্যাভিবৃদ্ধি সহিত গার্হস্থ্য সুখশান্তি প্রাপ্তিকামঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ সাবর্নিসূর্যতনয় ইত্যারভ্য সাবর্নির্ভবিতামনুরিত্যন্তং সকৃদাবৃত্তিঃ (দ্বিরাবৃত্তিঃ বা ত্রিরাবৃত্তিঃ) দেবীমাহাত্ম্য পাঠকর্ম শ্রীমদ্ভগবদ্দুর্গা পূজাপূর্বকং ভগবদ্দুর্গায়াঃ দুর্গা দুর্গেতি দ্ব্যক্ষরনামাত্মক মন্ত্রাষ্টোত্তর সহস্রসংখ্যক জপকর্ম অষ্টসংখ্যক পার্থিবলিঙ্গাধিকরণকঃ শিবার্চন কর্ম, শ্রীমধুসূদন পূজাপূর্বকং মধুসূদনস্য মধুসূদন ইতি পঞ্চাক্ষরনামাত্মক মন্ত্রাষ্টোত্তর সহস্রসংখ্যক জপকর্ম শ্রীবিষ্ণুপূজাপূর্বকং এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রং প্রতিবারমুচ্চার্যমানঃ অষ্টোত্তর শতসংখ্যকানি সচন্দন তুলসীপত্রানি বিষ্ণবে দানকর্মাত্মকং পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়নমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।" তারপর স্ব শাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া বরণকার্য করিবেন।

✪ **বরণ**—যজমান পূর্বমুখে বসিয়া আচমনাদি করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ (নমো) গণেশায় নমঃ। এইক্রমে—শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। শিবায় নমঃ। দুর্গায়ৈ নমঃ। বাস্তুদেবতায়ৈ নমঃ। কুলদেবদেবীভ্যো নমঃ। ইষ্টদেবদেবীভ্যো নমঃ। আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ। সর্বেভ্যো দেবদেবীভ্যো নমঃ।" এইরূপে [illegible]

করিয়া বলিবেন—"ওঁ সাধ্বহমাসে।" যজমান—"ওঁ (নমো) অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ অর্চয়।" পরে যজমান—"এতে গন্ধপুষ্পে ব্রাহ্মণায় নমঃ।" মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া, গন্ধপুষ্প বস্ত্রাদি লইয়া—"এতানি গন্ধ-পুষ্প-বস্ত্র-যজ্ঞোপবীতানি ব্রাহ্মণায় নমঃ।" মন্ত্রে ব্রাহ্মণের হাতে দিলে ব্রাহ্মণ "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তারপর যজমান ডানহাতে দূর্বা ও আতপচাল লইয়া ব্রাহ্মণের ডানহাঁটু ধরিয়া বলিবেন—"বিষ্ণুরোম্ (শূদ্রপক্ষে—বিষ্ণুর্নমঃ) তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (বা অমুক দাসঃ) মৎসঙ্কল্পিত বাস্তুযাগকর্মণি ব্রহ্মকর্ম করণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্মাণম্ এভিঃ গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ব্রহ্মত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।" ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ওঁ বৃতোহস্মি।" যজমান করযোড়ে বলিবেন—"যথাবিহিত ব্রহ্মকর্ম কুরু।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।"

✪ **হোতাদির বরণ**—পূর্ববৎ সমস্ত কার্য করিয়া বরণবাক্য পাঠ করিবেন—"বিষ্ণুরোম্ (বিষ্ণুর্নমঃ) তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মাঃ (অমুক দেবশর্মণঃ বা দাসঃ) মৎসঙ্কল্পিত বাস্তুযাগকর্মণি হোতৃকর্মকরণায়। আচার্য হইলে আচার্যকর্ম করণায়, তন্ত্রধারক হইলে তন্ত্রধারককর্ম করণায়, সদস্যস্থলে সদস্যকর্ম করণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্মাণম্ ভবন্তমহং বৃণে।" হোতা, আচার্য ও সদস্য বলিবেন—"ওঁ বৃতোহস্মি।" যজমান করযোড়ে বলিবেন—"যথাবিহিত (ব্রাহ্মকর্ম, আচার্যকর্ম, সদস্যকর্ম, তন্ত্রধারক কর্ম কুরু।" ব্রাহ্মণগণ—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি॥" এরপর স্বস্ত্যয়নের জন্য ব্রাহ্মণ বরণ করিবেন।

✪ **বরণবাক্য**—"বিষ্ণুরোম্ (বিষ্ণুর্নমঃ) তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক

দেবশর্মা (বা দেবশর্মণঃ দাসঃ) শুভ নবগৃহপ্রবেশে মৎসঙ্কল্পিত পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন কর্মণি পূজাদিকর্ম করণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্মাণং (যে ক'জন ব্রাহ্মণ থাকিবেন, তাঁদের প্রত্যেকের গোত্র ও নাম) ভবন্তমহং বৃণে।" ব্রাহ্মণগণ বলিবেন—"ওঁ বৃতোঽস্মি।" যজমান—"যথাবিহিত পূজাদিকর্ম কুরু।" ব্রাহ্মণগণ—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।"

✪ **প্রবেশবিধি**—যজমান যথোক্ত বিধানে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে বলিবেন—"ব্রাহ্মণে প্রবিশ্যামি।" ব্রাহ্মণগণ বলিবেন—"ওঁ প্রবিশ।" যজমান—"ঋতং প্রপদ্যে, শিবং প্রপদ্যে" বলিয়া প্রথমে পূর্বদিকে যাইবেন। করযোড়ে বলিবেন—"ওঁ কেতা চ মা সুকেতা চ পুরস্তাদ্ গোপায়েত্যমিত্যগ্নির্বৈ কেতাদিত্যঃ সুকেতা তৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তু তৌমা পুরস্তাদ্ গোপায়েতাম্।" বলিয়া পূর্বদিককে প্রণাম করিবেন।

এরপর দক্ষিণদিকে যাইয়া, করযোড়ে মন্ত্র বলিবেন—"ওঁ দক্ষিণতো গোপায়মানং চ মারক্ষমাণা চ দক্ষিণতো গোপায়েতামিঽবৈ। গোপায়মানং কত্রী রক্ষমানা তে প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তুতে মা দক্ষিণতো গোপায়েতাম্" মন্ত্র পাঠান্তে দক্ষিণদিকে প্রণাম করিবেন।

এরপর পশ্চিমদিকে যাইয়া করযোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—"ওঁ পশ্চাৎ দীদিবিশ্চ মা জাগ্‌বিশ্চ পশ্চাদ্ গোপায়েতামিত্যন্নং বৈ দীদিবিঃ প্রাণো জাগৃবিস্তৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তু তৌ মা পশ্চাদ্‌গোপায়েতাম্।" এইরূপে প্রণাম করিবেন।



তারপর উত্তরদিকে যাইয়া করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবেন—"ওঁ উত্তরতোঽস্বপ্নশ্চ মানবদ্রাণশ্চোত্তরতো গোপায়েত্যমিতি চন্দ্রমা বা অস্বপ্নো বায়ু রণবদ্রাণস্তৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তু তৌ মোত্তরতো গোপায়েতাম্।" মন্ত্র পাঠান্তে প্রণাম করিবেন।

অতঃপর দক্ষিণাবর্তে ঘুরিয়া প্রবেশ দ্বারের নিকট গৃহ অভিমুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ নবগৃহপ্রবেশ কর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু।" ব্রাহ্মণগণ প্রতিবচন বলিবেন—"ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥" ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

গৃহপ্রবেশপূজা পদ্ধতি

এরপর যজমান (গৃহস্বামী) বারিপূর্ণ কলস প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যসকল স্পর্শ করিয়া, গোপুচ্ছ স্পর্শ করিতে করিতে দ্বারদেশ দিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে করিতে পাঠ করিবেন—"ব্রহ্মাঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা নবগৃহপ্রবেশে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধর্মস্থূণা রাজগুঁ শ্রীস্তূপমহোরাত্রে দ্বারফলকে। ইন্দ্রস্য গৃহা বসুমন্তো বরুথিনস্তানহং প্রপদ্যে সহ প্রজয়া পশুভিঃ সহ॥"

"ব্রহ্মাঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ শালাদেবতা নবগৃহপ্রবেশে বিনিয়োগঃ। ওঁ যন্মে কিঞ্চিদস্ত্যপহূতঃ সর্বগণ সখায় সাধুসংবৃতঃ। তাং ত্বা শালেঽরিষ্টবীরা গৃহান্নঃ সন্তু সর্বতঃ।" ব্রাহ্মণগণ পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্টয়া বৃতা॥ ১॥ ওঁ কস্তা সত্যো মদানাং মগুঁহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু ॥ ২॥ ওঁ অভি ষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাগুঁ। শতগুঁ ভবাঃ সুতিভিঃ ॥ ৩॥ এই তিনটি মন্ত্র পাঠ করিয়া—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নো পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমি স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

গৃহের ঈশানকোণে লক্ষ্মীর ডালাটি এবং কাঁখের জলপূর্ণ কলসীটি নামাইয়া, হাঁটু ভাঁজ করিয়া বসিয়া করযোড়ে বলিবেন—"প্রার্থয়ামীত্যহং দেবং শালায়ামধিপস্তু যঃ। প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গেন গৃহার্থং যন্ময়াকৃতম্॥ মূলচ্ছেদং তৃণচ্ছেদং কৃমীণাঞ্চ নিপাতনম্। হননং জলজীবানাং ভূমেঃ শস্ত্রেণ পাতনম্॥ অনৃতং ভাষিতং যচ্চ কিঞ্চিদর্থস্য পাতনম্। তৎ সর্বং হি ক্ষমস্ব ত্বং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥ গৃহার্থে যৎকৃতং পাপমজ্ঞানেনাথ চেতসা। তৎসর্বং ক্ষম্যতাং দেবি শালে মম ক্ষমাং কুরু॥"

গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের মনে মনে চিন্তা করিয়া প্রণাম করিবেন। পুনরায় প্রার্থনা করিবেন—"ওঁ সুখং দেহি ধনং দেহি দেহি পুত্রমনুত্তমম্। আয়ুর্বৃদ্ধিঞ্চ ধান্যঞ্চ আরোগ্যং দেহি গেহয়োঃ॥ আরোগ্যং মম ভার্যায়াঃ পিতৃমাতৃসুখং সদা। ভ্রাতৃণাং পরমং সৌখ্যং পুত্রাণাং সৌখ্যমেব চ॥ সর্বস্বং দেহি মে বিষ্ণো গৃহে সংবিশতাং প্রভো। নবগ্রহযুতাং ভূমিং পালয়স্ব বরপ্রদ॥"

তারপর বিষ্ণু, লক্ষ্মী, পৃথিবী ও বাস্তুদেবকে প্রণাম করিবেন। অতঃপর আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বাস্তুযাগ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান করিবেন। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদির আগে বা পরে উভয়কল্পেই গৃহপ্রবেশ করার বিধান আছে। তবে সবসময়েই বারবেলা, কালবেলা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া, শুভসময়ে পূর্বাহ্ণ মধ্যেই গৃহপ্রবেশ করা শাস্ত্রসম্মত।

**—ইতি গৃহপ্রবেশ পদ্ধতি—**



## বাস্তুযাগ

✪ **বিধিপ্রকরণ**—বাস্তুযাগের বিধিপ্রকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি দেখা যায়। বিশেষতঃ গোভিল গৃহ্যসূত্র, লিঙ্গপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, আশ্বলায়ন গৃহ্যপরিশিষ্ট, গরুড়পুরাণ ও মৎস্যপুরাণে বিভিন্ন নির্দেশ দেখা যায়। ভট্ট রঘুনন্দন তাঁর বাস্তুযাগ তত্ত্বে প্রধানতঃ মৎস্যপুরাণের নির্দেশকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিছু কিছু জায়গায় আবার দেবীপুরাণের বচনকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সম্পাদিত দেবীপুরাণে সে রকম কিছু নির্দেশ নাই। এখানে কিছু কিছু উপযুক্ত প্রমাণের উল্লেখ করা হইল।

বাস্তুযাগে যে বাস্তুমণ্ডলটি রচনা করিবার প্রয়োজন হয়, সে সম্পর্কে লিঙ্গপুরাণে আছে—"চতুঃষষ্টিপদং বাস্তু সর্বদেবগৃহং প্রতি। একাশীতিপদং বাস্তুমানুষং প্রতিসিদ্ধিদম্॥"

অর্থাৎ, সমস্ত দেববাস্তুযাগে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল এবং মনুষ্যবাস্তুযাগে একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডলই প্রশস্ত। ইহাই লিঙ্গপুরাণের প্রমাণ। মৎস্যপুরাণেও একথা দেখা যায়। তাহাতেও একই কথা বলা হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে অবশ্য ভিন্ন মত দেখা যায়। এতে সমস্ত বাস্তুতেই চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগের কথাই বলা হইয়াছে।

আশ্বলায়ন গৃহ্যপরিশিষ্টে বলা হইয়াছে—"অথ পূর্তান্যুদগয়ন আপূর্যমান পক্ষে জ্যোতিবিদুক্ত পুণ্যদিনে পূর্বেদ্যুঃ কৃতা স্বস্তিবাচনস্তত ঈশান্যাং দিশি চতুস্রাং চতুরঙ্গুলমুচ্ছ্রিতাং হস্তমাত্রং বেদিং কৃত্বা যথোক্তবিধানেন বাস্তুমণ্ডলং কৃত্বা গৃহ্যোক্ত বদুদীচ্যামভিষেক কুম্ভং নিধায়ামী জুহ্যতে॥"

সমস্ত বিধিবিধান এইভাবেই দেখা যায়। তবে বাস্তুযাগতত্ত্বে এবং লিঙ্গ ও মৎস্যপুরাণের প্রমাণই আমাদের দেশে প্রচলিত। এই বিধি-প্রকরণই এদেশে মানিয়া চলা হয়। সেদিক হইতে আমাদের দেশে মনুষ্যবাস্তুতে একাশীতিপদ বাস্তুযাগ এবং দেববাস্তুতে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল মানিয়াই পূজা করা হয়।

একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডলে কিভাবে দেবতাগণের সন্নিবেশ করিবেন এবং পূজা করিবেন, সেই নির্দেশ মৎস্যপুরাণে দেওয়া হয়েছে। যেমন—"একাশীতিপদং কৃত্বা বাস্তুবিৎ সর্ব বাস্তুষু। পদস্থান্ পূজয়েদ্দেবাংস্ত্রিংশৎ পঞ্চদশৈব তু॥ দ্বাত্রিংশদ্বাহ্যতঃ পূজ্যাঃ পূজ্যাশ্চান্তস্ত্রয়োদশাঃ। যামতাস্তান্ বক্ষ্যামি স্থানানি চ নিবোধত॥ ঈশান কোণাদিষুতান্ পূজয়েদ্ধবিষা নরঃ। শিখিচৈবাথ পার্জন্যো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ॥ সূর্যসত্যৌভৃশশ্চৈব আকাশো বায়ুরেব চ। পূষা চ বিতথশ্চৈব গৃহক্ষতযমা বুভৌ॥ গন্ধর্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা। দৌবারিকোঽথ সুগ্রীবঃ পুষ্পদন্তো জলাধিপঃ॥ অসুরঃ শেষপাপৌ চ রোগোঽহিমুখা তব চ। ভল্লাটঃ সোমসর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা॥ বহির্দ্বাত্রিংশদেশেতু তদন্তস্তু ততঃ শৃণু। ঈশানাদি চতুষ্কোণে সংস্থিতান্ পূজয়েদ্বুধঃ॥ আপশ্চৈবাথ সাবিত্রো জয়োরুদ্রস্তথৈব চ। মধ্যে নবপদে ব্রহ্মা তস্যাষ্টৌ চ সমীপগান্॥ সাধ্যানেকান্তরান্ বিদ্যাৎ পূর্বাদ্যান্ নামতঃ শৃণু। অর্যমা সবিতাচৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ॥ মিত্রোঽথ রাজযক্ষ চ তথা পৃথ্বীধরস্মৃতঃ। অষ্টমশ্চাপবৎসস্তু পরিতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ॥ আপশ্চৈবাপবৎসশ্চ পর্জন্যোঽগ্নি দিতিস্তথা। পদিকানান্তু বর্গোঽয়মেবং কোণেষ্বশেষতঃ॥ তন্মধ্যে তু বহির্বিংশদ্বিপদাস্তে তু সর্বশঃ॥"

অর্থাৎ, একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডলের বাইরের দিকের যে ঘরগুলি, সেইসব ঘরে শিখি হইতে দিতি পর্যন্ত বত্রিশজন দেবতাকে স্থাপন করিতে হইবে। ঠিক তারই নিচের দিকে ঈশান প্রভৃতি চারটি কোণে আপ, সাবিত্র,



জয় ও রুদ্র—এই চারি দেবতাকে স্থাপন করিয়া, মাঝের নবপদে ব্রহ্মাকে স্থাপন করিবেন। তার চারিদিকে পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া, অর্যমা হইতে আপবৎস পর্যন্ত এই আটজন দেবতাকে স্থাপন করিতে হইবে। এই দেবতাদের পদসন্নিবেশের নিয়ম হইতেছে—বাইরের দিকের কোণের দু'টি করিয়া ঘর একপদে একপদে বারোজন দেবতা, তারপরে ভিতরের দু'টি লাইনের কোণের ঘরগুলিতে এক একটি পদ করিয়া আটজন দেবতা এবং ব্রহ্মার চারদিকে তিনপদ করিয়া চারজন দেবতা এবং বাইরের দিকে প্রথম লাইনের ও দ্বিতীয় সারির ঘরগুলি ধরিয়া দু'টি করিয়া পদ লইতে হইবে এবং কুড়িজন দেবতা হইবে। তিনপদ করিয়া চারজন দেবতা। এইভাবে লইলে সর্বশুদ্ধ ৪৫ জন দেবতাকে স্থাপন করা হইবে। এইভাবে একাশীতিপদ বাস্তুযাগে দেবতাস্থাপন করিতে হইবে।

চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগের ক্ষেত্রে মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে—"চতুঃষষ্টিপদোবাস্তু প্রাসাদে ব্রহ্মণাস্মৃতঃ। ব্রহ্মাচতুষ্পদস্তত্র কোণেষ্বর্ধপদাস্তথা॥ বহিঃকোণেষু বাস্তৌ ভৃশার্ধশ্চোভয় সংস্থিতাঃ। বিংশতিদ্বিপদাশ্চৈব চতুঃষষ্টিপদেস্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ, চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগে মণ্ডলের বাইরের দিকের কোণগুলিতে অর্ধপদে অর্ধপদে এক একজন করিয়া মোট আটজন দেবতাকে স্থাপন করা হইবে। মাঝের চারটি পদ ব্রহ্মার। কুড়িটি দ্বিপদে একজন করিয়া কুড়িজন এবং অবশিষ্ট ষোলোটি একপদে একজন করিয়া ষোলোজন দেবতাকে স্থাপন করিতে হইবে।

এখানে বাস্তুযাগতত্ত্বে মৎস্যপুরাণের কথা বলা হইলেও, পদবিন্যাসে ব্যতিক্রম দেখা যায়। বিশেষতঃ একাশীতিপদের দেবতাদের নামের সঙ্গে চতুঃষষ্টিপদের দেবতাদের একতাহীনতা।

জ্যোতিষতত্ত্বে ভট্ট রঘুনন্দন কৃত্যচিন্তামণি বচনে বলিয়াছেন—"গৃহেষু যো বিধি প্রোক্তো বিনিবেশ প্রবেশয়োঃ। স এব বিদুষা কার্যো দেবতায়তনেষ্বপি ॥"

বাস্তুপশমনের ক্রিয়া একই প্রকার হইবে। দেববাস্তুমণ্ডলে প্রথমেই অর্থাৎ আদিতে শিখীর নামের পরিবর্তে ঈশ নামটি ব্যবহার করা হয়। ইহা সঙ্গত নয়। বাস্তুদেবতাগণের নামের পর্যায়ে মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে—'শিখিনাদি', আবার অগ্নিপুরাণে হইয়াছে—'ঈশাদি'। প্রমাদ বাক্যটি উল্লেখ করিয়া অগ্নিপুরাণে চতুঃষষ্টিপদের কথা বলা হইয়াছে—সেজন্যই মনে হয় 'ঈশ' নামটির উল্লেখ বা প্রবর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্বলায়ন পরিগৃহ্য পরিশিষ্টে 'শিখিনাদি' নামের কথাই বলা হইয়াছে।

পূজা এবং হোমের ব্যাপারে মৎস্যপুরাণ এবং বাস্তুযাগতত্ত্বে আছে—একাশীতিপদ অথবা চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল সোনার শলাকা অর্থাৎ সোনার কাঠি দিয়া অঙ্কন করিয়া, তারপর পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা যথোক্ত বিধিতে পূর্ণ করিতে হইবে। চারকোণে চারটি ঘট বসাইবেন এবং যাগবেদীর ঈশানকোণে শান্তিকুম্ভ বসিয়ে বাস্তুমণ্ডলটির চারকোণে চারটি ঘট বসাইবেন। এই চারটি ঘটে কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করা হইবে, তাহা শুধুমাত্র দীপিকায় দেখা যায়। তাতে বলা হইয়াছে—"গণেশং গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্লোকপালানথ গ্রহান্। পূজয়েৎ ক্ষেত্রপালাংশ্চ ক্রূরভূতাংশ্চ বাহ্যতঃ ॥ ব্রহ্মাণং বাস্তুপুরুষং তদ্‌গেহাস্থাশ্চ দেবতাঃ ॥"

অর্থাৎ, এই চারটি ঘটের ঈশানকোণের প্রথম ঘটে গণেশ, দ্বিতীয় ঘটে অর্থাৎ অগ্নিকোণে ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, নৈর্ঋতে তৃতীয় ঘটে সূর্যাদি নবগ্রহ এবং বায়ুকোণে চতুর্থ ঘটে ক্ষেত্রপাল ও ক্রূর ভূতগণের পূজাদি করিয়া, ব্রহ্মা, বাস্তুপুরুষ এবং মণ্ডলের দেবতাগণের পূজা করিবেন।







বাস্তুমণ্ডলের পূজাদি সম্পর্কে দেবীপুরাণে উল্লেখ করা হইয়াছে— মধ্যভাগে ততঃ কুর্যাদ বাসুদেবস্য পূজনম্। শ্রিয়শ্চ পূজনং কুর্যাদ্ বাসুদেবগণস্য চ ॥ গন্ধপুষ্পার্ঘ্যনৈবেদ্য ধূপাদ্যৈঃ সুরসত্তমঃ। অতঃ সম্পূজ্যয়েতস্মিন্ সর্বলোকধরাং মহীম্ ॥ সুরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাম্। ধ্যাত্বা তামর্চয়েদ্দেবীং পরিতুষ্টাং স্মিতাননাম্ ॥ ততঃ স্বনামমাত্রেণ সর্বদেবময়ং হরিং। ধ্যাত্বা তমর্চয়েত্তত্র যজেদ্ বাস্তুমতঃপরম্ ॥ ব্রহ্মস্থানে ততো বিদ্বান্ কুর্বাদাধারমক্ষতৈঃ। তস্মিন্ সংস্থাপয়েৎ কুম্ভং বর্ধন্যা সহপূরিতম্ ॥ হৈমং বা রজতং পাত্রং মৃন্ময়ং বা দৃঢ়ং নরং। সর্ববীজৌষধি যুক্তং সুবর্ণ রজতান্বিতম্ ॥ ব্রহ্মস্থানে ততো মন্ত্রী কলসং স্থাপ্য পূজয়েৎ। তস্মিংশ্চতুর্মুখং দেবং প্রাজেশং মন্ত্রবিগ্রহম্ ॥"

অতএব, মণ্ডলের মধ্যে মণ্ডলস্থ শিখিনাদি হইতে পিলিপিঞ্জ পর্যন্ত ৫৩ জন দেবতার পূজাদি করিয়া নবপদে ব্রহ্মস্থানে বাসুদেব, শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী, বাসুদেবগণ, সর্বলোকধরা পৃথিবী, সর্বদেবময় হরি ও বাস্তুপুরুষের পূজার পর সেইস্থানে বর্ধনীসহ যথারীতি ঘটস্থাপন করিয়া সেই ঘটে চতুর্মুখ প্রজাপতি ব্রহ্মার পূজা করিবেন।

✪ **হোমপ্রকরণ**—পূজাদির পর আচার্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মণ্ডলের বাইরে পূর্বমুখে বসিয়া একশত সংখ্যক ব্রহ্মার আহুতি ও অন্যান্য দেবতাদের দশটি আহুতি দিবেন। কিন্তু চরু বা পায়সের কথার উল্লেখ নাই।

গোভিল গৃহ্যসূত্রের মতে—পায়স পাক করিয়া, সেই পায়স দ্বারা "বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহি" ইত্যাদি চারটি ঋক দ্বারা এবং তারপর "কয়ানশ্চিত্র" ইত্যাদি তিনটি ঋক দ্বারা এবং মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া, শেষে শুধুমাত্র "প্রজাপতয়ে স্বাহা" মন্ত্র পাঠ করিয়া একটি আহুতি দিবেন। তারপর ইন্দ্রাদি দশদিকপালের উদ্দেশ্যে দশদিকে পায়সবলি দিবেন। ইহা রীতিবিরুদ্ধ নয়। তবে এটি সামবেদীয়গণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত।

কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্র এবং পারস্কর গৃহ্যসূত্রের মতানুযায়ী চরু অথবা পায়স পাক করিয়া ও আজ্য সংস্কার করিয়া—ইহরতি ও উপসৃজন ও বাস্তোম্পতে ইত্যাদি চারটি মন্ত্রে মোট ছয়টি আজ্যাহুতি এবং পায়স দিয়া "অগ্নিমিন্দ্রং" ইত্যাদি মন্ত্রে মোট ছয়টি আহুতি যজুর্বেদীয় মতে দিবেন।

এক্ষেত্রে হোতা সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় উভয় মত গ্রহণ করিয়া কার্য করিবেন। তার জন্য পায়স দ্বারা প্রথমে 'বাস্তোম্পতে প্রতিজানীহি' প্রভৃতি চারটি মন্ত্রে চারবার আহুতি দিয়া, তারপর 'বামদেব্য' মন্ত্রে তিনটি আহুতি দিয়া, তারপর মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া, তারপর 'অগ্নিমিন্দ্রং' প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা ছয়টি আহুতি দিয়া, 'প্রজাপতি' ও 'স্বিষ্টকৃৎ' হোম এবং চরুহোম করিবেন। তারপর দশদিকে ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পায়স বলিদান করাই বিধি। তারপর মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া 'ইহরতি' প্রভৃতি দু'টি মন্ত্রে এবং 'বাস্তোম্পতে প্রতিজানীহি' প্রভৃতি চারটি মন্ত্রে মোট ছয়টি আহুতি দিয়া নবগ্রহের মন্ত্রপাঠ করিয়া ঘৃতাহুতি দিয়া পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া, বাস্তমণ্ডলের দেবতাদের সমিধ দ্বারা হোম করিবেন।

✪ **বাস্তমণ্ডলস্থ দেবতাদের হোম**—সাধারণতঃ ঔডুম্বর অর্থাৎ যজ্ঞডুমুর সমিধ দ্বারা বাস্তমণ্ডলস্থ দেবতাদের হোম করা হয়। সমিধের অভাবে তিল, যব ও আজ্যদ্বারা হোম করিবেন। রৌপ্যনির্মিত ধরিত্রীর পূজার বিধান থাকায়, সেইরকম কাজ করিতে হইবে। সর্বশেষে যজমানের অভিষেক করিবেন।

এইসব বিভিন্ন প্রমাণ অনুসারে গৃহপ্রবেশ, দেবতা, মন্দির, বৃক্ষ, জলাশয় প্রতিষ্ঠার জন্যও এই নিয়মেই বাস্তযাগ করিবেন। দেববাস্ত বা মনুষ্যবাস্ততে কোনও ভিন্নতা হইবে না, শুধুমাত্র মণ্ডল রচনা পৃথক।



✪ **প্রস্তুতি**—বাস্তর মধ্যস্থলে চারহাত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম পরিমাণ একটি বেদী নির্মাণ করিবেন। বেদীটি



উচ্চতায় একহাত। এই বেদীর চারকোণে চারটি কলাগাছ, দ্বারঘটে ডাব, আম্রপল্লব ইত্যাদি, চারকোণে চারটি নারকেল গাছের ডাল, ফুলের মালা, ফল ইত্যাদি দিয়া সুসজ্জিত করিবেন। বেদীর ঈশানকোণে পঞ্চগুঁড়ি দিয়া অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া, তার ওপর শান্তিঘট বসাইবেন। এই শান্তিঘট হইতে পরিমাণ মত জায়গা ছাড়িয়া বাস্তমণ্ডলের একটি বেদী তৈরী করিবেন। বেদী একহাত দৈর্ঘ্য ও একহাত প্রস্থ সমচতুষ্কোণ করিবেন। উচ্চতায় চার আঙুল করিবেন। বেদীর একেবারে দক্ষিণদিকে একহাত দৈর্ঘ্য, একহাত প্রস্থ ও চার আঙুল গভীর একটি হোমের কুণ্ড প্রস্তুত করিবেন।

এবার বাস্তমণ্ডলের বেদীর নিচের দিকে চারকোণে চারিটি ঘট বসাইবার জন্য পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা চারিটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিবেন, তারপর বাস্তমণ্ডল অঙ্কন করিবেন। বাস্তমণ্ডলের চারিটি কোণে দ্বাদশ অঙ্গুলি অর্থাৎ বারো আঙুল পরিমাণ খয়ের কাঠের খোঁটা পুঁতিয়া, ঈশানকোণ হইতে শুরু করিয়া তিনবার লালসুতা দিয়া বাস্তমণ্ডলটি বেষ্টন করিয়া, উক্ত ঈশানকোণ হইতে সুতাটি ধরিয়া সমস্ত বাস্তর চারিদিকে বেষ্টন করিবেন। কাজের সুবিধার জন্য একটি চিত্র দেওয়া হইল, এই চিত্র অনুসারে সব কাজগুলি করিবেন।

● চিহ্নিতবেদীর চারকোণে কলাগাছ, নারিকেলের ডাল ও দ্বারঘট।

পূর্ব

● শান্তি ঘট সজ্জিত অভগ্ন ইট

হোমকুণ্ড
১ হাত × ১ হাত
৪ আঙুল গভীর

●←১ম ঘট ২য় ঘট→●

বাস্তমণ্ডলের বেদী
১ হাত × ১ হাত
৪ আঙুল উচ্চ

উত্তর

দক্ষিণ

●←৪র্থ ঘট ৩য় ঘট→●

বাস্তযাগের বেদী
দৈর্ঘ্য ৪ হাত প্রস্থ ৪ হাত উচ্চতা ১ হাত

পশ্চিম
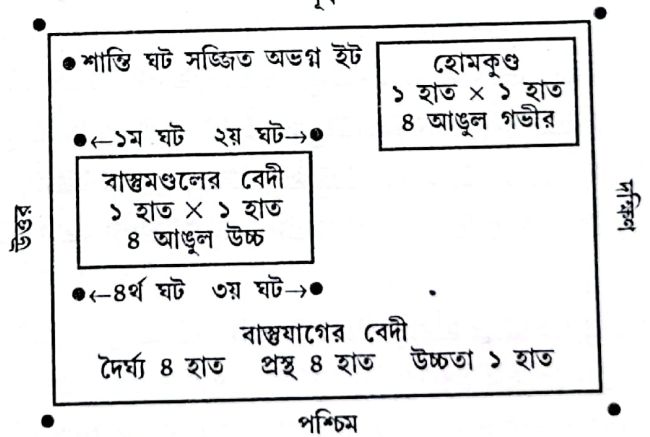
পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া তার উপর ব্রহ্মার ঘটটি বসাইয়া, তার পাশে কমণ্ডলু দিবেন। এইভাবে বাস্তুবেদীতে সর্বশুদ্ধ ছয়টি ঘট সাজানো হইবে। তারপর একটি নতুন নিখুঁত ইঁটে হলুদ মাখাইয়া, তার মাঝে সিঁদুর দিয়া স্বস্তিক বা পুত্তলি অঙ্কন করিবেন। তারপর ইঁটটিকে বাস্তুমণ্ডলের বেদীর নীচে পূর্বদিকে রাখিবেন।



তারপর বাস্তুর শেষপ্রান্তে অগ্নিকোণে একহাত দৈর্ঘ্য এবং একহাত প্রস্থ এবং চার আঙুল গভীর একটি খাত কাটিবেন। খাতটিকে গোময় দ্বারা স্থানটি বেশ ভালভাবে পরিষ্কার করিবেন। খাতের মাটিগুলি ফেলিবেন না, খাতের পাশেই রাখিবেন। একটি খুঁটি পুঁতিয়া পতাকা উত্তোলন করিবেন। এটি ঈশানকোণেই করিবেন। এটি স্তম্ভরোপণ। খাতের মাটির দ্বারাই কার্যশেষে খাত পূরণ করিবেন। নিজের গোত্র ছাড়া অপরকে দিয়া খাত পূরণ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

নতুন ৮০টি মাটির খুরি বা ছোট সরা বেদীর নীচে রাখিবেন। এতে মাষভক্তবলি ও পায়স সাজাইয়া দিবেন। বৃত ব্রাহ্মণ পূর্বমুখে বসিয়া আচমন করিবেন।

✪ **আচমন**—দক্ষিণহস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া তাতে মাষমগ্ন পরিমাণ জল লইয়া তিনবার পান করিবেন এবং তিনবার বলিবেন—"ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণু।" কর্তা স্বয়ং কার্যে অসমর্থ বা অনধিকারী হইলে পূজক, হোতা, আচার্য, সদস্য প্রভৃতি ব্রতী ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিবেন। তারপর ব্রতী ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব কার্য করিবেন।



যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ (নমো) গণেশায় নমঃ।" এইক্রমে—"গুরবে নমঃ। শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ। বাস্তুদেবতায়ৈ নমঃ। সর্বেভ্যো দেবদেবীভ্যো নমঃ।



এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, করযোড়ে বৃত ব্রাহ্মণকে বলিবেন—"ওঁ (নমো) সাধুভবানাস্তাম্!" ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ওঁ সাধ্বহমাসে।" যজমান—"অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ অর্চয়"। তারপর যজমান গন্ধপুষ্প, বস্ত্র, অঙ্গুরীয়, যজ্ঞোপবীত লইয়া—"এতানি গন্ধপুষ্পবস্ত্রাঙ্গুরীয় যজ্ঞোপবীতানি ওঁ (নমো) হোতা, আচার্য, সদস্য (যে কার্যের জন্য বরণ করা হইতেছে, তার উল্লেখ করিবেন) ব্রাহ্মণায় নমঃ।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

তারপরে যজমান দূর্বা ও আতপচাল লইয়া ব্রাহ্মণের হাঁটু ধরিয়া বরণবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ (বিষ্ণুর্নমঃ) অদ্য অমুকেমাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস) অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (অমুক দাসঃ) মৎসঙ্কল্পিত বাস্তুযাগকর্মণি (হোতৃ, আচার্য, সদস্য) কর্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্মাণং ভবন্তম্ অহং বৃণে।" ব্রাহ্মণগণ—"ওঁ বৃতোঽস্মি"।

পরে যজমান করযোড়ে বলিবেন—"যথাবিহিত (হোতৃ, আচার্য, সদস্য বা) কর্মং কুরু।" ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।" এইভাবে বরণকার্য করিয়া যজমান উঠিয়া যাইলে, বৃত ব্রাহ্মণ আসনে বসিয়া আচমনাদি করিবেন। তারপর বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

✪ **বিষ্ণুস্মরণ**—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ মাধবো মাধবো

বাচি, মাধবো মাধবে হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবম্॥ ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ॥ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণু॥"

তারপর স্বস্তিবাচন করিবেন (৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। তারপর গৃহপ্রবেশ অনুযায়ী নিয়মে জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, গন্ধাদি ও নারায়ণাদির অর্চনা করিয়া, সূর্যার্ঘ্যদানের পর স্ববেদোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিবেন।

✪ **পঞ্চগব্য শোধন (সাম)**—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—"ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥" দুগ্ধ—"ওঁ গব্যো যু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। রবিবস্যা মহোনাম্॥" দধি—"ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ, প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ॥" ঘৃত—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভি শ্রিয়োর্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥" কুশোদক—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং, পূষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্নামি॥" তারপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া সমস্ত একীকরণ করিবেন।

**(যজুঃ)**—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—"ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং, ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥" দুগ্ধ—"ওঁ আপ্যায়স্য সমেতুতে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥" দধি—"দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ, সুরভি নো মুখাকরৎ। প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ॥" ঘৃত—"ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্য মৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেব নামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥" কুশোদক—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং, পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে॥" তারপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া সমস্ত একীকরণ করিবেন।





**(ঋক্)**—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—"ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধব। রিহতে ককুভো মিথঃ॥" দুগ্ধ—"ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি তং মা সংসৃজ বর্চসা॥" দধি—"ওঁ উদ্‌বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায় সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীড়া। দধিক্রামগ্নিমুষশ্চ দেবী, মিন্দ্রাবতোঽবসে নিহ্বয়ে বঃ॥" ঘৃত—"ওঁ অগ্নিরশ্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসোবিমা নোঽজস্রো ঘর্মো হবিরশ্মিনাম্॥" কুশোদক—"ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে। সখায়ে ইন্দ্রমুতয়ে॥" তারপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া সমস্ত একীকরণ করিবেন। ইহার পর বেদীশোধন ও বিতান শোধন করিবেন।

✪ **বেদীশোধন**—"ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে, বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে, প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা॥"

✪ **বিতান শোধন**—"ওঁ উর্ধ্ব উ ষু ণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবোন সবিতা। উর্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে॥"

তারপর শালিধান্য, মুগ, শ্বেতসরিষা, তিল, যব মিশ্রিত জলদ্বারা বেদীকে অভিষিক্ত করিয়া, বাস্তুমণ্ডলের চারকোণে ঈশানাদি দিকক্রমে খদির কাষ্ঠের তৈরী দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ চারিটি খোঁটা প্রতিবার নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্বক প্রোথিত করিবেন। ইহাকে শঙ্কুরোপণ বলা হয়।

✪ **শঙ্কুরোপণ**—"ওঁ বিশন্তু তে তলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ। অস্মিন্ প্রাসাদে তিষ্ঠন্তু আয়ুর্বলস্করঃ সদা॥"

তারপর মৃৎপাত্রে বা কদলীপত্রে মাষভক্তবলি সাজাইয়া প্রত্যেকটি শঙ্কুর অর্থাৎ খোঁটার পাশে পাশে দিয়া উৎসর্গ করিবেন।

✪ **উৎসর্গ**—"এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ" মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে শালগ্রামশিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ। সর্পেভ্যশ্চ নমঃ।" এইভাবে অর্চনাদি করিয়া, তারপর সম্প্রদান করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ অগ্নিভ্যোঽপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্যে তলমাশ্রিতাঃ। তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্য মোদনমুত্তমম্॥" চারটি শঙ্কুতে এইভাবে চারটি মাষভক্তবলি উৎসর্গ করিয়া, চারবার সম্প্রদানবাক্য পাঠ করিবেন। এরপর দিগ্‌বলি দিবেন।

✪ **দিগ্‌বলি**—আগে যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, সেই চিত্র অনুসারে মনুষ্যবাস্তু হইলে একাশীতিপদ এবং দেববাস্তুস্থলে চতুঃষষ্টিপদ মণ্ডলে, এই সময় স্বর্ণশলাকা অর্থাৎ সোনার কাঠি সমস্ত রেখাগুলিতে স্পর্শ করিয়া পূর্বাদি দিকক্রমে চতুর্দিকে, তারপর ঈশানাদি ক্রমে চারকোণে ও শেষে ঊর্ধ্ব ও অধঃ এইক্রমে দশদিকে দশটি মাষভক্তবলি সাজাইয়া অর্চনা করিবেন। যথা—"এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ পূর্বদিকে—পূর্বাশাস্থিতেভ্যো নমঃ। দক্ষিণে—দক্ষিণাশাস্থিতেভ্যো নমঃ। পশ্চিমে—পশ্চিমাশাস্থিতেভ্যো নমঃ। উত্তরে—উত্তরাশাস্থিতেভ্যো নমঃ। ঈশানে—ঐশান্যাংস্থিতেভ্যো নমঃ। অগ্নিকোণে—অগ্নেয্যাংস্থিতেভ্যো নমঃ। নৈঋতে—নৈঋত্যাংস্থিতেভ্যো নমঃ। বায়ুকোণে—বায়ব্যাংস্থিতেভ্যো নমঃ। ঊর্ধ্বে—ঊর্ধ্বাস্থিতেভ্যো নমঃ। অধঃ—অধঃস্থিতেভ্যো ভূতরক্ষোভ্যো নমঃ।"



এইভাবে এক একটি দিকে সম্প্রদান করিয়া, পরে নিবেদন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাণি রাক্ষসাবাপি যেঽত্রতিষ্ঠন্তি কেচন। তে গৃহ্নন্তু বলিং সর্বে বাস্তু গৃহ্নাম্যহং পুনঃ॥" দশবারই দশদিকে এই নিবেদনবাক্য পাঠ করিবেন। নিবেদন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে একবার মাত্র প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিবেন।

✪ **প্রার্থনা**—"ওঁ ভূতানি যানীহ বস্তু তানি বলিং, বিধিপোপপাদিতম্। অন্যত্র বাসং পরিকল্পয়তু, ক্ষমন্তু তানীহ নমোঽস্তু তে॥" তারপর দ্বারপূজা করিবেন।



✪ **দ্বারপূজা**—"ফট্" মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বারদেবতাগণের আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ দ্বারদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধ্বত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত॥" অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। দক্ষিণ দ্বারে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধাত্রে নমঃ।" বামদ্বারে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিধাত্রে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পট্টশালায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণ্ডলদেবতাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুনীভ্য নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পেষণ্যৈ নমঃ। তারপর বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

✪ **বিঘ্নাপসারণ**—"ওঁ ঐঁ হ্রীং শ্রীং" মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন, "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে কুশবারি ছিটাইয়া অন্তরীক্ষের বিঘ্ন এবং বামপদের গোড়ালী দ্বারা মাটিতে তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করিবেন। তারপর মাষভক্তবলি দিবেন।

✪ **মাষভক্তবলি**—ভূমিতে জলদ্বারা ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া নব মৃন্ময়পাত্রে বা কদলীপত্রে মাষকলাই, আতপচাল, দধি ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, ঐ ত্রিকোণমণ্ডলোপরি সাজাইয়া, আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাদয় ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধ্বত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীতঃ।" মন্ত্রে আবাহন করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূত্যাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে, মাষভক্তবলির অর্চনা করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠ এবং তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে শালগ্রামে বা তাম্রটাটে নারায়ণের উদ্দেশ্যে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্মণিঃ রৌদ্রস্থানানিবাসিনঃ। মাতরোঽপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে ॥ বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্‌বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ। সর্বে তে প্রীতিমনসং প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়াদত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥"

ইহার পর—"ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্।" মন্ত্রে একগণ্ডুষ জলদ্বারা বিসর্জন করিয়া, লাজ (খৈ), চন্দন, সিদ্ধার্থ (শ্বেতসরিষা), দূর্বা, কুশ, অক্ষত (আতপচাল), অভাবে শুধুমাত্র যব অথবা শ্বেতসরিষা লইয়া "ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চারিদিকে ছড়াইয়া দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেন তাড়িতাঃ॥" তারপর ভূতশুদ্ধি করিবেন।

✪ **ভূতশুদ্ধি**—"রং" ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা, সোঽহম্ ইতি মন্ত্রেণ হৃদয়স্থং জীবাত্মানং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্নাবর্ত্মনা মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপূরকানাহত বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য ষট্‌চক্রানি ভিত্বা, শিরোঽবস্থিতাধোমুখ সহস্রদল কমলকর্ণিকান্তর্গত পরমাত্মনি সংযোজ্য, তত্রৈব পৃথিব্যপ্‌তেজোবায্বাকাশ গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দনাসিকাজিহ্বাচক্ষুস্ত্বক্‌শোত্র-বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থ প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপচতুর্বিংশতিত্ত্বানি লীনানি বিভাব্য, দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা, "যং" ইতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য, তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা, তস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন কুম্ভকং কৃত্বা বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য, তস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততো দক্ষিণ নাসাপুটে "রং" ইতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা, তস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন কুম্ভকং কৃত্বা, পাপপুরুষেণ সহ দেহং দগ্ধা, তস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ "ঠং" ইতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসাপুটে ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবার জপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা, নাসাপুটৌ ধৃত্বা "বং" ইতি বরুণ বীজস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন কুম্ভকং কৃত্বা, তস্মাল্ললাটস্থ চন্দ্রাদ্‌গলিত সুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচর্য "লং" ইতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ "হংসঃ" (শক্তিবিষয়ে সোঽহং) ইতি মন্ত্রেণ জীবাত্মানং স্বহৃদয়মানীয় কুলকুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদীনি চ যথাস্থানে

স্থাপয়েৎ। ততঃ স্বহৃদয়ে হস্তং দত্বা "আং সোঽহম্" ইতি পঠেৎ॥" বৃহৎ ভূতশুদ্ধিতে অসমর্থ হইলে সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি করিবেন।

✪ **সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি**—ধর্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞাননালং সুশোভনম্। ঐশ্বর্যাষ্টদলোপেতং পরং বৈরাগ্য কর্ণিকম্॥ স্বীয় হৃৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন প্রকাশিতম্। কৃত্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদীপকলিকানিভম্। জীবাত্মানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সঞ্চিন্ত্য কুণ্ডলীম্॥ সুষুম্নাবর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ॥

**প্রকারান্তর**—"ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছির সুষুম্না পথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা॥১॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা॥২॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা॥৩॥ ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাট মুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংস সোঽহং স্বাহা॥৪॥" অতঃপর ন্যাসাদি করিবেন।

✪ **মাতৃকান্যাস**—"অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে (বা লিপিন্যাসে) বিনিয়োগঃ। শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। সর্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।"

✪ **করন্যাস**—অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হূং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্॥

✪ **অঙ্গন্যাস**—অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং



টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হূং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্॥

✪ **অন্তর্মাতৃকান্যাস**—ওঁ আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয় সরসিজে তালুমূলে ললাটে, দ্বৈপত্রে ষোড়শারে দ্বিদশদশদলে দ্বাদশার্ধে চতুষ্কে। বাসান্তে বালমধ্যে ড-ফ-ক-ঠ সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং, হং ক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপং নমামি॥ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ (ইতি ষোড়শদল কমলে কণ্ঠমূলে)। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং (ইতি হৃদয়ে দ্বাদশদলে)। ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং (ইতি দশদলে নাভৌ)। বং ভং মং যং রং লং (ইতি ষড়দলে লিঙ্গমূলে)। বং শং ষং সং (ইতি চতুর্দলে মূলাধারে)। হং ক্ষং (ইতি দ্বিদলে ভ্রূমধ্যে)।

✪ **বাহ্যমাতৃকান্যাস**—"ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভি বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং, ভাস্বন্মৌলি নিবদ্ধ চন্দ্রশকলামাপীন তুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্য কলশং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং। বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥" ধ্যানান্তে অঙ্গসমূহ স্পর্শ করিবেন। অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), ঋং নমঃ (দক্ষিণ নাসাপুটে), ৠং নমঃ (বামনাসাপুটে), ঌং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ৡং নমঃ (বামগণ্ডে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (উর্ধ্বদন্তপংক্তৌ), ঔং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষিণ বাহুমূলে), খং নমঃ (কূর্পরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), চং নমঃ (বাম বাহুমূলে), ছং নমঃ (কূর্পরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), টং

নমঃ (দক্ষিণোরুমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুল্‌ফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), তং নমঃ (বামোরুমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুল্‌ফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), শং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদয়াদি বামকরাগ্রে), সং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে), হং নমঃ (হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে), লং নমঃ (হৃদয়াদি জঠরে), ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদি মুখে)॥"

✪ **সংহারমাতৃকান্যাস**—"ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরীং প্রণমতঃ স্তনভারনম্রাম্॥" ধ্যানান্তে বিলোমমাতৃকায় ন্যাস করিবেন। যথা—"ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদি মুখে), লং নমঃ (হৃদয়াদি জঠরে), হং নমঃ (হৃদয়াদি বাম পাদাগ্রে), সং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণ পাদাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদয়াদি বামকরাগ্রে), শং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), যং নমঃ (হৃদি), মং নমঃ (উদরে), ভং নমঃ (নাভৌ), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), নং নমঃ (বামপাদ অঙ্গুল্যগ্রে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), দং নমঃ (গুল্‌ফে), থং নমঃ (জানুনি), তং নমঃ (বামোরুমূলে), ণং নমঃ (দক্ষিণ পাদাঙ্গুল্যগ্রে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ডং নমঃ (গুল্‌ফে), ঠং নমঃ (জানুনি), টং নমঃ (দক্ষিণোরুমুলে), ঞং নমঃ (বামবাহু অঙ্গুল্যগ্রে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ছং নমঃ (কূর্পরে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ঙং নমঃ (দক্ষিণবাহু অঙ্গুল্যগ্রে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), খং নমঃ (কূর্পরে), কং নমঃ (দক্ষিণ বাহুমূলে), অঃ নমঃ (মুখে), অং নমঃ (মস্তকে), ঔং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), ওং নমঃ (ঊর্ধ্বদন্তপংক্তৌ), ঐং নমঃ (অধরে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ৡং নমঃ (বামগণ্ডে), ঌং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ৠং নমঃ (বামনাসাপুটে), ঋং নমঃ (দক্ষিণ নাসাপুটে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), আং নমঃ (মুখে), অং নমঃ (ললাটে)॥ তারপর প্রাণায়াম করিবেন।

✪ **প্রাণায়াম**—দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া, বামহাতে মূলমন্ত্র বা 'ওঁ' কালীকল্পে 'হ্রীং' বীজমন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাসাপুটে বায়ু পূরণ অর্থাৎ পূরক করিবেন। তারপর নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া বায়ু রুদ্ধ অবস্থায় চতুঃষষ্টিবার মূলমন্ত্র বা 'ওঁ' জপ করিবেন, অর্থাৎ কুম্ভক করিবেন। তারপর দক্ষিণ নাসাপুটে বত্রিশবার মূলমন্ত্র বা 'ওঁ' জপ করিতে করিতে বায়ুত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। তৎপরে বাম নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া ষোড়শবার মূলমন্ত্র বা 'ওঁ' জপ করিতে করিতে ডান নাসাপুটে বায়ু পূরণ অর্থাৎ পূরক করিবেন। তারপর ডান নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় চতুঃষষ্টিবার মূলমন্ত্র বা 'ওঁ' জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবেন। তারপর বাম নাসাপুট ত্যাগ করিয়া মূলমন্ত্র বা 'ওঁ' দ্বাত্রিংশদ্বার অর্থাৎ বত্রিশবার জপ করিতে করিতে বামনাসায় বায়ুত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। পুনরায় ডান নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া, মূলমন্ত্র বা 'ওঁ' ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বামনাসাপুটে শ্বাস গ্রহণ অর্থাৎ পূরক করিবেন। তারপর উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া, মূলমন্ত্র বা 'ওঁ' চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে বায়ুরুদ্ধ অর্থাৎ কুম্ভক করিবেন। এরপর ডান নাসাপুট ত্যাগ করিয়া, মূলমন্ত্র বা 'ওঁ' দ্বাত্রিংশদ্বার অর্থাৎ বত্রিশবার জপ করিতে করিতে ডান নাসাপুটে বায়ুত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। এরূপ তিনবার করিলে একবার প্রাণায়াম হয়। অশক্তপক্ষে একবার করিলেও সিদ্ধ হয়।

প্রাণায়াম পূরকে ১৬ বার, কুম্ভকে ৬৪ বার এবং রেচকে ৩২ বার করিতে হয়। অসমর্থে ১৬ বার স্থলে ৪ বার, ৬৪ বার স্থলে ১৬ বার এবং ৩২ বার স্থলে ৮ বার জপ করিলেও সিদ্ধ হয়।

✪ **পীঠন্যাস**—(হৃদয়ে) ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। (দক্ষিণাংশে) ওঁ ধর্মায় নমঃ। (বামাংশে) ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। (বামোরুমূলে) ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। (দক্ষিণোরুমূলে) ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ। (মুখে) ওঁ অধর্মায় নমঃ। (বামপার্শ্বে) ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। (নাভৌ) ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। (দক্ষিণপার্শ্বে) ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ। (পুনর্হৃদয়ে) ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ॥

✪ **কালীকল্পে**—(হৃদয়ে) ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এইভাবে—ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ, ওঁ কমঠায় নমঃ, ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ সুধাম্বুধয়ে নমঃ, ওঁ মণিপীঠায় নমঃ, ওঁ চিন্তামণি গৃহায় নমঃ, ওঁ শ্মশানায় নমঃ, ওঁ পারিজাতায় নমঃ, ওঁ রত্নবেদিকায়ৈ নমঃ। (চতুর্দিকে) মুনিভ্যঃ নমঃ, ওঁ দেবেভ্যঃ নমঃ, ওঁ শবমুণ্ডেভ্যঃ নমঃ। (দক্ষিণাংশে) ওঁ ধর্মায় নমঃ। (দক্ষিণোরুমূলে) ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ। (মুখে) ওঁ অধর্মায় নমঃ। (বামপার্শ্বে) ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। (নাভৌ) ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। (দক্ষিণপার্শ্বে) ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ। (পুনর্হৃদয়ে) ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, অং সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। (পূর্বাদি অষ্টকেশরে) ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ কামিন্যৈ নমঃ, ওঁ কামদায়িন্যৈ নমঃ, ওঁ রত্যৈ নমঃ, ওঁ রতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ। (মধ্যে) ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ। (তদুপরি) ওঁ হেসৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ॥

✪ **জগদ্ধাত্রী ও দুর্গাকল্পে**—আং প্রভায়ৈ নমঃ, ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, উং জয়ায়ৈ নমঃ, এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ, উং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, অং বিজয়ায়ৈ নমঃ। (মধ্যে) অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। (তদুপরি) ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।

✪ **বিষ্ণুকল্পে**—ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ, ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ যোগায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রহ্বৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ। (মধ্যে) ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ। (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্বাত্মসংযোগ পদ্মপীঠাত্মনে নমঃ॥

✪ **শিবকল্পে**—ওঁ বামায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ, ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ বলবিকিরণ্যৈ নমঃ, ওঁ বলপ্রমথিন্যৈ নমঃ, ওঁ সর্বভূতদমন্যৈ নমঃ। (মধ্যে) ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ। (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ॥ এইরূপে দেবতাবিশেষে পীঠন্যাস করিয়া স্ববেদোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবেন।

✪ **ঘটস্থাপন প্রকরণ**—ঘটটি ‘‘ফট’’ মন্ত্রে জলদ্বারা ধুইয়া—‘‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুম্ভায় নমঃ।’’ মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া ‘‘ওঁ’’ মন্ত্রে পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা অঙ্কিত অষ্টদলপদ্মে মৃত্তিকা, তদুপরি পঞ্চশস্য বা

ধান্যের উপর ঘট বসাইবেন। বাস্তুমণ্ডলের ঈশানকোণস্থ যে ঘট, সেই ঘট হইতে ঘটস্থাপন শুরু করিবেন। সর্বশেষে শান্তিকুম্ভ বসাইবেন।

✪ **ঘটস্থাপন (সাম)**—ভূমি—“ওঁ মহীত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য॥” ধান্য—“ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুযস্ব নঃ॥” ঘট—“ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে॥” জল—“ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা, ঘৃতৈর্গব্যুতি মুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু॥” পল্লব—“ওঁ অয়মুর্জাবতো বৃক্ষ, উজীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়ি॥” ফল—“ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎপার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃযাতা শ্রবসশ্চ কামঃ, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ॥” বস্ত্র—“ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আ গাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্ত॥” সিন্দুর—“ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে, ক্রতুরিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে। সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্ত মুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে॥” পুষ্প—“ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব॥” স্থিরীকরণ—“ওঁ ত্বাবতঃ পুরুবসো, বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্॥” করযোড়ে—“ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥”

**(যজুঃ)**—ভূমি—“ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া, বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃগুঁহ, পৃথিবীং মা হিগুঁসী॥” ধান্য—“ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥” ঘট—“ওঁ আজিঘ্র কলশং, মহ্যা ত্বা বিশ্বস্তিন্দবঃ। পুনরুর্জা নিবর্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ॥” জল—“ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জনীস্থো বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ॥” পল্লব—“ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥” ফল—“ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতাস্তানো মুঞ্চন্ত্বগুঁ হসঃ॥” বস্ত্র—“ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আ গাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥” সিন্দুর—“ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমীয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠাভিন্দন্নুর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥” পুষ্প—“ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা, বহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রানি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ, সর্বলোকম্ম ইষাণ॥” স্থিরীকরণ—“ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্তমগ্নে পুরীষবাহনঃ॥” করযোড়ে—“ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য, তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥”



**(ঋক্)**—ভূমি—“ওঁ উর্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন, হুবে দেবানামবসা জানিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যাৎ॥” ধান্য—“ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুকথিনং। ইন্দ্র প্রাতর্জুযস্ব নঃ॥” ঘট—“ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম, কুরুশ্রবণ দদতো মঘানিব দান। ইদ্বো মঘবানঃ সো স্বয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্মি॥” জল—“ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি, বরুণস্য স্কম্ভসর্জনীস্থো বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ॥” পল্লব—“ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম। ধন্বনাঃ তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥” ফল—“ওঁ যা ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বং হসঃ॥” বস্ত্র—“ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আ গাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥” সিন্দুর—“ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ

পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠাভিন্দন্মুর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥" পুষ্প—"ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা বহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রানি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ, সর্বলোকম্ম ইষাণ॥" স্থিরীকরণ—"ওঁ স্থিরো ভব বীড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ॥" করযোড়ে—"ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য, তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥"

এইভাবে স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিয়া, ঈশানকোণের প্রথম ঘটে গণেশের ধ্যান আবাহনাদি করিয়া পূজা করিবেন।

✪ **গণেশের ধ্যান**—"ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্। প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধ মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈ সিন্দুর শোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥"

উপরোক্ত মন্ত্রে গণেশের ধ্যান করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা গণেশের আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্গণপতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥" মন্ত্রে আবাহন করিয়া, যথাশক্তি উপচারে গণেশের পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

✪ **প্রণাম**—"একদন্তং মহাকায় লম্বোদর গজাননম্। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥" তারপর অগ্নিকোণের দ্বিতীয় ঘটে ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পূজা করিবেন।

✪ **ইন্দ্রের ধ্যান**—"ওঁ সহস্রনয়নং ধ্যায়েৎ মত্তবারণসংস্থিতম্। পৃথরুবক্ষোবদনং সিংহস্কন্ধং মহাভুজম্॥ কিরীটকুণ্ডলধরং পীবরোরুভুজেক্ষণম্। বজ্রোৎপলধরং তদ্বন্নানাভরণ ভূষিতম্॥ পূজিতং দেবগন্ধর্বাপ্সরোগণ সেবিতম্। ছত্রচামরধারিণ্যঃ স্ত্রিয়ঃ পার্শ্বে চ চিন্তয়েৎ॥ সিংহাসন গতঞ্চাপি গন্ধর্বগণসংযুতম্। ইন্দ্রাণীবামতশ্চাস্য কুর্যাদুৎপলধারিণীম্॥" ধ্যানান্তে—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভো ইন্দ্র! ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া, যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।" তারপর প্রার্থনা করিবেন।

✪ **প্রার্থনা**—"ওঁ এহ্যেহিসর্বামর-সিদ্ধসাধ্যৈরভিষ্টুতো বজ্রধরেনমহেশঃ। সবীসংজ্যমানোঽপ্সর-সাংগণেন রক্ষাধরং নো ভগবন্ নমস্তে॥"

✪ **প্রণাম**—"ইন্দ্রস্তু মহসাদীপ্তঃ সর্বদেবাধিপো মহান্। বজ্রহস্তো মহাসত্ত্ব স্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥" তারপর অগ্নির ধ্যান ও আবাহন করিয়া পূজা করিবেন।

✪ **অগ্নির ধ্যান**—"ওঁ ধ্যায়েদ্ বৈশ্বানরং দেবং সর্বকাম ফলপ্রদম্। দীপ্তং সুবর্ণবপুষমর্ধচন্দ্রাসনে স্থিতম্॥ বালার্কসদৃশং তস্য বদনঞ্চাপি চিন্তয়েৎ। যজ্ঞোপবীতিনং দেবং লম্বকূটধরং তথা॥ কমণ্ডলু বামকরে দক্ষিণেত্বক্ষ সূত্রকম্। জ্বালাবিতান সংযুক্তমজবাহনমুজ্জ্বলম্॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া—"ওঁ অগ্নি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" মন্ত্রে আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।"

✪ **প্রার্থনা**—"ওঁ এহ্যেহি সর্বামরহব্যবাহ মুনিপ্রবীরে রভিতোঽভি জুষ্টঃ। তেজস্বিনা লোকগণেন সাধং মহাধ্বরং রক্ষ করে নমস্তে॥"

✪ **প্রণাম**—"আগ্নেয়ঃ পুরুষোরক্তঃ সর্বদেবময়োঽব্যয়ঃ। ধূমকেতুরনাধৃষ্য স্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥" তারপর যমের ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

✪ **যমের ধ্যান**—“ধ্যায়েৎ বৈবস্বতং যমং দণ্ডপাশধরং বিভুম্। মহামহিষমারূঢ়ং কৃষ্ণাঞ্জন চয়োপমম্॥ সিংহাসনগতঞ্চাপি দীপ্তাগ্নিসমলোচনম্। মহিষশ্চিত্রগুপ্তশ্চকরালাঃ কিঙ্করাস্তথা॥ সমস্তাৎ চিন্তয়েৎ তস্য সৌম্য সৌম্যাসুরাসুরান্॥” ধ্যানের পর—“ওঁ যমঃ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—“ওঁ যমায় নমঃ।”

✪ **প্রার্থনা**—“এহ্যেহি বৈবস্বত ধর্মরাজ সর্বামরৈরচিত দিব্যমূর্তে। শুভাশুভানন্দ শুচামধীশ শিবায় নঃ পাহি মখং নমস্তে॥”

✪ **প্রণাম**—“যমশ্চোৎপল পত্রাভঃ কিরীটি দণ্ডধৃক সদা। ধর্মসাক্ষী বিশুদ্ধাত্মা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥”

এবার নিঋতির ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা দেবতার আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

✪ **নিঋতির ধ্যান**—“রাক্ষসেন্দ্রং তথাধ্যায়েৎ লোকপালঞ্চ নৈর্ঋতম্। নরারূঢ়ং মহামায়ং রক্ষোভির্বহুভির্বৃতম্॥ খড়্গহস্তং মহানীলং কজ্জলাচল সন্নিভম্। নরযুক্ত বিমানস্থং পীতাভরণ ভূষিতম্॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ নৈর্ঋত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—“ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ।”

✪ **প্রার্থনা**—এহ্যেহি রক্ষোগণনায়কস্ত্বং সর্বৈস্তু বেতাল-পিশাচসঙ্ঘৈঃ। মমাধ্বরং পাহি শুভাদিনাথ লোকেশ্বরস্ত্বং ভগবন নমস্তে॥”

✪ **প্রণাম**—“ওঁ নির্ঋতস্তু পুমান্ যস্তু সর্বরক্ষোঽধিপো মহান্। খড়্গহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥” বরুণের ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া, যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

✪ **বরুণের ধ্যান**—“ওঁ বরুণং ধবলং ধ্যায়েৎ পাশহস্তং মহাবলম্। শুদ্ধস্ফটিকবর্ণাভং সিতহারাম্বরাবৃতম্॥ ঝশাসনগতং শান্তং কিরীটাঙ্গদ ধারিণম্॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ বরুণঃ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—“ওঁ বরুণায় নমঃ।”

✪ **প্রার্থনা**—“এহ্যেহি যাদোগণবারিধীনাং গণেন পর্জন্য মহাপ্সরোভিঃ। বিদ্যাধরেন্দ্রামরগীয়মান পাহি ত্বমস্মান্ ভগবন নমস্তে॥”

✪ **প্রণাম**—“ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ। পাশহস্তো মহাবাহু তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥”

তারপর বায়ুর ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন করিয়া, যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

✪ **বায়ুর ধ্যান**—“ওঁ বায়ুরূপং ধ্যায়েৎ সদা ধূম্রস্তু মৃগবাহনম্। চিত্রাম্বরধরং শান্তং যুবানং কুঞ্চিতভ্রূবম্। মৃগানাদিরূঢ়ং বরদং পতাকাধ্বজ সংযুতম্॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ বরুণঃ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—“ওঁ বায়বে নমঃ।”

✪ **প্রার্থনা**—“এহ্যেহি যজ্ঞে মম রক্ষণায় মৃগাধিরূঢ় সহসিদ্ধসঙ্ঘৈ। প্রাণাধিপঃ কালকবেঃ সহায়ো, গৃহান্ পূজাং ভগবন্ নমস্তে॥”

✪ **প্রণাম**—“ওঁ বায়ুশ্চ সর্ববর্ণোঽয়ং সর্বগন্ধবহঃ শুভঃ। পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥”

তারপর কুবেরের ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া পূজা করিবেন।

✪ **কুবেরের ধ্যান**—"ওঁ কুবেরং চিন্তয়াম্যহং কুণ্ডলাভামেলংকৃতম্। মহোদরং মহাকায়ং নিধ্যষ্টক সমন্বিতম্॥ গুহ্যকৈর্বহুভির্যুক্তং ধনব্যয় করৈস্তথা। হারকেয়ূররচিতং সিতাম্বর ধরং সদা॥ গদাধরঞ্চ কর্তব্যং বরদং মুকুটান্বিতম্। নরযুক্ত বিমানস্থং দেবদেবং ভজাম্যহম্॥" ধ্যানান্তে—"ওঁ কুবের ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া, যথাসাধ্য উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ কুবেরায় নমঃ।"

✪ **প্রার্থনা**—"গদাহস্তো মহাবাহো নরো যস্য চ বাহনম্। তামিমং যক্ষরাজানং কুবের মাহ্বয়াম্যহম্॥ ভগবন্নেহি কুবের এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ততে। ইমাং পূজাং গৃহাণ ত্বং যজ্ঞরক্ষাং সদা কুরু॥"

✪ **প্রণাম**—"ওঁ কুবেরঃ কণকাকারঃ রত্নসিংহাসনস্থিতঃ। স্তুতো যক্ষগণৈঃ সর্বৈ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥" তারপর ঈশানের ধ্যান ও আবাহন করিয়া, যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

✪ **ঈশানের ধ্যান**—"ওঁ ধ্যায়েদ্দীশং মহাদেবং ধবলং ধবলেক্ষণম্। ত্রিশূলপাণিনং দেবং ত্র্যক্ষং বৃষগতং প্রভুম্॥" ধ্যানান্তে—"ওঁ ঈশানঃ, ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ ঈশানায় নমঃ।"

✪ **প্রার্থনা**—"এহ্যেহি বিশ্বেশ্বর নমস্ত্রিশূল কপালখট্টাঙ্গধরেণ সার্ধম্। লোকেশ যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞসিদ্ধ্যৈ গৃহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে॥"

✪ **প্রণাম**—"ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্লঃ সর্ববিদ্যাধিপো মহান্। শূলহস্তো বিরূপাক্ষ স্তস্মৈ নিত্যং নমো

তারপর ব্রহ্মার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া পূজা করিবেন।

✪ **ব্রহ্মার ধ্যান**—"ওঁ রক্তোৎপলনিভো ব্রহ্মা চতুরাস্যশ্চতুর্ভুজঃ। হংসারূঢ়োবরাভীতি-মালাপুস্তকপাণিকঃ॥" এইরূপে ধ্যানান্তে—"ওঁ ব্রহ্মণ্ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া, যথাশক্তি উপাচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।"

✪ **প্রার্থনা**—"এহ্যেহি বিশ্বাধিপতে মুনীন্দ্র লোকেন সার্ধং পিতৃদেবতাভিঃ সর্বস্য ধাতাস্যমিতপ্রভাব বিশ্বাধ্বরং নো ভগবন্ নমস্তে॥"

✪ **প্রণাম**—"ওঁ পদ্মযোনিশ্চতুর্মূর্তি হেমবাসা পিতামহঃ। যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্বক্ত্র স্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥" তারপর অনন্তের ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া পূজা করিবেন।

✪ **অনন্তের ধ্যান**—"ওঁ হেমকুন্দেন্দুধবলঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ। সহস্রপাণিবদনো ধ্যেয়োঽনন্তঃ সুরাসুরৈ॥" ধ্যানান্তে—"ওঁ অনন্ত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ অনন্তায় নমঃ।"

✪ **প্রার্থনা**—"এহ্যেহি পাতালধরাধরেন্দ্র নাগাঙ্গনা কিন্নরগীয়মান। যক্ষোরগেন্দ্রামরলোক সার্ধমনন্ত রক্ষাধ্বরমস্মদীয়ম্॥"

✪ **প্রণাম**—"ওঁ যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্। পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্ধ্নি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥"

এইভাবে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ত্রৈলোক্যে যানি

ভূতানি স্থাবরাণি চরানি চ। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্ধং রক্ষাং কুর্বন্তু তানি মে। দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষ রাক্ষস পন্নগাঃ॥ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। সর্বে মমাধ্বরে রক্ষাং প্রকুর্বন্তি মুদান্বিতাঃ॥”

এইবার নৈর্ঋতকোণের তৃতীয় ঘটে সবিষ্ণুক আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা করিবেন।

✪ **বিষ্ণুপূজা**—বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া, পুনর্ধ্যান এবং মানসোপচারে পূজা করিয়া, যথাশক্তি উপচারে বিষ্ণুর পূজা করিবেন।

✪ **ধ্যান**—“ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্, কিরীটিহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥” ধ্যানান্তে—“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্বিষ্ণো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” মন্ত্রে আবাহন করিয়া, পুনরায় ধ্যানপূর্বক মানসোপচারে, যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—“ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।”

✪ **প্রণাম**—“ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥”

তারপর ঐ ঘটেই আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা করিবেন।

✪ **সূর্যের ধ্যান**—“ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্। পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্। শিবাধিদৈবতং সূর্যং বহ্নি প্রত্যধিদৈবতম্॥” ধ্যানান্তে পুনর্ধ্যান ও মানসপূজা করিয়া আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভোঃ সূর্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া রক্তবর্ণের পুষ্পদ্বারা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—“ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্যায় নমঃ।”

✪ **প্রণাম**—“ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥” তারপর চন্দ্রগ্রহের পূজা করিবেন।

✪ **চন্দ্রের ধ্যান**—“ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্। শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্॥ দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্। জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্যাস্য মাহ্বয়েৎ তথা॥” ধ্যানান্তে পুনর্ধ্যান করিয়া মানসপূজাপূর্বক আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভোঃ সোম ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। তারপর শ্বেতপুষ্প দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। পূজামন্ত্র—“ওঁ ঐং ক্লীং সোমায় নমঃ।”

✪ **পুষ্পাঞ্জলি**—“এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং ক্লীং সোমায় নমঃ।”

✪ **প্রণাম**—“ওঁ দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব সম্ভবম্। নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥”

তারপর মঙ্গলগ্রহের ধ্যান, আবাহন, পুনর্ধ্যান ও মানসোপচারে পূজা করিয়া, যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

✪ **মঙ্গলের ধ্যান**—“ওঁ আবন্তং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্। আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্॥ দক্ষিণোর্ধ্বক্রমাচ্ছক্তি বরাভয়গদাকরম্। আদিত্যাদি মুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ। স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥” ধ্যানান্তে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভোঃ মঙ্গল ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—“ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ।” মন্ত্রে রক্তবর্ণ পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবেন।

গৃহপ্রবেশপূজা পদ্ধতি

✪ **পুষ্পাঞ্জলি**—রক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া "এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হুং শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ।" মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবেন।

✪ **প্রণাম**—"ওঁ ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভম্। কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥"

তারপর বুধগ্রহের ধ্যান, আবাহন, পুনর্ধ্যান মানসোপচারে পূজার পর যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

✪ **বুধের ধ্যান**—"ওঁ মাগধং দ্ব্যঙ্গুলত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্। বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম গদাবরদ খড়্গিনম্॥ সূর্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ। নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

ধ্যানান্তে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া পুনর্ধ্যান ও মানসোপচারে পূজাপূর্বক, যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। আবাহন মন্ত্র, যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভোঃ বুধ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি।

✪ **পুষ্পাঞ্জলি**—"এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীবুধায় নমঃ।" মন্ত্রে পীতবর্ণের পুষ্পদ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিবেন।

✪ **প্রণাম**—"ওঁ প্রিয়ঙ্গুকলিকশ্যামং রূপেণা প্রতিমং বুধম্। সৌম্যং সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥" ইহার পর যথাশক্তি উপচার দ্বারা পীতবর্ণের পুষ্পদ্বারা বৃহস্পতির পূজা করিবেন।

✪ **বৃহস্পতির ধ্যান**—"ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্। ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজম্॥ দক্ষোর্দ্ধদক্ষবরদকরকাদণ্ডমাহ্বয়েৎ। ব্রহ্মাধিদৈবং সূর্যাস্যমিন্দ্র প্রত্যধিদৈবতম্॥" মন্ত্রে ধ্যান করিয়া—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভোঃ বৃহস্পতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্বক পীতবর্ণের পুষ্পদ্বারা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি

✪ **পুষ্পাঞ্জলি**—"ওঁ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং বৃহস্পতয়ে নমঃ।"

✪ **প্রণাম**—"ওঁ দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরো কনকসন্নিভম্। বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥"

তারপর শুক্রগ্রহের ধ্যান, আবাহন, মানসপূজা ও পুনর্ধ্যান করিয়া শ্বেতবর্ণের পুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন।

✪ **শুক্রের ধ্যান**—"ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্। পদ্মস্থমাহ্বয়েৎ সূর্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্॥ গদাক্ষবরকরকাদণ্ডহস্তং সিতাম্বরম্। শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েচ্ছ্রী প্রত্যধিদৈবতম্॥" ধ্যানের পর আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভোঃ শুক্র ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া শ্বেতপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শুক্রায় নমঃ।"

✪ **পুষ্পাঞ্জলি**—"এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় নমঃ।"

✪ **প্রণাম**—"ওঁ হিমকুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরোম্। সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥" তারপর শনিগ্রহের পূজা করিবেন।

✪ **শনির ধ্যান**—"ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং শৌরিং চতুর্ভুজম্॥ তদ্বদ্ বাণধরং শূলং ধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ। যমাধিদৈবতং প্রজাপতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥" ধ্যানের পর "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভোঃ শনৈশ্চর ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া, পুনর্ধ্যানপূর্বক মানসোপচারে পূজা করিয়া, নীলপুষ্প দ্বারা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ।"

✪ **পুষ্পাঞ্জলি**—"এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ।"

✪ **প্রণাম**—"ওঁ নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্। ছায়ায়াগর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥" তারপর রাহুগ্রহের পূজা করিবেন।

✪ **রাহুর ধ্যান**—"ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠীনং দ্বাদশাঙ্গুলম্। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ॥ চতুর্বাহুং খড়্গবর শূলচর্মকরং তথা। কালাধি দৈবং সূর্যস্যং সর্পপ্রত্যধিদৈবতম্॥" ধ্যানান্তে—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভোঃ রাহো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া পুনর্ধ্যান ও মানসপূজা করিয়া, কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ ঐঁ হ্রীং রাহবে নমঃ॥"

✪ **পুষ্পাঞ্জলি**—"এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ॥"

✪ **প্রণাম**—"ওঁ অর্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য বিমর্দকম্। সিংহিকায়ঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥" তারপর কেতুগ্রহের পূজা করিবেন।

✪ **কেতুর ধ্যান**—"ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্। ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েৎ বিকৃতাননম্॥ সূর্যাস্যং ধূম্রবসনং বরদং গদিনং তথা। চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্মপ্রত্যধিদৈবতম্॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভোঃ কেতুগণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক পুনর্ধ্যান ও মানসোপচারে পূজা করিয়া, ধূম্রবর্ণ পুষ্পদ্বারা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া, পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে নমঃ।"

✪ **পুষ্পাঞ্জলি**—"এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে নমঃ।"



✪ **প্রণাম**—"ওঁ পলাল ধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহ বিমর্দকম্। রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্॥"

এইভাবে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও সবিষ্ণু আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা সমাপন করিয়া, করযোড়ে প্রার্থনা করিবেন। যথা—"ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরাঃ। যৎ পূজিতং ময়া দেবাঃ পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ ওঁ যৎ কৃতং পূজনং দেবাঃ ভক্তিশ্রদ্ধাবিবর্জিতম্। পরিগৃহ্নন্তু তৎ সর্বং সূর্যদ্যাগ্রহনায়কাঃ॥"

এইবার মণ্ডলের বাইরের চারটি ঘটে পূজার পর বাস্তুমণ্ডলের তালিকা অনুযায়ী ঈশানকোণ হইতে ৫৩ জন দেবতার পূজা করিবেন।

✪ **মণ্ডলস্থ দেবতাদের পূজা**—পুষ্প ও আতপতণ্ডুল লইয়া, প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ শিখিন্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ" মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া—"এষ গন্ধঃ ওঁ শিখিনে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শিখিনে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ শিখিনে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শিখিনে নমঃ। এতৎ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যং ওঁ শিখিনে নমঃ।" সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্য দিতে অসমর্থ পক্ষে শুধু অক্ষত দ্বারা "এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ শিখিনে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবেন। তবে সোপকরণনৈবেদ্য দেওয়াই বিধি। শেষে "এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ শিখিনে নমঃ।" এইভাবে প্রত্যেকের পূজা করিবেন।

## মনুষ্যবাস্তুতে একাশীতিপদ বাস্তুপূজা

পূজাবিধি—(ঈশানে) এতে গন্ধপুষ্পে রক্ত একপদে শিখিনে নমঃ। ১ ॥ (পরপর দক্ষিণদিকে) কৃষ্ণ একপদে পর্জন্যায় নমঃ। ২ ॥ শ্বেত দ্বিপদে জয়ন্তায় নমঃ। ৩ ॥ পীত দ্বিপদে কুলিশায়ুধায় নমঃ। ৪ ॥ রক্ত দ্বিপদে সূর্যায় নমঃ। ৫ ॥ শুক্ল দ্বিপদে সত্যায় নমঃ। ৬ ॥ পীত দ্বিপদে ভৃশায় নমঃ। ৭ ॥ কৃষ্ণ একপদে আকাশায় নমঃ। ৮ ॥ (অগ্নিকোণে) শ্বেত অর্ধপদে বায়বে নমঃ। ৯ ॥ (পরপর পশ্চিমদিকে) রক্ত একপদে পূষ্ণে নমঃ। ১০ ॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে বিতথায় নমঃ। ১১ ॥ শ্বেত দ্বিপদে গৃহক্ষতায় নমঃ। ১২ ॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে যমায় নমঃ। ১৩॥ পীত দ্বিপদে গন্ধর্বায় নমঃ। ১৪ ॥ শ্যাম দ্বিপদে ভৃঙ্গরাজায় নমঃ। ১৫ ॥ পীত একপদে মৃগায় নমঃ। ১৬॥ (নৈর্ঋতকোণে) শ্বেত একপদে পিতৃগণায় নমঃ। ১৭ ॥ (পরপর উত্তরদিকে) কৃষ্ণ একপদে দৌবারিকায় নমঃ। ১৮ ॥ শ্বেত দ্বিপদে সুগ্রীবায় নমঃ। ১৯ ॥ পীত দ্বিপদে পুষ্পদন্তায় নমঃ। ২০ ॥ শ্বেত দ্বিপদে বরুণায় নমঃ। ২১ ॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে অসুরায় নমঃ। ২২ ॥ শ্বেত একপদে শোষায় নমঃ। ২৩ ॥ কৃষ্ণ একপদে পাপায় নমঃ। ২৪ ॥ (বায়ুকোণে) শ্যাম একপদে রোগায় নমঃ। ২৫ ॥ (পরপর পূর্বদিকে) পীত একপদে অহয়ে নমঃ। ২৬ ॥ শ্যাম দ্বিপদে মুখ্যায় নমঃ। ২৭ ॥ পীত দ্বিপদে ভল্লাটায় নমঃ। ২৮ ॥ শ্বেত দ্বিপদে সোমায় নমঃ। ২৯ ॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে সর্পায় নমঃ। ৩০ ॥ রক্ত দ্বিপদে আদিত্যৈ নমঃ। ৩১ ॥ শ্যাম একপদে দিত্যৈ নমঃ। ৩২ ॥ (পর্জন্যের নীচে দ্বিতীয় সারিতে ঈশানে) শ্বেত একপদে অদ্ভ্যঃ নমঃ ৩৩ ॥ **(আকাশের নীচে দ্বিতীয় সারিতে অগ্নিকোণে) *শ্বেত একপদে সাবিত্রায় নমঃ।***

৩৪ ॥ (দৌবারিকের উপরে নৈর্ঋতে) শ্বেত একপদে জয়ায় নমঃ। ৩৫ ॥ (পাপের উপরে বায়ুকোণে) শ্বেত



নমঃ। ৩৭ ॥ (তার পাশে

একপদে রুদ্রায় নমঃ। ৩৬॥ (তৃতীয় সারিতে পূর্বদিকে মধ্যস্থলে) শ্বেত ত্রিপদে অর্যম্নে নমঃ। ৩৭ ॥ (তার পাশে অগ্নিকোণে) রক্ত একপদে সবিত্রে নমঃ। ৩৮ ॥ (তার নীচে উত্তরে) শ্বেত ত্রিপদে বিবস্বতে নমঃ। ৩৯ ॥ (তার নীচে নৈর্ঋতে) পীত একপদে বিবুধাধিপায় নমঃ। ৪০ ॥ (তার পাশে পশ্চিমে) শ্বেত ত্রিপদে মিত্রায় নমঃ। ৪১ ॥ (তার পাশে বায়ুকোণে) রক্ত একপদে রাজযক্ষ্মণে নমঃ। ৪২ ॥ (তার উপরে দক্ষিণে) শ্বেত ত্রিপদে ধরাধরায় নমঃ। ৪৩ ॥ (তার উপরে ঈশানে) পীত একপদে আপবৎসায় নমঃ। ৪৪ ॥ (মাঝে) রক্ত নবপদে ব্রহ্মণে নমঃ। ৪৫ ॥ (মণ্ডলের বাইরে ঈশানে) কৃষ্ণ একপদে চরক্যৈ নমঃ। ৪৬ ॥ (অগ্নিকোণে) কৃষ্ণ একপদে বিদার্যৈ নমঃ। ৪৭ ॥ (নৈর্ঋতে) কৃষ্ণ একপদে পূতনায়ৈ নমঃ। ৪৮ ॥ (বায়ুকোণে) কৃষ্ণ একপদে পাপরাক্ষস্যৈ নমঃ। ৪৯ ॥ (পূর্বে) পীত একপদে স্কন্দায় নমঃ। ৫০ ॥ (দক্ষিণে) রক্ত একপদে অর্যম্নে নমঃ। ৫১ ॥ (পশ্চিমে) কৃষ্ণ একপদে জম্ভকায় নমঃ। ৫২ ॥ (উত্তরে) কৃষ্ণ একপদে পিলিপিঞ্জায় নমঃ। ৫৩ ॥



## দেববাস্তুতে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডলে দেবতাদের পূজা

✪ পূজাবিধি—(ঈশানে) শ্বেত অর্ধপদে ঈশায় নমঃ। ১ ॥ (পরপর দক্ষিণদিকে) কৃষ্ণ একপদে পর্জন্যায় নমঃ। ২ ॥ শ্বেত দ্বিপদে জয়ন্তায় নমঃ। ৩ ॥ পীত দ্বিপদে কুলিশায়ুধায় নমঃ। ৪ ॥ রক্ত দ্বিপদে সূর্যায় নমঃ। ৫ ॥ শুক্ল দ্বিপদে সত্যায় নমঃ। ৬ ॥ পীত একপদে ভৃশায় নমঃ। ৭ ॥ (অগ্নিকোণে) কৃষ্ণ অর্ধপদে আকাশায় নমঃ। ৮ ॥ শ্বেত অর্ধপদে বায়বে নমঃ। ৯ ॥ (পরপর পশ্চিমদিকে) রক্ত একপদে পূষ্ণে নমঃ। ১০ ॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে বিতথায় নমঃ। ১১ ॥ শ্বেত দ্বিপদে গৃহক্ষতায় নমঃ। ১২ ॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে যমায় নমঃ। ১৩ ॥ পীত দ্বিপদে গন্ধর্বায় নমঃ।

## মনুষ্যবাস্তুতে একাশীতিপদ বাস্তুপূজা

**পূজাবিধি**—(ঈশানে) এতে গন্ধপুষ্পে রক্ত একপদে শিখিনে নমঃ। ১ ॥ (পরপর দক্ষিণদিকে) কৃষ্ণ একপদে পর্জন্যায় নমঃ। ২ ॥ শ্বেত দ্বিপদে জয়ন্তায় নমঃ। ৩ ॥ পীত দ্বিপদে কুলিশায়ুধায় নমঃ। ৪ ॥ রক্ত দ্বিপদে সূর্যায় নমঃ। ৫ ॥ শুক্ল দ্বিপদে সত্যায় নমঃ। ৬ ॥ পীত দ্বিপদে ভৃশায় নমঃ। ৭ ॥ কৃষ্ণ একপদে আকাশায় নমঃ। ৮ ॥ (অগ্নিকোণে) শ্বেত অর্ধপদে বায়বে নমঃ। ৯ ॥ (পরপর পশ্চিমদিকে) রক্ত একপদে পূষ্ণে নমঃ। ১০ ॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে বিতথায় নমঃ। ১১ ॥ শ্বেত দ্বিপদে গৃহক্ষতায় নমঃ। ১২ ॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে যমায় নমঃ। ১৩ ॥ পীত দ্বিপদে গন্ধর্বায় নমঃ। ১৪ ॥ শ্যাম দ্বিপদে ভৃঙ্গরাজায় নমঃ। ১৫ ॥ পীত একপদে মৃগায় নমঃ। ১৬ ॥ (নৈর্ঋতকোণে) শ্বেত একপদে পিতৃগণায় নমঃ। ১৭ ॥ (পরপর উত্তরদিকে) কৃষ্ণ একপদে দৌবারিকায় নমঃ। ১৮ ॥ শ্বেত দ্বিপদে সুগ্রীবায় নমঃ। ১৯ ॥ পীত দ্বিপদে পুষ্পদন্তায় নমঃ। ২০ ॥ শ্বেত দ্বিপদে বরুণায় নমঃ। ২১ ॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে অসুরায় নমঃ। ২২ ॥ শ্বেত একপদে শেষায় নমঃ। ২৩ ॥ কৃষ্ণ একপদে পাপায় নমঃ। ২৪ ॥ (বায়ুকোণে) শ্যাম একপদে রোগায় নমঃ। ২৫ ॥ (পরপর পূর্বদিকে) পীত একপদে অহয়ে নমঃ। ২৬ ॥ শ্যাম দ্বিপদে মুখ্যায় নমঃ। ২৭ ॥ পীত দ্বিপদে ভল্লাটায় নমঃ। ২৮ ॥ শ্বেত দ্বিপদে সোমায় নমঃ। ২৯ ॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে সর্পায় নমঃ। ৩০ ॥ রক্ত দ্বিপদে আদিত্যৈ নমঃ। ৩১ ॥ শ্যাম একপদে দিত্যৈ নমঃ। ৩২ ॥ (পর্জন্যের নীচে দ্বিতীয় সারিতে ঈশানে) শ্বেত একপদে অদ্ভ্যঃ নমঃ ৩৩ ॥ (আকাশের নীচে দ্বিতীয় সারিতে অগ্নিকোণে) শ্বেত একপদে সাবিত্রায় নমঃ। ৩৪ ॥ (দৌবারিকের উপরে নৈর্ঋতে) শ্বেত একপদে জয়ায় নমঃ। ৩৫ ॥ (পাপের উপরে বায়কোণে) শ্বেত একপদে রুদ্রায় নমঃ। ৩৬ ॥ (তৃতীয় সারিতে পূর্বদিকে মধ্যস্থলে) শ্বেত ত্রিপদে অর্যম্নে নমঃ। ৩৭ ॥ (তার পাশে অগ্নিকোণে) রক্ত একপদে সবিত্রে নমঃ। ৩৮ ॥ (তার নীচে উত্তরে) শ্বেত ত্রিপদে বিবস্বতে নমঃ। ৩৯ ॥ (তার নীচে নৈর্ঋতে) পীত একপদে বিবুধাধিপায় নমঃ। ৪০ ॥ (তার পাশে পশ্চিমে) শ্বেত ত্রিপদে মিত্রায় নমঃ। ৪১ ॥ (তার পাশে বায়ুকোণে) রক্ত একপদে রাজযক্ষ্মণে নমঃ। ৪২ ॥ (তার উপরে দক্ষিণে) শ্বেত ত্রিপদে ধরাধরায় নমঃ। ৪৩ ॥ (তার উপরে ঈশানে) পীত একপদে আপবৎসায় নমঃ। ৪৪ ॥ (মাঝে) রক্ত নবপদে ব্রহ্মণে নমঃ। ৪৫ ॥ (মণ্ডলের বাইরে ঈশানে) কৃষ্ণ একপদে চরক্যৈ নমঃ। ৪৬ ॥ (অগ্নিকোণে) কৃষ্ণ একপদে বিদার্যৈ নমঃ। ৪৭ ॥ (নৈর্ঋতে) কৃষ্ণ একপদে পূতনায়ৈ নমঃ। ৪৮ ॥ (বায়ুকোণে) কৃষ্ণ একপদে পাপরাক্ষস্যৈ নমঃ। ৪৯ ॥ (পূর্বে) পীত একপদে স্কন্দায় নমঃ। ৫০ ॥ (দক্ষিণে) রক্ত একপদে অর্যম্নে নমঃ। ৫১ ॥ (পশ্চিমে) কৃষ্ণ একপদে জম্ভকায় নমঃ। ৫২ ॥ (উত্তরে) কৃষ্ণ একপদে পিলিপিঞ্জায় নমঃ। ৫৩ ॥

## দেববাস্তুতে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডলে দেবতাদের পূজা

✪ **পূজাবিধি**—(ঈশানে) শ্বেত অর্ধপদে ঈশায় নমঃ। ১ ॥ (পরপর দক্ষিণদিকে) কৃষ্ণ একপদে পর্জন্যায় নমঃ। ২ ॥ শ্বেত দ্বিপদে জয়ন্তায় নমঃ। ৩ ॥ পীত দ্বিপদে কুলিশায়ুধায় নমঃ। ৪ ॥ রক্ত দ্বিপদে সূর্যায় নমঃ। ৫ ॥ শুক্ল দ্বিপদে সত্যায় নমঃ। ৬ ॥ পীত একপদে ভৃশায় নমঃ। ৭ ॥ (অগ্নিকোণে) কৃষ্ণ অর্ধপদে আকাশায় নমঃ। ৮ ॥ শ্বেত অর্ধপদে বায়বে নমঃ। ৯ ॥ (পরপর পশ্চিমদিকে) রক্ত একপদে পূষ্ণে নমঃ। ১০ ॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে বিতথায় নমঃ। ১১ ॥ শ্বেত দ্বিপদে গৃহক্ষতায় নমঃ। ১২ ॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে যমায় নমঃ। ১৩ ॥ পীত দ্বিপদে গন্ধর্বায় নমঃ।

১৪॥ শ্যাম একপদে ভৃঙ্গরাজায় নমঃ। ১৫॥ (নৈর্খতে) পীত অর্ধপদে মৃগায় নমঃ। ১৬॥ শ্বেত অর্ধপদে পিতৃগণায় নমঃ। ১৭॥ (পরপর উত্তরে) কৃষ্ণ একপদে দৌবারিকায় নমঃ। ১৮॥ শ্বেত দ্বিপদে সুগ্রীবায় নমঃ। ১৯॥ পীত দ্বিপদে পুষ্পদন্তায় নমঃ। ২০॥ শ্বেত দ্বিপদে বরুণায় নমঃ। ২১॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে অসুরায় নমঃ। ২২॥ শ্বেত একপদে শেষায় নমঃ। ২৩॥ (বায়ুকোণে) কৃষ্ণ অর্ধপদে পাপায় নমঃ। ২৪॥ শ্যাম অর্ধপদে রোগায় নমঃ। ২৫॥ (পরপর পূর্বদিকে) পীত একপদে অহয়ে নমঃ। ২৬॥ শ্যাম দ্বিপদে মুখ্যায় নমঃ। ২৭॥ পীত দ্বিপদে ভল্লাটায় নমঃ। ২৮॥ শ্বেত দ্বিপদে সোমায় নমঃ। ২৯॥ কৃষ্ণ দ্বিপদে সর্পায় নমঃ। ৩০॥ রক্ত দ্বিপদে আদিত্যৈ নমঃ। ৩১॥ শ্যাম একপদে দিত্যৈ নমঃ। ৩২॥ (পর্জন্যের নীচে দ্বিতীয় সারিতে ঈশানে) শ্বেত একপদে অদ্ভ্যঃ নমঃ। ৩৩॥ (ভৃশর নীচে দ্বিতীয় সারিতে অগ্নিকোণে) শ্বেত একপদে সাবিত্রায় নমঃ। ৩৪॥ (দৌবারিকের উপরে নৈর্খতে) শ্বেত একপদে জয়ায় নমঃ। ৩৫॥ (শেষের উপরে বায়ুকোণে) শ্বেত একপদে রুদ্রায় নমঃ। ৩৬॥ (তৃতীয় সারিতে পূর্বদিকের মাঝে) শ্বেত দ্বিপদে অর্যম্নে নমঃ। ৩৭॥ (তার পাশে অগ্নিকোণে) রক্ত একপদে সবিত্রে নমঃ। ৩৮॥ (তার নীচে উত্তরে) শ্বেত দ্বিপদে বিবস্বতে নমঃ। ৩৯॥ (তার নীচে নৈর্খতে) পীত একপদে বিবুধাধিপায় নমঃ। ৪০॥ (তার পাশে পশ্চিমে) শ্বেত দ্বিপদে মিত্রায় নমঃ। ৪১॥ (তার পাশে বায়ুকোণে) রক্ত একপদে রাজযক্ষণে নমঃ। ৪২॥ (তার উপরে দক্ষিণে) শ্বেত দ্বিপদে ধরাধরায় নমঃ। ৪৩॥ (তার উপরে ঈশানে) পীত একপদে আপবৎসায় নমঃ। ৪৪॥ (মাঝে) রক্ত চতুষ্পদে ব্রহ্মণে নমঃ। ৪৫॥ (মণ্ডলের বাইরে ঈশানে) কৃষ্ণ একপদে চরক্যৈ নমঃ। ৪৬॥ (অগ্নিকোণে) কৃষ্ণ বিদার্যৈ নমঃ। ৪৭॥ (নৈর্খতে) পূতনায়ৈ নমঃ। ৪৮॥ (বায়ুকোণে) কৃষ্ণ পাপরাক্ষস্যৈ নমঃ। ৪৯॥ *(পূর্বে) পীত স্কন্দায় নমঃ। ৫০॥ (দক্ষিণে)*



৭৮

গৃহপ্রবেশপূজা পদ্ধতি

রক্ত অর্যম্নে নমঃ। ৫১॥ (পশ্চিমে) কৃষ্ণ জম্ভকায় নমঃ। ৫২॥ (উত্তরে) কৃষ্ণ পিলিপিঞ্জায় নমঃ। ৫৩॥ তারপর ব্রহ্মস্থানে যথাক্রমে—বাসুদেব, শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী, বাস্তুদেবগণ, পৃথিবী, সর্বদেবময় হরি এবং বাস্তুদেবের ষোড়শোপচারে অথবা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

✪ **বাসুদেবের পূজা**॥ **ধ্যান**—"ওঁ বাসুদেবং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং। গরুড়ারূঢ়ং বনমালা বিভূষিতং॥ লক্ষ্মী সরস্বতী সহিতং নানালঙ্কারভূষিতং। প্রসন্নবদনং দেবং কমললোচনম্॥ ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা ও পুনরায় ধ্যান করিয়া—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভোঃ ভগবন্ বাসুদেব, ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া, ষোড়শপচারে বা যথাশক্তি উপচারে পূজা ও প্রণাম করিবেন।

✪ **প্রণাম মন্ত্র**—"ওঁ নমস্তে বাসুদেবায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ। হৃষীকেশ নমস্তভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো॥ ওঁ নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বভাবন। বাসুদেবায় শান্তায় যদুনাং পতয়ে নমঃ॥ বাসুদেবের পূজা হইলে লক্ষ্মীর পূজা করিবেন।

✪ **লক্ষ্মীর পূজা**॥ **ধ্যান**—"ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়ো। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্য মাতরম্॥ গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কার ভূষিতাম্। রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা "ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেবী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া, পুনর্ধ্যান এবং মানসোপচারে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া, পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবেন।

✪ **পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র**—"নমস্তে সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্ত্বৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদর্চনাৎ॥

✪ **প্রণাম মন্ত্র**—ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে॥"

তারপর বাসুদেবগণের আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন।

✪ **বাসুদেবগণের পূজা॥ আবাহন**—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ বাসুদেবগণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥" মন্ত্রে আবাহন করিয়া—"এতৎ পাদ্যং ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ। এষোঽর্ঘ্য (সাম—ইদমর্ঘ্যং) ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ। এতদাচমনীয়ং ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ। এষ মধুপর্কঃ ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ। এতৎ পুনরাচমনীয়ং ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ। এতৎ সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যম্ ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ।" মন্ত্রে প্রণামপূর্বক পৃথিবীর পূজা করিবেন।

✪ **পৃথিবীর পূজা॥ ধ্যান**—"ওঁ সুরূপাং প্রমদারূপাং বিদ্যাভরণ ভূষিতাম্। ধ্যাত্বা ত্বমর্চয়েদ দেবীং পরিতুষ্টাং স্মিতাননাম্॥" এইরূপে ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভোঃ পৃথিবী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহন ও মানসপূজা করিয়া যথাসাধ্য উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ॥"

**রৌপ্য নির্মিত পৃথিবী হইলে তাম্রপাত্রের উপর স্থাপন করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া, আবাহনের পর**—"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ পৃথিব্যাঃ প্রাণা ইহপ্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ পৃথিব্যাঃ জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ পৃথিব্যাঃ বাঙ্মনশ্চক্ষু শোত্রঘ্রাণপ্রাণাঃ ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।" মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও পুনরায় ধ্যান করিয়া "এতৎ পাদ্যং ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন।



✪ **অর্ঘ্যদান মন্ত্র**—শঙ্খপাত্রে দুগ্ধ, পুষ্প, আতপতণ্ডুল, কুশ প্রভৃতির দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক অর্ঘ্যদান করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ অত্র তিষ্ঠন্তি যে নাগা ভূমিষ্ঠা ভূমিপালকাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রী মে॥ ওঁ হিরণ্যগর্ভে বসুধে শেষস্য পরিশায়িনি। বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রী মে॥" অর্ঘ্যদানের পর করযোড়ে প্রার্থনা করিবেন।

✪ **প্রার্থনা মন্ত্র**—"ওঁ শুভে চ শোভনে দেবি চতুরস্রে মহীতলে। শুভদে সুখদে দেবি গৃহে কাশ্যপি রম্যতাম্॥ ওঁ অব্যঙ্গে চক্ষতে পূণ্যে মুনেশ্চাঙ্গিরসঃ সুতে। তব ময়া কৃতা পূজা সমৃদ্ধিং গৃহিণঃ কুরু॥ ওঁ বসুন্ধরে বরারোহে স্থানং মে দীয়তাং শুভে। ত্বৎ প্রসাদাম্মহাদেবি কার্য মে সিদ্ধতাং দ্রুতম্॥ এইভাবে প্রার্থনার পরে প্রণাম করিবেন।

✪ **প্রণাম মন্ত্র**—"ওঁ সর্বাধারে সর্ববীজে সর্বশক্তি সমন্বিতে। সর্বকামপ্রদে দেবি বসুধায়ৈ নমোঽস্তুতে॥" এইরূপে প্রণামপূর্বক সর্বদেবময় হরির পূজা করিবেন।

✪ **হরির পূজা॥ ধ্যান**—"ওঁ উদ্যৎকোটি দিবাকরাভমণিশং শঙ্খং চক্রং গদা পঙ্কজং, চক্রং বিভ্রতী-মিন্দিরা বসুমতী সংশোভিত পার্শ্বদ্বয়ম। কোটিরাঙ্গদহার কুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তভোদীপ্তং, বিশ্বধরং স্ববক্ষসি

লসৎ শ্রীবৎসচিহ্নং ভজে॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া, মানসোপচারে পূজাপূর্বক পুনর্ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভোঃ ভগবান্ সর্বদেবময় হরিঃ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গহাণ।" মন্ত্রে আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে বা দ্বাদশোপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ সর্বদেবময় হরয়ে নমঃ॥"

✪ **প্রণাম মন্ত্র**—"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥" এইরূপে প্রণামপূর্বক বাস্তুদেবের পূজা করিবেন।

✪ **বাস্তুদেবতার পূজা॥ ধ্যান**—"ওঁ অরুণিতমণিবর্ণং কুণ্ডলং শ্রেষ্ঠকর্ণং, সুসিতসুভগ সৌম্যং দণ্ডপাণিং সুবেশম্। নিখিলজননিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং, নতজন ভয়নাশং বাস্তুদেবং ভজামি॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া, মানসপূজাপূর্বক পুনর্ধ্যান করিয়া—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্ব বাস্তোষ্পতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া সাধ্যমত উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।"

✪ **অর্ঘ্যদান মন্ত্র**—"ওঁ বাস্তোষ্পতে ত্বমুত্তিষ্ঠ সংসারস্থিতিকারকঃ। গৃহাণার্ঘ্যং ময়াদত্তং সর্বহিতার্থায় নমঃ॥"

✪ **প্রণাম মন্ত্র**—"ওঁ সর্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্বং বাস্তুময়ং জগৎ। পৃথ্বিধরস্তু বিজ্ঞেয়ো বাস্তুদেব নমোঽস্তুতে॥"

**এইবার পাশে বর্ধনীসহ সুসজ্জিত রাখা ঘটটি শঙ্খ-বাদ্যাদি সহ ব্রহ্মস্থানে বসাইয়া, স্ববেদোক্ত মন্ত্রে** [illegible]



✪ **ব্রহ্মার পূজা॥ ধ্যান—"ওঁ ব্রহ্মাণমমর শ্রেষ্ঠং নানালঙ্কার ভূষিতম্। অক্ষকমণ্ডলুধরং কীর্তিদং** সৃষ্টিকারকম্॥ পদ্মযোনিং সুরশ্রেষ্ঠং ব্রহ্মাণঞ্চ ভজাম্যহম্॥" মন্ত্রে ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ব্রহ্মণ্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহন করিয়া, ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" অতঃপর পুষ্পাঞ্জলি দিবেন।

✪ **পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র**—"এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" তারপর প্রণাম করিবেন।

✪ **প্রণাম মন্ত্র**—"বেদাধারায় বেদ্যায় জ্ঞানগম্যায় সুরয়ে। কমণ্ডল্বক্ষমালাস্রুক্স্রুবহস্তায় তে নমঃ॥"

ব্রহ্মার পূজা সমাপন করিয়া তারপর বেদীর ঈশানকোণে স্থিত কুম্ভটি অর্থাৎ শান্তির ঘটটি স্বশাখোক্ত মন্ত্রে স্থাপন করিবেন (৬০ পৃষ্ঠায় ঘটস্থাপন বিধি দেখুন)। যথারীতি ঘটস্থাপন করিয়া, সেই ঘটে শান্তিদেবীর পূজা করিবেন।

✪ **শান্তিদেবীর পূজা॥ ধ্যান**—"ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষ্যাচতুর্ভির্ভুজৈঃ, শঙ্খং চক্রধনুঃ শরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎ কাঞ্চীক্বনন্নূপুরা, দুর্গাদুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎ কুণ্ডলা॥" ধ্যানের পর মানসোপচারে পূজা করিয়া—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ভগবতী দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া পুনর্ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পূজামন্ত্র—"হ্রীং ওঁ ভগবদ্দুর্গায়ৈ নমঃ॥"

✪ **পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র**—"এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং ওঁ ভগবদ্দুর্গায়ৈ নমঃ।"

✪ **প্রণাম মন্ত্র**—"ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

শান্তির ঘটে পূজা সমাপন করিয়া, শিলা বা ইষ্টকা পূজা করিবেন।

✪ **শিলা বা ইষ্টকা পূজা**—নতুন একটি অভগ্ন এবং দাগ প্রভৃতি শূন্য ইঁট বা শিলাকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য এবং শুদ্ধ জলদ্বারা ধুইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা, মন্ত্র—"ওঁ আপঃ শুদ্ধা ব্রহ্মরূপাঃ পাবয়ন্তি জগত্রয়ং। চাভিরত্তি শিলাং স্নাপ্য স্থাপয়ামি শুভেস্থলে॥"

তারপর ইষ্টকটিকে হলুদ মাখাইয়া, সিন্দুর ও চন্দন দ্বারা তার উপর স্বস্তিক ও পুত্তলিকা আঁকিয়া, মালা ও কাপড় দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া সম্মুখে রাখিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা নিম্নলিখিতভাবে পূজা করিবেন। প্রত্যেকের পৃথক পৃথকভাবে পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ।" পূজান্তে প্রার্থনা করিবেন। যথা—"ওঁ নন্দীত্বং নন্দিনী পুংসাং ত্বামত্র স্থাপয়াম্যহম্। অস্মিন্ রক্ষা ত্বয়া কার্যা প্রাসাদে রত্নতো মম॥ ১॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ। ওঁ ভদ্রে ত্বং সর্বদা ভদ্রং লোকানাং কুরু কাশ্যপি। আয়ুর্দা কামদা দেবি সুখদা চ সদা ভব॥ ২॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ জয়ে ত্বং সর্বদা দেবি তিষ্ঠত্বং স্থাপিতা ময়া। নিত্যং জয়ায় ভুত্র্যৈ চ স্বামিনো ভব ভার্গবি॥ ৩॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রিক্তায়ৈ নমঃ। ওঁ রিক্তে ত্বরিক্তে দোষঘ্নে সিদ্ধি-বুদ্ধিপ্রদে শুভে। সর্বদা সর্বদোষঘ্নে তিষ্ঠস্মিন্ মম মন্দিরে॥ ৪॥ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ। ওঁ পূর্ণে ত্বং সর্বদা ভদ্রে সর্বসন্দোহলক্ষণে। সর্বং সম্পূর্ণ মেবাত্র করুত্বাঙ্গিরসঃ সুতে॥ ৫॥" এইরূপে পূজা সমাপন করিয়া, হোমাদি কার্য করিবেন।





## হোম প্রকরণ

### সামবেদীয় হোম

✪ **কুশপাতন**—চারিদিকে একহস্ত প্রমাণ সমচতুষ্কোণ গোময়াদি লিপ্ত পরিষ্কার স্থানে বালুকা ব্যাপ্ত করিয়া হোতা তিলক উষ্ণীকাদি ধারণপূর্বক, পূর্বমুখে বসিয়া, স্থণ্ডিলের দক্ষিণপ্রান্তে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ স্থান ত্যাগ করিয়া, পশ্চিমপ্রান্তে দু'আঙুল পরিমাণ স্থান ছাড়িয়া দিয়া, দ্বাদশ আঙুল পরিমাণ ১টি কুশ পূর্বাগ্র করিয়া পাতিবেন। তার মূলদেশ হইতে পশ্চিমপ্রান্তে একবিংশতি আঙুল পরিমাণ একটি কুশ উত্তরাগ্র করিয়া পাতিবেন। তারপরে সপ্ত আঙুল পরিমাণ তিনগাছা কুশ উত্তরাগ্রে পাতিয়া নিম্নপ্রান্তের উক্ত একবিংশতি আঙুলকে ভাগ করিয়া, তাদের অগ্রদেশ হইতে তিনটি প্রাদেশপ্রমাণ কুশ পূর্বাগ্রে পাতিবেন। তারপর ডানজানু ভূমিতে পাতিয়া একটি উত্তরাগ্র কুশের উপর বাঁহাত চিৎভাবে অগ্নিস্থাপন পর্যন্ত রাখিবেন। এরপর রেখাকরণ করিবেন।



✪ **রেখাকরণ**—ডানহাতের অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা একটি কুশ লইয়া, তার মূলের দ্বারা রেখাকরণ করিবেন। যথা—দক্ষিণপ্রান্তে পূর্বাভিমুখী ১২ আঙুল রেখা—"ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণ॥ ১॥" পশ্চিমপ্রান্তে উত্তরাভিমুখী ২১ আঙুল রেখা—"ওঁ রেখেয়ং অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণ॥ ২॥" ২১ আঙুলের পর ৭ আঙুল ব্যবধানে পূর্বাভিমুখী প্রাদেশপ্রমাণ রেখা—"ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা॥ ৩॥" তার পরবর্তী ৭ আঙুল ব্যবধানে পূর্বাভিমুখী প্রাদেশপ্রমাণ রেখা—"ওঁ রেখেয়ং ইন্দ্রদেবতাকা লোহিতবর্ণা॥ ৪॥" শেষের পূর্বাভিমুখী প্রাদেশপ্রমাণ রেখা—"ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা॥ ৫॥"

তারপর ডানহাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উপরোক্ত পাঁচটি রেখার মূলদেশ হইতে উৎকর অর্থাৎ তৃণ-মৃত্তিকাদি লইয়া স্থণ্ডিলের ঈশানকোণে মন্ত্রপাঠ করিয়া অরত্নিপ্রমাণ দূরে নিক্ষেপ করিবেন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ॥" এরপরে কুশবারি দ্বারা রেখাগুলি অভ্যুক্ষণ করিবেন। তারপর অগ্নিসংস্কার করিবেন।

✪ **অগ্নিসংস্কার**—এবার ডানদিকে স্থাপিত কাংস্যপাত্র, তাম্রপাত্র অভাবে নবমৃণ্ময় সরাবে অর্থাৎ মাটির সরায় জ্বলন্ত অগ্নি লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" মন্ত্রে আত্মাভিমুখে তৃতীয় রেখার উপর অগ্নি স্থাপন করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌চ্ছন্দঃহগ্নির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায় মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যঃ হব্যং বহতু প্রজানন্। ওঁ সর্বতঃ পানিপাদান্তঃ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্বকর্মসু॥" তারপর একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশসমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবেন।

✪ **ব্রহ্মস্থাপন**—ব্রহ্মকার্যের জন্য কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্রতী করিলে, প্রথমে তাঁকে বরণ করিবেন।

✪ **বরণ**—কর্তা করযোড়ে বলিবেন, অথবা হোতা বলিবেন—"ওঁ সাধুভবানাস্তাম্।" ব্রহ্মা বলিবেন—"ওঁ সাধ্বহমাসে।" কর্তা বা হোতা—"ওঁ অর্চয়িয্যামি ভবন্তম্।" ব্রহ্মা—"ওঁ অর্চয়।" এবার গন্ধপুষ্প, বস্ত্র, অঙ্গুরীয় ও যজ্ঞোপবীত লইয়া—"এতানি গন্ধপুষ্প বস্ত্রাঙ্গুরীয় যজ্ঞোপবীত ফলতাম্বুলানি ব্রাহ্মণায় নমঃ" মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দিলে ব্রাহ্মণ 'স্বস্তি' বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তারপর আতপতণ্ডুল ও দূর্বা ডানহাতে লইয়া বাঁহাত ডানহাতে স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হাঁটু ধরিয়া বরণবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য



অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা বাস্তুযাগাঙ্গীভূত হোমকর্মণি ব্রহ্মকর্ম করণায় অমুক গোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্মাণং (ব্রহ্মকর্ম ব্রতীর নাম) ভবন্তমহং বৃণে।" ব্রতী ব্রাহ্মণ—"ওঁ বৃতোহস্মি।" হোতা বা কর্তা করযোড়ে বলিবেন—"যথাবিহিত ব্রহ্মকর্ম কুরু।" ব্রহ্মা—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।"

বৃত ব্রাহ্মণ যদি ব্রহ্মা না হন, তাহলে ছত্র (ছাতা), উত্তরীয়, বস্ত্র, ও কমণ্ডলুকে ব্রহ্মা জ্ঞান করিয়া, হোতা দক্ষিণাবর্তে জলধারা দিয়া দক্ষিণদিকে অরত্নিপ্রমাণ দূরে পূর্বাগ্রে কতকগুলি কুশ পাতিয়া, বাঁহাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উক্ত পাতিত কুশ হইতে একটি কুশ লইয়া, মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা তৃণ নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।" মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশটি নৈর্ঋতকোণে নিক্ষেপ করিবেন। তারপর জলস্পর্শ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া পাতিত কুশগুলিতে জলের ছিটা দিয়া পাঠ করিবেন—"প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপছন্দোহগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আবসো সদনে সীদ॥" ব্রহ্মা, অভাবে হোতা বলিবেন—"ওঁ সীদামি।" মন্ত্রে পাতিত কুশে জলের ছিটা দিয়া ব্রহ্মা বসিলে, হোতা কুশ-পুষ্পাদি লইয়া বৃত ব্রাহ্মণ বা কুশময় ব্রহ্মাদিকে—"এতৎ কুশপুষ্পম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে ব্রহ্মাকে কুশ-পুষ্পাদির দ্বারা পূজাপূর্বক, মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুদেবতা অযজ্ঞীয় বাগ্বচননিমিত্ত জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংশুলে॥" এবার চরুপাক করিবেন।

✪ **চরুপাক**—ব্রহ্মস্থাপনের পর পায়স চরুপাকের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া, এক একমুষ্টি তণ্ডুল লইয়া, প্রতিবার মন্ত্র পাঠ করিয়া উদূখলে রাখিবেন। মন্ত্র—১। ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে ত্বা জুষ্টং

নির্বপামি। ২। ওঁ ইন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ৩। ওঁ ভূস্ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ৪। ওঁ ভুবস্ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ৫। ওঁ স্বস্ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ৬। ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ৮। ওঁ সোমায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ৯। ওঁ মঙ্গলায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ১০। ওঁ বুধায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ১১। ওঁ বৃহস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ১২। ওঁ শুক্রায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ১৩। ওঁ শনৈশ্চরায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ১৪। ওঁ রাহবে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ১৫। ওঁ কেতবে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি ॥



তারপর দু'বার অমন্ত্রক দু'মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া, মূষলদ্বারা আঘাত করিয়া শূর্প অর্থাৎ কুলার দ্বারা পরিস্কার করিয়া জলে তিনবার ধুইবেন। তারপর অমন্ত্রক একটি পবিত্র (কুশাগ্র) চরুস্থালীতে অর্থাৎ চরুপাক করার পাত্রে উত্তরাগ্রে রাখিয়া—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥" মন্ত্র পাঠ করিয়া, তারপর চাল, দুধ, জল দিয়া পাক করিবেন। পাক হইলে, একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া চরুস্থালীটি দেখিয়া পুনরায়—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'ওঁ' মন্ত্রে মেক্ষণ (হাতা) দিয়া চরুটি ভালভাবে নাড়িয়া স্থণ্ডিলের উত্তরদিকে নামাইয়া, পুনরায় একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া চরুস্থালীটি দেখিয়া তাতে ঘৃত দিবেন। চরুপাকের বিধি সর্ববেদীরই একপ্রকার। চরুপাকের পর হোতা ভূমিজপ করিবেন।

✪ **ভূমিজপ**—দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিত করিয়া বাঁহাত অধোমুখে রাখিয়া, তার উপর ডানহাতটিও অধোমুখে মাটিতে রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—পরমেষ্ঠীঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহং ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলম্। পরাসপত্নান্ বাধস্বান্যেষাং বিন্দতে ধনম্ ॥ রাত্রিতে



হোমাদি কর্ম হইলে মন্ত্রের মধ্যে "বিন্দতে ধনম্" স্থলে "বিন্দতে বসু" বলিতে হয়। এবার স্থণ্ডিল মার্জন ক্রিয়া করিবেন।

✪ **স্থণ্ডিল মার্জন**—কয়েকগাছি কুশ লইয়া অগ্নির উত্তরদিক হইতে দক্ষিণাবর্তে তিনবার তিনটি মন্ত্র পাঠ করিয়া মার্জন করিবেন। যথা—"কুৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা স্পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেঽহনি, অগ্নিমারুতে শস্ত্রে, পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং স্তোম মর্হতে জাতবেদসে, রথমিব সম্মহেমা মণীষয়া। ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১ ॥ কুৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেঽহনি, অগ্নিমারুতে শস্ত্রে, পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্ত পর্বণা পর্বণা বয়ম্। জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ২ ॥ কুৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেঽহনি, অগ্নিমারুতে শস্ত্রে, পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্। ত্বমাদিত্যা আবহতান্ হ্যশ্ম, স্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৩ ॥" তারপর ঈশানকোণে কুশগুলি নিক্ষেপ করিবেন। এরপর কুশাচ্ছাদন করিবেন।



✪ **কুশাচ্ছাদন**—অগ্নির পূর্বদিকে উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত, দক্ষিণদিকে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত, উত্তরদিকে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত ও পশ্চিমদিকে দক্ষিণ হইতে উত্তরদিক পর্যন্ত এক একটি কুশ পূর্বাগ্রে পাতিয়া তারপর পুনরায় একটি করিয়া কুশের অগ্রভাগের সাহায্যে পূর্বের পাতা কুশগুলির মূলদেশ পর্যন্ত ঢাকা দিবেন। আরও একবার ঐ রকমভাবে পাতা হইবে। এইভাবে পাতা হইবার পর, ঘৃতমিশ্রিত আতপচাল লইয়া, পূর্বাদি দিকক্রমে বিকিরণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ যমায় স্বাহা। ওঁ

নির্ঋতয়ে স্বাহা। ওঁ বরুণায় স্বাহা। ওঁ বায়বে স্বাহা। ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ওঁ ঈশানায় স্বাহা। (পূর্ব ও ঈশানকোণ মধ্যে) ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। (নৈর্ঋত ও পশ্চিমদিকের মধ্যে) ওঁ অনন্তায় স্বাহা।" এবার পবিত্র ছেদন করিবেন।

✪ **পবিত্র ছেদন**—দু'টি সাগ্রকুশকে অপর একটি কুশ দিয়া বেষ্টন করিয়া, ডগা হইতে প্রাদেশপ্রমাণ রাখিয়া, নখব্যতীত অন্য উপায়ে মন্ত্র পাঠ সহ ছেদন করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রদেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ। তারপর পবিত্রটি বাঁহাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন—"প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রদেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ।" মন্ত্রটি বলিয়া কুশবারি দিয়া পবিত্রটি কোশার উপর উত্তরাগ্রে রাখিয়া বাঁহাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ পবিত্রটির মূলদেশ এবং ডানহাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রটির অগ্রভাগ ধরিয়া দু'টি হাত উপুড় করা অবস্থায় বাঁহাতের উপর ডানহাত আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া, নিম্ন মন্ত্রটি পাঠ করিয়া পবিত্রটির মধ্যভাগ দ্বারা ঘৃত লইয়া একবার আহুতি দিবেন। তারপর দু'বার অমন্ত্রক ঐভাবে আহুতি দিবেন। মন্ত্র—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎ পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেন। বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।" এইভাবে একবার ও অমন্ত্রক দু'বার আহুতি দিবার পর পবিত্রটিতে কুশবারি দিয়া আগুনে নিক্ষেপ করিবেন। এবার আজ্যপাত্রাদি সংস্কার করিবেন।

✪ **আজ্যপাত্র সংস্কার**—আজ্যপাত্রে কুশোদক দিয়া আগুনে উত্তপ্ত করিয়া নামাইয়া আবার কুশোদক দিবেন। এইভাবে তিনবার করিবেন। স্রুবটিও এইভাবে সংস্কার করিবেন। তারপর উদকাঞ্জলিসেক করিবেন।







✪ **উদকাঞ্জলিসেক**—হোতা ডান জানু ভূমিতে পাতিয়া এক অঞ্জলি জল লইয়া—১। "প্রজাপতিঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতেঽনুমন্যস্ব।" মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত জলধারা দিবেন। ২। "প্রজাপতিঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতেঽনুমন্যস্ব।" মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিমদিকে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত জলধারা দিবেন। পুনরায় জলাঞ্জলি লইয়া—৩। "প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্য অনুমন্যস্ব।" মন্ত্রে অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত জলধারা দিবেন। পুনরায় জলাঞ্জলি লইয়া—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্ন স্বদতু॥" মন্ত্রে জলধারা দ্বারা দক্ষিণাবর্তে অগ্নিকে বেষ্টন করিবেন। এবার ডানজানু তুলিয়া লইয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চা ক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধর্মশ্চ সত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ ব্রহ্মা চ, তানি প্রপদ্যে, তানি মামবন্তু॥" তারপর বিরূপাক্ষ জপ করিবেন।

✪ **বিরূপাক্ষ জপ**—ডানহাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উপরে ও বামহাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় নীচে রাখিয়া, দু'হাতের মুষ্টি মধ্যে হরীতকী, পুষ্প এবং কুশ লইয়া বিরূপাক্ষ জপ মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"পরমেষ্ঠীঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ রুদ্ররূপোঽগ্নির্দেবতা বিরূপাক্ষ জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে, বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যাপর্ণে, গৃহান্তরীক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং, তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যয়স্ময়ে, কুম্ভেঽন্তঃ সন্নিহিতানি। তানি বলভৃচ্চ রক্ষাতোঽপ্রমণী অনিমিষৎ। তৎ সত্যং, যত্তে দ্বাদশপুত্রা, স্তে ত্বা সংবৎসরে

সংবৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেণ যাজয়িত্বা, পুনর্ব্রহ্মচর্যমুপয়ন্তি। ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽস্যহং মনুষ্যেষু। ব্রাহ্মণোমুপধাবত্যুপ ত্বা ধাবামি, জপন্তং মা মা প্রতিজাপী, জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ, কুর্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষী, স্ত্বাং প্রপদ্যে। ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম করিষ্যামি। তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমৃধ্যতাং তন্মে উপপদ্যতাম্। সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানু জানাতু তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽনুজানাতু, শ্বাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণোঽনুজানাতু। তস্মৈ বিরপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে, সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে, তুথায় বিশ্ববেদসে, শ্বাত্রায় প্রচেতসে সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ।" মন্ত্রটি পাঠ করিয়া হাতের কুশগুলি ঈশানকোণে দিয়া হরীতকী এবং পুষ্প ব্রহ্মাকে নিবেদন করিবেন। এবার প্রকৃত কর্ম করিবেন।



✪ **প্রকৃত কর্ম**—প্রথমে অগ্নির নামকরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং প্রজাপতি নামাসি" মন্ত্রে করযোড়ে পাঠ করিয়া, কূর্মমুদ্রায় ফুল লইয়া ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রুশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নি সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥" এইভাবে ধ্যান করিয়া—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রজাপত্যগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। মন্ত্রে আবাহন করিয়া—"এষ গন্ধঃ ওঁ প্রজাপত্যগ্নে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ প্রজাপত্যগ্নে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ প্রজাপত্যগ্নে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ প্রজাপত্যগ্নে নমঃ। এতদাজ্য নৈবেদ্যম্ ওঁ প্রজাপত্যগ্নে নমঃ।" মন্ত্রে অগ্নির পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, তারপর চরুহোম করিবেন।

কূর্ম মুদ্রা



✪ **চরুহোম—চরুস্থালী সম্মুখে রাখিয়া চরু গ্রহণের স্থানটিতে ঘৃত দিয়া সেইস্থান হইতে চরু লইয়া,**



পুনরায় ঘৃতধারা দিয়া আহুতি দিবেন। আহুতির পর হুতশেষ অন্য একটি পাত্রে রাখিবেন। কিন্তু সামবেদীয়গণ ইদং অমুকায় বলিবেন না।

এইরূপে প্রতিবার চরু লইয়া ও ঘৃতধারা দিয়া—১। বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা-পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মানুস্ববেশো অনমীবো ভবা নঃ। যত্ত্বেমহে প্রতি তন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা॥ ২। বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা-পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়াস্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো। অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব স্বাহা॥ ৩। বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদা তে সাক্ষীমহি রণ্বয়া গাতুমত্যা। পাহি ক্ষেম উত যোগে বরং নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ যদা নঃ স্বাহা॥ ৪। বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বরূপান্যাবিশন্। সখাসুশেব এধিনঃ স্বাহা॥ ৫। বামদেবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ইন্দ্রো দেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃধঃ স্বাহা॥ ৬। বামদেবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ইন্দ্রো দেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং, মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু স্বাহা॥ ৭। বামদেবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ইন্দ্রোদেবতা, পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অভীষু ণঃ সখীনা মবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাস্যুতয়ে স্বাহা॥ ৮। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো অগ্নির্দেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ ৯। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিকছন্দো বায়ুর্দেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ ১০। প্রজাপতি-

ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঃ সূর্যোর্দেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ ১১। প্রজাপতিঋষির্বৃহতীচ্ছন্দোঃ প্রজাপতির্দেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥ ১২। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা॥

এরপর চরুদ্বারা নবগ্রহ হোম করিবেন।

✪ **নবগ্রহ চরুহোম**॥ **সূর্য**—"ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্তঞ্চ। হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা॥" **সোম**—"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্, ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা॥" **মঙ্গল**—"ওঁ অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ, পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা॥" **বুধ**—"ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য। আদাশুষে জাতবেদো বহাত্বমদ্যা দেবা উষর্বুধঃ স্বাহা॥" **বৃহস্পতি**—"ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন, রক্ষোহা মিত্রা অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জনৎ সেনাঃ প্রমৃণো যুধাঃ, জয়ন্নস্মাকং মেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা॥" **শুক্র**—"ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্ যজতন্তে অন্যদ্ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসিস্বধাবন্, ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা॥" **শনি**—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে, শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা॥" **রাহু**—"ওঁ কয়া ন শ্চিত্র আভুব, দূতী সদা বৃধঃ সখা, কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা॥" **কেতু**—"ওঁ কেতুং কৃন্বন্ন কেতবে, পেশোমর্যা অপেশসে। সমুষদ্ভির জায়থাঃ স্বাহা॥"

ইহার পর মেক্ষণে প্রচুর পায়সচরু লইয়া—"ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা॥" মন্ত্র পাঠ করিয়া শেষ আহুতি দিবেন। তারপর দিকপালবলি দিবেন।

✪ **দিকপালবলি**—চরুহোমের পর দশদিকপালের জন্য দশটি পাত্রে চরু রাখিয়া মেক্ষণটি (ঘি তোলার হাতা) অগ্নিতে দিয়া, পূর্বাদি দিকক্রমে এবং অগ্ন্যাদি কোণক্রমে দশটি পায়সবলি দান করিবেন।







✪ **পায়সবলি**—(পূর্বদিকে) ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। (অগ্নিকোণে) ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ যমায় নমঃ (নৈঋতকোণে) ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ বরুণায় নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ বায়বে নমঃ। (উত্তরে) ওঁ কুবেরায় নমঃ। (ঈশানকোণে) ওঁ ঈশানায় নমঃ। (পূর্ব ও ঈশানকোণ মধ্যে) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। (পশ্চিম ও নৈঋতকোণ মধ্যে) ওঁ অনন্তায় নমঃ। দশদিকপালকে দশদিকে পায়সবলি দিয়া, তারপর ঘৃতদ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

✪ **মহাব্যাহৃতি হোম**—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥" তারপর সমিধ হোম করিবেন। এটি সর্ববেদীরই করণীয় কার্য। তারপর পূর্ণহোমাদি পরবর্তী কার্য একই প্রকার হইবে।

✪ **উদীচ্য কর্ম**—কোশায় কুশত্রিপত্র, তিল, হরীতকী লইয়া সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিবেন—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা বাস্তুযাগ কর্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমমহং করিষ্যে।"

উপরোক্তভাবে সঙ্কল্প করিয়া অগ্নির 'বিধু' নামকরণ করিবেন। যথা করযোড়ে—"ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" মন্ত্র বলিয়া অগ্নির 'বিধু' নামকরণ করিয়া ধ্যান করিবেন। ধ্যান—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নি সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥" ধ্যানান্তে—"ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহনাদি

পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ। এতদাজ্য নৈবেদ্যম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ॥"

এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, একটি ঘৃতাক্ত কুশসমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম ও ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

✪ **মহাব্যাহৃতি হোম**—"প্রজাপতিঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিকছন্দঃ মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥"

✪ **ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম**—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিকছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ সূর্যোদেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥"

এইভাবে পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া, একটি প্রাদেশপ্রমাণ কুশসমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া, নবগ্রহ সমিধ দ্বারা নবগ্রহ হোম করিবেন।

✪ **নবগ্রহ হোম॥ সূর্য**—"ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্তং চ। হিরণ্যয়েন





সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা॥" **সোম**—"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং, ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা॥" **মঙ্গল**—"ওঁ অগ্নিমূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ, পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা॥" **বুধ**—"ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য। আদাশুষে জাতবেদো বহাত্বমদ্যা দেবা উষর্বুধঃ স্বাহা॥" **বৃহস্পতি**—"ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন, রক্ষোহা মিত্রা অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জনৎ সেনাঃ প্রমৃণো যুধাঃ, জয়ন্নস্মাকং মেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা॥" **শুক্র**—"ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্ যজতন্তে অন্যদ্ বিষুরূপে অহণী দৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসিস্বধাবন্, ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা॥" **শনি**—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে, শন্নোভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা॥" **রাহু**—"ওঁ কয়া ন শ্চিত্র আভুব, দূতী সদা বৃধঃ সখা, কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা॥" **কেতু**—"ওঁ কেতুং কৃন্বন্ন কেতবে, পেশোমর্যা অপেশসে। সমুষদ্ভির জায়থাঃ স্বাহা॥"

এইক্রমে নবগ্রহ হোম করিয়া, তারপর আজ্য দ্বারা দশদিকপালের হোম করিবেন।

✪ **দিকপাল হোম॥ ইন্দ্র**—"ওঁ ত্রাতারমিন্দ্র মবিতার মিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্। হুবে নু শক্রং পুরুহুতমিন্দ্রমিদং হবির্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ স্বাহা॥" **অগ্নি**—"ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে, হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ স্বাহা॥" **যম**—"ওঁ নাকে সুপর্ণমুপ যৎপতন্তং, হৃদাবেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা। হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং, যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যম্ স্বাহা॥" **নির্ঋতি**—"ওঁ বেথা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্। অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদাদিব স্বাহা॥" **বরুণ**—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভি শ্রিয়োর্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা স্বাহা॥" **বায়ু**—"ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং, শম্ভু ময়োভু নো হৃদা প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ স্বাহা॥" **কুবের**—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নি

মন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ স্বাহা॥" **ঈশান**—"ওঁ অভিত্বাশূর নোনু মোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশ্য, মীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ স্বাহা॥" **ব্রহ্মা**—"ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ, বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। সবুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ, সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ স্বাহা॥" **অনন্ত**—"ওঁ চর্ষনীধৃতং মঘবান্ মুকথ্যমিন্দ্রং গিরো বৃহতীরভ্যনুষত। বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভি, রমতাং জরমাণং দিবে দিবে স্বাহা॥"

এইভাবে প্রতিটি মন্ত্র পাঠপূর্বক দশদিকপালের আহুতি দানে অসমর্থ হইলে—"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ যমায় স্বাহা। ওঁ নির্ঋতায় স্বাহা। ওঁ বরুণায় স্বাহা। ওঁ বায়বে স্বাহা। ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ওঁ ঈশানায় স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ওঁ অনন্তায় স্বাহা॥" মন্ত্রে আহুতি দিবেন।

দশদিকপালের হোম সমাপ্ত করিয়া আজ্য দ্বারা প্রত্যক্ষদেবতার হোম করিবেন। যথা—১। "ওঁ গণেশায় স্বাহা।" মন্ত্রে ১টি অথবা ৮টি অথবা ২৮টি বিল্বপত্র বা আজ্যদ্বারা হোম করিবেন। তারপর আজ্যদ্বারা ১টি করিয়া আহুতি দিবেন। ২। ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যো স্বাহা। ৩। ওঁ হ্রীং শ্রীং শীতলায়ৈ স্বাহা। ৪। ওঁ হ্রীং মনসায়ৈ স্বাহা। ৫। ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ৬। ওঁ যাং যমুনায়ৈ স্বাহা। ৭। ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ৮। ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ স্বাহা। ৯। ওঁ ক্রূরভূতেভ্যঃ স্বাহা। ১০। ওঁ গৌর্যাদি ষোড়শমাতৃকাভ্যঃ স্বাহা।"

পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন হইলে এবং বাস্তুযাগের হোমের কুণ্ডেই আহুতি দেওয়া হইলে, **পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়নের দেবতাগণকে অষ্টোত্তর শত সংখ্যক অর্থাৎ ১০৮টি করিয়া প্রত্যেক দেবতাকে স্ব স্ব মন্ত্রে আহুতি দিবেন। যথা—**

১। **চণ্ডী**—বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা—"ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে স্বাহা॥"

২। **দুর্গা**—বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা—"ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মাং নয়তি কশ্চন। সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীল্যবাসিনী স্বাহা॥"

৩। **শিব**—বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা—"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা॥"

৪। **মধুসূদন**—অশ্বত্থ সমিধ দ্বারা—"ওঁ মধুসূদনায় স্বাহা॥"

৫। **বিষ্ণু**—ঔডুম্বর সমিধ দ্বারা—"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা॥" সবশেষে শান্তির হোম করিবেন।

✪ **শান্তির হোম**—বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা—"ওঁ হ্রীং শান্তিদেব্যৈ স্বাহা॥" তারপরে আজ্যদ্বারা—"ওঁ শীতলাদেব্যৈ স্বাহা। ওঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহা। ওঁ দক্ষিণা কালিকায়ৈ স্বাহা। ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ যমুনায়ৈ স্বাহা। ওঁ কুলদেবতায়ৈ স্বাহা। ওঁ ইষ্টদেবতাভ্যোঃ স্বাহা। ওঁ স্থানদেবতাভ্যঃ স্বাহা॥" মন্ত্রে আজ্যাহুতি দিবেন। তারপরে উদকাঞ্জলিসেক করিবেন।

✪ **উদকাঞ্জলিসেক**—প্রথমে মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিকছন্দোঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্যদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে

বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিবৃর্হতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥

মহাব্যাহৃতি হোম শেষে এক অঞ্জলি জল লইয়া—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং, প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যোঃ গন্ধর্বঃ কেতপুঃ কেতন্ন পুনাতু বাচস্পতি র্বাচন্নঃ স্বদতু॥" মন্ত্রে অগ্নির চারিদিকে বেষ্টন করিবেন।



পুনরায় জলাঞ্জলি লইয়া—"প্রজাপতিঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ আদিতেঽন্বমংস্থা॥" মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত জলধারা দিবেন।

পুনরায় জলাঞ্জলি লইয়া—"প্রজাপতিঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতেঽন্বমংস্থা॥" মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিমে দক্ষিণদিক হইতে উত্তর পর্যন্ত জলধারা দিবেন।

পুনরায় জলাঞ্জলি লইয়া—"প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যন্বমংস্থা॥" মন্ত্রে অগ্নির উত্তরে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত জলধারা দিবেন। এইবার দর্ভজুটিকা হোম করিবেন।

✪ **দর্ভজুটিকা হোম**—উভয় হস্ত চিৎভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, মুষ্টির মধ্যে কতকগুলি কুশ লইয়া—"প্রজাপতিঋষির্বায়োর্দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহাণা ব্যন্তু (বিয়ন্তু) ব্যয়ঃ।" মন্ত্রটি প্রতিবার পাঠ করিয়া আগে কুশগুলির মূলদেশ, তারপর মধ্যদেশ, তারপর অগ্রদেশ ঘৃতসিক্ত করিবেন।

তারপর সেই কুশগুলি ডানহাতে লইয়া—"প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো রুদ্রদেবতা দর্ভজুটিকা হোমে

বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশূনামধিপতী রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা। পশূনস্মাকং মা হিংসীরেদস্তু হুতং তব স্বাহা॥" মন্ত্রে কুশগুলিতে কুশোদক দিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবেন। তারপর পূর্ণহোম করিবেন।

✪ **পূর্ণহোম**—প্রথমে অগ্নির নামকরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির 'মৃড়' নামকরণ করিয়া ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥" ধ্যানান্তে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজা গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহন করিয়া—"এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এষ ধূপঃ ও মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এতদাজ্য নৈবেদ্যম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ॥" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, যজমানের সঙ্গে ফল, পুষ্প ও প্রচুর ঘৃত লইয়া দাঁড়াইয়া—"প্রজাপতিঋষির্বিরাড়্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা যশস্কামস্য যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি, যোঽস্মৈ জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি বরং বৃণে যশসাভামি লোকে স্বাহা॥" মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবেন।



তারপরে খাতপূজা প্রভৃতি সমস্ত কার্য করিবেন। যথা—পূর্ণহোমের পর সকলেই অগ্নিকে প্রণাম করিবেন। যথা—ওঁ নমস্তে সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক। হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তি প্রযচ্ছ মে॥ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশনঃ। সাক্ষী ত্বং পুণ্যপাপানাং ধনঞ্জয় নমোঽস্তুতে॥"

তারপর পূর্ণপাত্র ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। ২৬৫ মুষ্টি চাল হইলে পূর্ণপাত্রভোজ্য বলা হইবে। তার কম হইলে পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্য বলিবেন।

✪ **পূর্ণপাত্র ভোজ্যদান**—"এতস্মৈ পূর্ণপাত্র (পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায়) নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশবারি দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ পূর্ণপাত্র (পূর্ণপাত্রানুকল্প) ভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে ভোজ্যে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে শালগ্রামে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন।

✪ **উৎসর্গ বাক্য**—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা অস্মিন্ বাস্তুযাগকর্মণি কৃতৈতৎ ব্রহ্মকর্ম প্রতিষ্ঠার্থং পূর্ণপাত্র (পূর্ণপাত্রানুকল্প) ভোজ্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ (বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে, অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকনাম্নে ব্রাহ্মণায়) বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে—যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে (পরার্থে—দদানি)।"

এইরূপে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া, একগণ্ডুষ জল লইয়া—"ওঁ ব্রহ্মণ্ ক্ষমস্ব।" মন্ত্রে জলগণ্ডুষ দিয়া ব্রহ্মাকে বিসর্জন দিয়া কশ্যপ গ্রহণ করিবেন।

✪ **কশ্যপ গ্রহণ**—অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধাদি দিয়া, সেইস্থান থেকে ভস্ম লইয়া তিলক করিবেন। প্রথমে অগ্নি, নারায়ণ ও পূজিত দেবতাগণের উদ্দেশ্যে ঘটে ও ব্রাহ্মণদের দিয়া, তারপর যজমানকে দিবেন। যথা—"কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" (ললাটে)। "জমদগ্নে স্ত্র্যায়ুষম্" (কণ্ঠে)। "যদ্দেবানাং স্ত্র্যায়ুষং" (দক্ষিণ বাহুমূলে)। "তত্তে অস্তু স্ত্র্যায়ুষম্" (হৃদয়ে)। এইভাবে তিলক দান করিয়া একগণ্ডুষ জলদ্বারা—"ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।" মন্ত্রে অগ্নিতে দধি দিবেন। ইহার পর পায়সবলি দিবেন। **(এই কার্যক্রম ১২৩ নং *পৃষ্ঠা* হইতে ১৩৪ *পৃষ্ঠা* পর্যন্ত দেওয়া আছে।)**







## যজুর্বেদীয় হোম

হোতা পূর্বমুখে বসিয়া কপালে তিলক ও মাথায় উষ্ণিকাদি ধারণ করিয়া, গোময়লিপ্ত পরিষ্কার স্থানে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে একহস্ত প্রমাণ সমচতুষ্কোণ স্থানে কেশ, কীট, তুষাঙ্গারাদি বর্জিত পরিষ্কার বালুকা ব্যাপ্ত করিয়া স্থণ্ডিল নির্মাণ করিবেন। স্থণ্ডিলের মধ্যে তিনটি কুশ পাতিয়া সেই কুশের পাশে তিনটি রেখা অঙ্কন করিবেন। তারপর ডানহাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ঐ তিনটি রেখার মূলদেশ হইলে উৎকর অর্থাৎ বালুকা তুলিয়া ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবেন। তারপর কুশবারি দ্বারা রেখা তিনটি অভ্যুক্ষণ করিবেন। তারপর নিজের ডানদিকে রক্ষিত অগ্নি হইতে একটি কাঁসার পাত্রে বা তামার পাত্রে অথবা নতুন মাটির পাত্রে অগ্নি লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ॥" উপরোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া, সেই অগ্নি দক্ষিণে ত্যাগ করিবেন। তারপর পুনরায় অগ্নি গ্রহণ করিয়া—"ওঁ ইহৈবায় মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।"

মন্ত্রটি পাঠ করিয়া স্থণ্ডিলের উপর দক্ষিণাবর্তে ঘুরাইয়া আত্মাভিমুখে স্থণ্ডিলের তিনটি রেখার মধ্য রেখায় স্থাপন করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্ত সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপ মহানগ্নি প্রণীত সর্বকর্মসু॥" মন্ত্র পাঠান্তে স্থণ্ডিলে অগ্নিস্থাপন করিয়া ব্রহ্মাস্থাপন করিবেন। বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে, তাঁকে বরণ করিবেন।

✪ **ব্রহ্মাবরণ**—যথারীতি "সাধুভবানাস্তাম্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বরণবাক্য পাঠ করিবেন।

**✪ বরণবাক্য**—দূর্বা ও আতপচাল লইয়া বৃত ব্রাহ্মণের ডান হাঁটু ধরিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—দেবশর্মণঃ দাসঃ বা) মৎসঙ্কল্পিত বাস্তুযাগ কর্মাঙ্গভূত হোমকর্মণি ব্রহ্মাকর্ম করণায়, অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্মাণম্ ভবন্তমহং বৃণে।" বৃত ব্রাহ্মণ—"ওঁ বৃতোঽস্মি।" হোতা বা কর্তা—"ওঁ যথাবিহিত ব্রহ্মকর্ম কুরু।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি ॥"

যদি বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হন, তাহলে বস্ত্র-উত্তরীয়, ছত্র (ছাতা), কমণ্ডলু বা কুশময় ব্রহ্মা স্থাপন করিবেন। তদভাবে নারায়ণ শিলাকেই ব্রহ্মারূপে কল্পনা করিয়া কার্য করিবেন।

**✪ ব্রহ্মা স্থাপন**—অগ্নির দক্ষিণে কতকগুলি কুশ পাতিয়া ব্রহ্মাসন প্রস্তুত করিয়া—"ওঁ অহে দৈধিষব্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদ, যোঽস্মাৎপাকতরঃ।"

মন্ত্র পাঠান্তে ব্রহ্মাসনটি দর্শন করিয়া, বাঁ হাতের অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটি কুশ লইয়া নৈর্ঋতকোণে ফেলিবেন। তারপর নিম্ন মন্ত্রটি পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সীদামি, প্রসূতো দেবেন সবিত্রা, তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি, তদ্ বায়বে, তৎ পৃথিব্যৈ।"

ব্রহ্ম স্থাপনে উপরোক্ত তিনটি মন্ত্রই ব্রহ্মার পাঠ্য। কিন্তু বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে, স্বয়ং হোতাই মন্ত্রপাঠ করিবেন।

**এরপর হোতা হোমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল যথাস্থানে সাজাইয়া, কতকগুলি কুশ লইয়া পূর্বাগ্রে করিয়া *ঈশানকোণ হইতে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে বিছাইয়া দু'টি সাগ্রকুশ লইয়া পবিত্র বন্ধন করিবেন।***





**✪ পবিত্র বন্ধন**—দু'টি প্রাদেশপ্রমাণ সাগ্রকুশ লইয়া, ডগা হইতে প্রাদেশপরিমাণ লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে নখব্যতিরেকে কাটিয়া, কুশাগ্র দু'টি বাঁহাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া, মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশবারি দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ।"

তারপর পবিত্রটি কোশার উপরে উত্তরাগ্র করিয়া বাঁহাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কুশের মূলদেশ এবং ডানহাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কুশটির ডগার দিক ধরিয়া মাঝখান দিয়া কোশার জল একটু মাটিতে ফেলিয়া, পবিত্র দু'টি পুনরায় কোশায় রাখিয়া, সেই জলদ্বারা হোমের দ্রব্যাদি একবার প্রোক্ষণ করিবেন। এই সময় কোশাটি হোতা বামহাতে রাখিবেন।

তারপর কোশাটি নামাইয়া আজ্যস্থালীতে অর্থাৎ ঘৃতপাত্রে ঘৃত ঢালিয়া, আগুনে চাপাইয়া একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া আজ্যস্থালীটির চারদিকে ৩ বার ঘুরাইয়া, আজ্যস্থালীকে আগুন হইতে নামাইয়া, স্রুব অর্থাৎ ঘি তোলার হাতা বা কুশীটিকে উপুড় করিয়া ডানহাতে ধরিয়া, আগুনে উত্তপ্ত করিয়া বাঁহাতে লইয়া ডানহাতে একটি কুশ লইয়া তার দ্বারা মূল হইতে ডগা পর্যন্ত এবং ডগা হইতে মূল পর্যন্ত ৩ বার মার্জন করিয়া তাতে কুশবারি দিয়া, পুনরায় উত্তপ্ত করিয়া কুশের উপর রাখিবেন। তারপর চরুপাক করিবেন।

**✪ চরুপাক**—উদূখল, মুষল প্রভৃতি চরুপাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সব যথাস্থানে সাজাইয়া, তণ্ডুল মুষ্টি গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্রমানুসারে জুষ্ট গ্রহণ করিবেন। যথা—"ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি (তণ্ডুল গ্রহণ)। ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (উদূখলে স্থাপন)। ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে ত্বা জুষ্টং

প্রোক্ষামি (কুশোদকে প্রোক্ষণ)।" এইরূপে—"ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ ইন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং প্রতিগৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ ইন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ ইন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ বৃহস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রতিগৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ বৃহস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ বৃহস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ বিশ্বেভ্যোঃ দেবেভ্যঃ ত্বা জুষ্টং প্রতিগৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ বিশ্বেভ্যোঃ দেবেভ্যঃ ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ বিশ্বেভ্যোঃ দেবেভ্যঃ ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ সরস্বত্যৈ ত্বা জুষ্টং প্রতিগৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ সরস্বত্যৈ ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ সরস্বত্যৈ ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ বাজীভ্যঃ ত্বা জুষ্টং প্রতিগৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ বাজীভ্যঃ ত্বা জুষ্টং নিবপামি (স্থাপন), ওঁ বাজীভ্যঃ ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ সর্পদেবজনেভ্যঃ ত্বা জুষ্টং প্রতিগৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ সর্পদেবজনেভ্যঃ ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ সর্পদেবজনেভ্য ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ হিমবতে ত্বা জুষ্টং প্রতিগৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ হিমবতে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ হিমবতে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ সুদর্শনায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ সুদর্শনায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ সুদর্শনায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ বসুভ্যঃ ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ বসুভ্যঃ ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ বসুভ্যঃ ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ রুদ্রেভ্য স্ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ রুদ্রেভ্য স্ত্বা জুষ্টং ন (স্থাপন), ওঁ রুদ্রেভ্য স্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ আদিতেভ্য স্ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ আদিতেভ্য স্ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ আদিতেভ্য স্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ ঈশানায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ ঈশানায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ ঈশানায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ জগদেভ্য স্ত্বা জুষ্টং



গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ জগদেভ্য স্ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ জগদেভ্য স্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ পূর্বাহ্নায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ পূর্বাহ্নায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ পূর্বাহ্নায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ অপরাহ্নায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ অপরাহ্নায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ অপরাহ্নায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ কর্ত্রে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ কর্ত্রে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ কর্ত্রে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ বিকর্ত্রে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ বিকর্ত্রে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ বিকর্ত্রে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ বিশ্বকর্মণে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ বিশ্বকর্মণে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ বিশ্বকর্মণে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ ওষধিভ্য স্ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ ওষধিভ্য স্ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ ওষধিভ্য স্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ বনস্পতিভ্য স্ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ বনস্পতিভ্য স্ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ বনস্পতিভ্য স্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ ধাত্রে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ ধাত্রে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ ধাত্রে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ বিধাত্রে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ বিধাত্রে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ বিধাত্রে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ নিধিপতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ নিধিপতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ নিধিপতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ ব্রহ্মণে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ ব্রহ্মণে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ ব্রহ্মণে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ সূর্যায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ সূর্যায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ সূর্যায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ সোমায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি (গ্রহণ), ওঁ সোমায় ত্বা জুষ্টং

নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ সোমায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ মঙ্গলায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি (গ্রহণ), ওঁ মঙ্গলায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ মঙ্গলায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ বুধায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি (গ্রহণ), ওঁ বুধায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ বুধায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ বৃহস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি (গ্রহণ), ওঁ বৃহস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ বৃহস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ শুক্রায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি (গ্রহণ), ওঁ শুক্রায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ শুক্রায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ শনৈশ্চরায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি (গ্রহণ), ওঁ শনৈশ্চরায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ শনৈশ্চরায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ রাহবে ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি (গ্রহণ), ওঁ রাহবে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ রাহবে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)। ওঁ কেতুভ্যঃ ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি (গ্রহণ), ওঁ কেতুভ্যঃ ত্বা জুষ্টং নির্বপামি (স্থাপন), ওঁ কেতুভ্যঃ ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি (প্রোক্ষণ)।



এইভাবে মন্ত্রপাঠ সহকারে তণ্ডুল গ্রহণ, উদূখলে স্থাপন এবং কুশোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া তারপর চরুপাক করিবেন। এই কার্যটি সব বেদীয়রই একই প্রকার (৮৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)। তারপর আঘারাজ্যভাগ হোম করিবেন।

**✪ আঘারাজ্যভাগ হোম**—ডানজানু ভূমিতে পাতিত করিয়া, ঘৃত লইয়া, প্রজাপতিকে মনে মনে চিন্তা করিয়া—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।" মন্ত্রে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিবেন। "ইদং প্রজাপতয়ে" মন্ত্রে হুতশেষ অন্য একটি পাত্রে রাখিবেন। এবার ইন্দ্রকে স্মরণ করিয়া—"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা।" মন্ত্রে অগ্নির নৈঋতকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিবেন। "ইদম্ ইন্দ্রায়" মন্ত্রে





হুতশেষ রাখিবেন। "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" মন্ত্রে স্থণ্ডিলের উত্তরদিকের মাঝখান হইতে পূর্বদিকের মাঝখান পর্যন্ত ঘৃতধারা দিবেন এবং "ইদম্ অগ্নয়ে" মন্ত্রে প্রত্যাহুতি দিবেন। "ওঁ সোমায় স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির ডানদিকের মধ্যস্থল হইতে পূর্বদিকের মধ্যস্থল পর্যন্ত ঘৃতধারা দিবেন এবং "ইদং সোমায়" মন্ত্রে প্রত্যাহুতি দিবেন। তারপর প্রকৃত কর্ম।

**✪ প্রকৃত কর্ম**—যে কাজের জন্য কুশণ্ডিকা, সেই প্রধান কাজকে প্রকৃত কর্ম বা প্রকৃত হোম বলা হয়। প্রথমে করযোড়ে অগ্নির নামকরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং প্রজাপতি নামাসি" মন্ত্রে অগ্নির 'প্রজাপতি' নামকরণ করিয়া কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন।



**✪ ধ্যান**—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥" মন্ত্রে ধ্যান করিয়া—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রজাপত্যগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥" মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া—"এষ গন্ধঃ ওঁ প্রজাপত্যগ্নয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ প্রজাপত্যগ্নয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ প্রজাপত্যগ্নয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ প্রজাপত্যগ্নয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ও প্রজাপত্যগ্নয়ে নমঃ। এতদাজ্য নৈবেদ্যম্ ওঁ প্রজাপত্যগ্নয়ে নমঃ" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

তারপর আজ্যদ্বারা ছয়টি আহুতি দিবেন। যথা—"ওঁ ইহরতিরিহরিহরমধ্বমিহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ১॥ ওঁ উপসৃজং ধরুণং মাত্রে ধরুণো মাতরং ধয়ন্। রায়স্পোষমস্মাসু দীধরৎ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ২॥ ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মানৎস্ববেশো অনমীবো ভবা নঃ। যত্ত্বেমহে প্রতিতন্নো জুষস্ব

শন্নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে॥ ৩॥ ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভি রশ্বেভিরিন্দো। অজরসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুযস্ব স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে॥ ৪॥ ওঁ বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদা তে সাক্ষীমহি, রণ্বয়া গাতুমত্যা। পাহিক্ষেম উত যোগে বরং নো যূয়ং প্রাতঃ স্বস্তিভিঃ সদা নঃ স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে॥ ৫॥ ওঁ অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বরূপাণ্যাবিশন্। সখাসুশেব এধি নঃ স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে॥ ৬॥" তারপর চরুহোম করিবেন।

✪ **চরুহোম**—চরুস্থালী হইতে মেখলের (হাতার) সাহায্যে চরু গ্রহণ করিয়া, তাতে ঘৃত দিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নিতে আহুতি দিবেন। যথা—"অগ্নিমিন্দ্রং বৃহস্পতিং বিশ্বান্ দেবানুপহ্বয়ে। সরস্বতীং চ বাজীং চ বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা। ইদম্ অগ্নয়ে, ইন্দ্রায়, বৃহস্পতয়ে, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সরস্বত্যৈ, বাজ্যৈ চ॥ ১॥ ওঁ সর্পদেবজনান্ সর্বান্ হিমবন্তং সুদর্শনম্। বসুংরুদ্রানাদিত্যানীশানং জগদৈঃ সহ। এতান্ সর্বান্ প্রপদ্যেহহং বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা। ইদং সর্পদেবজনেভ্যো, হিমবতে, সুদর্শনায়, বসুভ্যঃ রুদ্রেভ্যঃ আদিতেভ্যঃ, ঈশানায়, জগদেভ্যশ্চ॥ ২॥ ওঁ পূর্বাহ্ন মবারাহ্নং চোভৌ মধ্যন্দিনামব। প্রদোষমধ্যরাত্রং চ ব্যুষ্টাং দেবীং মহাপথাম্। এতান্ সর্বান্ প্রপদ্যেহহং বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা। ইদং পূর্বাহ্নয়, অপরাহ্নায়, মধ্যন্দিনায়, প্রদোষায়, অর্ধরাত্রায়, ব্যুষ্টায়ৈ দেব্যৈ, মহাপথায়ে চ॥ ৩॥ ওঁ কর্তারং চ বিকর্তারং বিশ্বকর্মাণমোষধীংশ্চ বনস্পতীন্। এতান্ প্রপদ্যেহহং বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা। ইদং কর্ত্রে, বিকর্ত্রে, বিশ্বকর্মণে, ওষধিভ্যঃ, বনস্পতিভ্যশ্চ॥ ৪॥ ওঁ ধাতারং চ বিধাতারং নিধীনাং চ পতিং মহা এতান্ সর্বান্ প্রপদ্যেহহং বাস্তু মে দত্ত বাজিনঃ স্বাহা। ইদং ধাত্রে, বিধাত্রে, নিধিপতয়ে চ॥ ৫॥ ওঁ স্যোনং শিবমিদং বাস্তু দত্ত ব্রহ্মপজাপতি। সর্বাশ্চ



দেবতাঃ স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে, প্রজাপতয়ে, সর্বাভ্যো দেবতাভ্যশ্চ॥ ৬॥" তারপর চরু দ্বারাই নবগ্রহ হোম করিবেন।

✪ **নবগ্রহ হোম**॥ **সূর্য**—"ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা। ইদং সূর্যায়॥" **সোম**—"ওঁ ইমং দেবা অসপত্নগুঁ সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যেষ্ঠায়, মহতে জ্ঞানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমমুষ্য পুত্র মমুষ্যৈ পুত্র মস্যৈ বিশ এষ বোহমী রাজা সোমোহস্মাকং ব্রাহ্মণানাগুঁ রাজা স্বাহা। ইদং সোমায়॥" **মঙ্গল**—"ওঁ অগ্নিমূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাগুঁ রেতাগুঁসি জিন্বতি স্বাহা। ইদং মঙ্গলায়॥" **বুধ**—"ওঁ উদ্‌বুধ্যস্বাগ্নে প্রতি জাগৃহি ত্বমিষ্টা পূর্তে মগুঁসৃজেথা ময়ঞ্চ। অস্মিন্ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্, বিশ্বে দেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা। ইদং বুধায়॥" **বৃহস্পতি**—"ওঁ বৃহস্পতে অতিযদর্যো অর্হাদ্ দ্যুমদ্ বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছব, ঋতপ্রজাত, তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রগুঁ স্বাহা। ইদং বৃহস্পতয়ে॥" **শুক্র**—"ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ, ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন্ সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপাণগুঁ শুক্রমন্ধস, ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োহমৃতং মধু স্বাহা। ইদং শুক্রায়॥" **শনি**—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা। ইদং শনৈশ্চরায়॥" **রাহু**—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ স্বাহা। ইদং রাহবে॥" **কেতু**—"ওঁ কেতুং কৃন্বন্ন কেতবে, পেশোমর্যা অপেশসে। সমুষদ্ভি রজায়থাঃ স্বাহা। ইদং কেতুভ্যঃ॥" সবশেষে প্রচুর পায়সচরু লইয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক আহুতি দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। ইদং অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে॥" অতঃপর দিকপালবলি দিবেন।

✪ **দিকপালবলি**—ইন্দ্রাদি দশদিকপালের জন্য দশটি পাত্রে চরু লইয়া মেক্ষণটি অগ্নিতে দিয়া পূর্বাদি কোণক্রমে এবং অগ্ন্যাদি দিকক্রমে দশটি পায়সবলি দিবেন। মন্ত্র, যথা—পূর্বে—"ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।" অগ্নিকোণে—"ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।" দক্ষিণে—"ওঁ যমায় নমঃ।" নৈর্ঋতকোণে—"ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ।" পশ্চিমে—"ওঁ বরুণায় নমঃ।" বায়ুকোণে—"ওঁ বায়বে নমঃ।" উত্তরে—"ওঁ কুবেরায় নমঃ।" ঈশানকোণে—"ওঁ ঈশানায় নমঃ।" পূর্ব ও ঈশানকোণের মধ্যে—"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" পশ্চিম ও নৈর্ঋতকোণের মধ্যে—"ওঁ অনন্তায় নমঃ।" তারপর আজ্যদ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

✪ **মহাব্যাহৃতি হোম**—"ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্যায়॥" তারপর সর্ববেদীয়গণের সাধারণ সমিধ হোম করিবেন।

✪ **সমিধ হোম**—দশটি দশটি করিয়া ঔড়ুম্বর সমিধ হোম করিবেন। (মনুষ্য বাস্তুস্থলে) ওঁ শিখিনে স্বাহা।" (দেববাস্তুর স্থলে)—"ওঁ ঈশায় স্বাহা।" ইত্যাদি পূজার ক্রম অনুসারে—"ওঁ পিলিপিঞ্জায় স্বাহা॥" পর্যন্ত ৫৩ জন দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিবেন।

এস্থলে অভিলাপবাক্য একবারই বলিবেন। কিন্তু প্রত্যেকের নামে আহুতির আগে আগে প্রতিবার অর্চনা করিবেন। তারপর পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া, মণ্ডলস্থ দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দানের পূর্বে এবং ৫৩ জন দেবতাদের নামে আহুতি দানের শেষে এই দু'বার অভিলাপ বাক্য বলিবেন।

✪ **অভিলাপ বাক্য**—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ (দাসস্য বা) বাস্তুযাগকর্মণি শিখিনাদি (দেববাস্তু স্থলে—



ঈশাদি) মণ্ডলস্থ দেবতানাং প্রীতয়ে তেষাং স্বাহা নামাত্মক মন্ত্রমুচ্চার্যমাণঃ প্রত্যেকং দশভিঃ সাজ্যৌড়ুম্বুর সমিদ্ভিঃ শিখিনাদি (দেববাস্তুতে—ঈশাদি) পিলিপিঞ্জান্তানাং দেবতানাং হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।" এই অভিলাপ বাক্য একবার মাত্র পাঠ করিবেন।

✪ **মণ্ডলস্থ দেবতাগণের হোম** (মনুষ্যবাস্তুতে একাশীতিপদ বাস্তুযাগ স্থলে)—১। "রক্ত একপদে শিখিনে স্বাহা।" এইক্রমে (পরপর দক্ষিণে) ২। কৃষ্ণ একপদে পর্জন্যায়। ৩। শ্বেত দ্বিপদে জয়ন্তায়। ৪। পীত দ্বিপদে কুলিশায়ুধায়। ৫। রক্ত দ্বিপদে সূর্যায়। ৬। শুক্ল দ্বিপদে সত্যায়। ৭। পীত দ্বিপদে ভৃশায়। ৮। কৃষ্ণ একপদে আকাশায়। (অগ্নিকোণে) ৯। শ্বেতপদে বায়বে। (পরপর পশ্চিমে) ১০। রক্ত একপদে পূষ্ণে। ১১। কৃষ্ণ দ্বিপদে যমায়। ১৪। পীত দ্বিপদে গন্ধর্বায়। ১৫। শ্যাম দ্বিপদে ভৃঙ্গরাজায়। ১৬। পীত একপদে মৃগায়। (নৈর্ঋতকোণে) ১৭। শ্বেত একপদে পিতৃগণায়। (পরপর উত্তরে) ১৮। কৃষ্ণ একপদে দৌবারিকার। ১৯। শ্বেত দ্বিপদে সুগ্রীবায়। ২০। পীত দ্বিপদে পুষ্পদন্তায়। ২১। শ্বেত দ্বিপদে বরুণায়। ২২। কৃষ্ণ দ্বিপদে অসুরায়। ২৩। শ্বেত একপদে শেষায়। ২৪। কৃষ্ণ একপদে পাপায়। (বায়ুকোণে) ২৫। শ্যাম একপদে রোগায়। (পরপর পূর্বদিকে) ২৬। পীত একপদে অহয়ে। ২৭। শ্যাম দ্বিপদে মুখ্যায়। ২৮। পীত দ্বিপদে ভল্লাটায়। ২৯। শ্বেত দ্বিপদে সোমায়। ৩০। কৃষ্ণ দ্বিপদে সর্পায়। ৩১। রক্ত দ্বিপদে আদিত্যৈ। ৩২। শ্যাম একপদে দিত্যৈ। (পর্জন্যের নীচে দ্বিতীয় সারিতে ঈশানে) ৩৩। শ্বেত একপদে অদ্ভ্যঃ। (আকাশের নীচে দ্বিতীয় সারিতে অগ্নিকোণে) ৩৪। শ্বেত একপদে সাবিত্রায়। (দৌবারিকের উপরে নৈর্ঋতকোণে) ৩৫। শ্বেত একপদে জয়ায়। (পাপের উপরে বায়ুকোণে) ৩৬। শ্বেত একপদে রুদ্রায়। (তৃতীয় সারিতে পূর্বদিকে মাঝে) ৩৭। শ্বেত ত্রিপদে অর্যম্নে। (তার পাশে অগ্নিকোণে)

৩৮। রক্ত একপদে সবিত্রে। (তার নীচে উত্তরে) ৩৯। শ্বেত ত্রিপদে বিবস্বতে। (তার নীচে নৈর্ঋতে) ৪০। পীত একপদে বিবুধাধিপায়। (তার পাশে পশ্চিমে) ৪১। শ্বেত ত্রিপদে মিত্রায়। (তার পাশে বায়ুকোণে) ৪২। রক্ত একপদে রাজযক্ষ্মণে। (তার উপরে দক্ষিণে) ৪৩। শ্বেত ত্রিপদে ধরাধরায়। (তার উপরে ঈশানে) ৪৪। পীত একপদে আপবৎসায়। (মাঝে) ৪৫। রক্ত নবপদে ব্রহ্মণে। (মণ্ডলের বহির্ভাগে ঈশানে) ৪৬। কৃষ্ণ একপদে চরক্যৈ। (অগ্নিকোণে) ৪৭। কৃষ্ণ একপদে বিদার্য্যৈ। (নৈর্ঋতে) ৪৮। কৃষ্ণ একপদে পূতনায়ৈ। (বায়ুকোণে) ৪৯। কৃষ্ণ একপদে পাপরাক্ষস্যৈ। (পূর্বে) ৫০। পীত একপদে স্কন্দায়। (দক্ষিণে) ৫১। রক্ত একপদে অর্যম্ণে। (পশ্চিমে) ৫২। কৃষ্ণ একপদে জম্ভকায়। (উত্তরে) ৫৩। কৃষ্ণ একপদে পিলিপিঞ্জায়॥"

এইভাবে প্রত্যেক দেবতার নামের আদিতে "ওঁ" এবং অন্তে "স্বাহা" যোগে হোম করিবেন।

✪ **মণ্ডলস্থ দেবতাগণের হোম** (দেববাস্তুতে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগ স্থলে)—(ঈশানে) ১। "ওঁ শ্বেত একপদে ঈশায় স্বাহা। এইক্রমে (পরপর দক্ষিণে) ২। কৃষ্ণ একপদে পর্জন্যায়। ৩। শ্বেত দ্বিপদে জয়ন্তায়। ৪। পীত দ্বিপদে কুলিশায়ুধায়। ৫। রক্ত দ্বিপদে সূর্যায়। ৬। শুক্ল দ্বিপদে সত্যায়। ৭। পীত একপদে ভৃশায়। (অগ্নিকোণে) ৮। কৃষ্ণ অর্ধপদে আকাশায়। ৯। শ্বেত অর্ধপদে বায়বে। (পরপর পশ্চিমে) ১০। রক্ত একপদে পূষ্ণে। ১১। কৃষ্ণ দ্বিপদে বিতথায়। ১২। শ্বেত দ্বিপদে গৃহক্ষতায়। ১৩। কৃষ্ণ দ্বিপদে যমায়। ১৪। পীত দ্বিপদে গন্ধর্বায়। ১৫। শ্যাম একপদে ভৃঙ্গরাজায়। (নৈর্ঋতে) ১৬। পীত অর্ধপদে মৃগায়। ১৭। শ্বেত অর্ধপদে পিতৃগণায়। (পরপর উত্তরদিকে) ১৮। কৃষ্ণ একপদে দৌবারিকায়। ১৯। শ্বেত দ্বিপদে সুগ্রীবায়। ২০। পীত দ্বিপদে পুষ্পদন্তায়। ২১। শ্বেত দ্বিপদে বরুণায়। ২২। কৃষ্ণ দ্বিপদে অসুরায়। ২৩। শ্বেত একপদে শোষায়। (বায়ুকোণে)







২৪। কৃষ্ণ অর্ধপদে পাপায়। ২৫। শ্যাম অর্ধপদে রোগায়। (পরপর পূর্বদিকে) ২৬। পীত একপদে অহয়ে। ২৭। শ্যাম দ্বিপদে মুখ্যায়। ২৮। পীত দ্বিপদে ভল্লাটায়। ২৯। শ্বেত দ্বিপদে সোমায়। ৩০। কৃষ্ণ দ্বিপদে সর্পায়। ৩১। রক্ত দ্বিপদে আদিত্যৈ। ৩২। শ্যাম একপদে দিত্যৈ। (পর্জন্যের নীচে দ্বিতীয় সারিতে ঈশানে) ৩৩। শ্বেত একপদে অদ্ভ্যঃ। (ভৃশর নীচে দ্বিতীয় সারিতে অগ্নিকোণে) ৩৪। শ্বেত একপদে সাবিত্রায়। (দৌবারিকের উপরে নৈর্ঋতে) ৩৫। শ্বেত একপদে জয়ায়। (দৌবারিকের কোণে) ৩৬। শ্বেত একপদে রুদ্রায়। (তৃতীয় সারিতে পূর্বদিকের মাঝে) ৩৭। শ্বেত দ্বিপদে অর্যম্ণে। (তার পাশে অগ্নিকোণে) ৩৮। রক্ত একপদে সবিত্রে। (তার নীচে উত্তরে) ৩৯। শ্বেত দ্বিপদে বিবস্বতে। (তার নীচে নৈর্ঋতে) ৪০। পীত একপদে বিবুধাধিপায়। (তার পাশে পশ্চিমে) ৪১। শ্বেত ত্রিপদে মিত্রায়। (তার পাশে বায়ুকোণে) ৪২। রক্ত একপদে রাজযক্ষ্মণে। (তার উপরে দক্ষিণে) ৪৩। শ্বেত দ্বিপদে ধরাধরায়। (তার উপরে ঈশানে) ৪৪। পীত একপদে আপবৎসায়। (মাঝে) ৪৫। রক্ত চতুষ্পদে ব্রহ্মণে। (মণ্ডলের বহির্ভাগে ঈশানে) ৪৬। কৃষ্ণ একপদে চরক্যৈ। (অগ্নিকোণে) ৪৭। কৃষ্ণ একপদে বিদার্য্যৈ। (নৈর্ঋতে) ৪৮। কৃষ্ণ একপদে পূতনায়ৈ। (বায়ুকোণে) ৪৯। কৃষ্ণ একপদে পাপরাক্ষস্যৈ। (পূর্বে) ৫০। পীত একপদে স্কন্দায়। (দক্ষিণে) ৫১। রক্ত একপদে অর্যম্ণে। (পশ্চিমে) ৫২। কৃষ্ণ এক জম্ভকায়। (উত্তরে) ৫৩। কৃষ্ণ একপদে পিলিপিঞ্জায়॥ চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগেও একবারমাত্র অভিলাপবাক্য বলিবেন। প্রত্যেক দেবতার নামের আদিতে "ওঁ" এবং অন্তে "স্বাহা" যোগে ঔডুম্বর সমিধ দ্বারা হোম করিবেন।

মনুষ্যবাস্তু এবং দেববাস্তু উভয় স্থলেই ৫৩ জন দেবতার হোমের আগে একবার মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। হোমের শেষে পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

✪ **মহাব্যাহৃতি হোম**—(আজ্যদ্বারা) "ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্যায়॥ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ইদং অগ্নি-বায়ু-সূর্যায়॥"

তারপর সাজ্য ঔডুম্বর সমিধ দ্বারা—"ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা।" মন্ত্রে একশত আহুতি দিবেন এবং প্রতিবারই "ইদং ব্রহ্মণে" মন্ত্রে প্রত্যাহুতি দিবেন।

তারপর ঔডুম্বর সমিধ দ্বারা—"ওঁ বাসুদেবায় স্বাহা। ইদং বাসুদেবায়" মন্ত্রে অষ্টাবিংশতি অর্থাৎ ২৮টি আহুতি দিয়া, ২৮টি সাজ্য বিল্বপত্র দ্বারা—"ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ইদং লক্ষ্ম্যৈ" মন্ত্রে আহুতি প্রত্যাহুতি দিয়া, আজ্য দ্বারা—"ওঁ বাসুদেবগণায় স্বাহা।" মন্ত্রে ২৮টি আহুতি দিবেন।

ইহার পর ২৮টি সাজ্য বিল্বপত্র দ্বারা—"ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা" মন্ত্রে আহুতি দিবেন। তারপর ২৮টি সাজ্য ঔডুম্বর সমিধ দ্বারা—"ওঁ সর্বদেবময় হরয়ে স্বাহা" মন্ত্রে আহুতি দিবেন।

তারপর ৫টি সাজ্য বিল্বদ্বারা নিম্নমন্ত্রে বাস্তুপুরুষের হোম করিবেন। যথা—

"বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা বিল্বহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মানং স্বাবেশে অনমীবো ভবানঃ। সত্বে মহে প্রতি তন্নো জুষাব শন্নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে।" (প্রত্যাহুতি)॥১॥

"বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা বিল্বহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গেভিরশ্বেভিরিন্দো। অজরানন্তে সখ্যে শ্যাম পিতবে পুতান্ প্রতি নো জুষস্ব স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে॥" (প্রত্যাহুতি)॥২॥





"বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা বিল্বহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদা তে সক্ষীমহি রন্বয়া গাতুমদ্যা। পাহি ক্ষেম উতযোগে বরং নো যূয়ং পাতস্বস্তিভিঃ সদানঃ স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে॥" (প্রত্যাহুতি)॥৩॥

"বশিষ্ঠঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা বিল্বহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বারূপাণ্যাবিশন্ সখা সুশেব এধি নঃ স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে॥" (প্রত্যাহুতি)॥৪॥

"হিরিম্বঠঋষির্বৃহতীচ্ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা বিল্বহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে ধ্রুবাস্থূনাং সত্রং সৌম্যানাম্। দ্রপ্সো ভেত্তা পুরাং শাশ্বতী নামিন্দ্রোমুনীনাং সখা স্বাহা। ইদং বাস্তোষ্পতয়ে॥" (প্রত্যাহুতি)॥৫॥

এরপর পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। যথা—"ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্যায়॥" শেষে অমন্ত্রক একবার ঘৃতাহুতি দিবেন। পরে উদীচ্য কর্ম করিবেন।

✪ **উদীচ্য কর্ম**—যে কার্যের জন্য হোম, তার বৈগুণ্য সমাধানের জন্য উদীচ্য কর্ম করা হয়। প্রথমে মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। যথা—ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্যায়॥" তারপর প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন।

✪ **প্রায়শ্চিত্ত হোম**—প্রথমে কোশাতে তিল, হরীতকী ধরিয়া সঙ্কল্প করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা কৃতেঽস্মিন্ বাস্তুযাগাঙ্গ হোমকর্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় ওঁ ত্বন্নো অগ্নে ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমমহং করিষ্যে।"

এইভাবে সঙ্কল্প করিয়া, করযোড়ে অগ্নির নামকরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির 'বিধু' নামকরণ' করিয়া, কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন।

✪ ধ্যান—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নি সপ্তার্চিঃ শক্তিধারক॥" এইরূপে ধ্যানান্তে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥" মন্ত্রে আবাহন করিয়া, পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ। এতদাজ্য নৈবেদ্যং ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ॥"

এইরূপে পূজা করিয়া একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশসমিধ অমন্ত্রক আহুতি দিয়া নিম্নলিখিত ৫টি মন্ত্রে আজ্যাহুতি দিবেন। যথা—"বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নিবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্, দেবস্য হেড়ো অবযাসি সীষ্ঠাঃ। মংহিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো, বিশ্বা দ্বেষাগুঁসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্॥১॥ বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নিবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্॥২॥ প্রজাপতিঋষির্বৃহতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়শ্চাগ্নেস্য নভি শস্তিপাশ্চ, সত্যমিত্ত্ব ময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজগুঁ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্॥৩॥ শুনঃশেফ-ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বরুণাদয়োদেবতাঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়া





পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত্ বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা॥ ইদং বরুণায়, সবিত্রে, বিষ্ণবে, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো, মরুদ্ভ্যঃ, স্বর্কেভ্যঃ॥৪॥ শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বরুণো দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদ বাধমং, বিমধ্যমগুঁ শ্রথায়। অথা বয়মাদিত্যব্রতে, তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা॥ ইদং বরুণায়॥৫॥

তারপর আজ্যদ্বারা—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে॥ ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে॥"

একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশসমিধ এরপর অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া, প্রত্যেকের স্ব স্ব সমিধ দ্বারা, অভাবে তিল আজ্যদ্বারা নবগ্রহ হোম করিবেন।

✪ **নবগ্রহ হোম॥** সূর্য—"ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা। ইদং সূর্যায়॥" **সোম**—"ওঁ ইমং দেবা অসপত্নগুঁ সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যৈষ্ঠায়, মহতে জ্ঞানরাজ্যায় ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমমুষ্য পুত্র মমুষ্যৈ পুত্রমস্যৈ বিশ এষ বোঽমী রাজা, সোমাঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাগুঁ রাজা স্বাহা। ইদং সোমায়॥" মঙ্গল—"ওঁ অগ্নিমূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাগুঁ রেতাগুঁসি জিন্বতি স্বাহা। ইদং মঙ্গলায়॥" বুধ—"ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নেপ্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্তে মগুঁসৃজেথাময়ঞ্চ। অস্মিন্ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্, বিশ্বে দেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা। ইদং বুধায়॥" বৃহস্পতি—"ওঁ বৃহস্পতে অতিযদর্যো অর্হাদ্, দ্যুমদ্ বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছব, ঋতপ্রজাত, তদস্ম দ্রবিণং ধেহি চিত্রগুঁ স্বাহা। ইদং বৃহস্পতয়ে॥" শুক্র—"ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ, ক্ষত্রং পয়ঃ

সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপাণগুঁ শুক্রমন্ধস, ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু স্বাহা। ইদং শুক্রায়॥" **শনি**—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা। ইদং শনৈশ্চরায়॥" রাহু—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ স্বাহা। ইদং রাহবে॥" কেতু—"ওঁ কেতুং কৃণ্বন্ন কেতবে, পেশোমর্যা অপেশসে। সমুষদ্ভির জায়থাঃ স্বাহা। ইদং কেতুভ্যঃ॥" এবার আজ্যদ্বারা দশদিকপালের হোম করিবেন।

✪ **দিকপাল হোম**॥ **ইন্দ্র**—"ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রগুঁ মবিতারমিন্দ্রগুঁ হবে হবে সুহবগুঁ শূরমিন্দ্রম্। হুয়ামি শক্রং পুরহুতমিন্দ্রগুঁ স্বস্তি ন মঘবাধাতিন্দ্র স্বাহা॥ ইদমিন্দ্রায়॥" **অগ্নি**—"ওঁ বৈশ্বানর ন উতয়, আ প্রয়াতু পরাবতঃ। অগ্নিরুকথেন বাহসা স্বাহা॥ ইদমগ্নয়ে॥" **যম**—"ওঁ অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্বন্নসি ত্রিতোগুহ্যেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা॥ ইদং যমায়॥" **নির্ঋতি**—"ওঁ যং তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধঃ, পাশং গ্রীবাস্ব বিচৃতাম্। তং তে বিয্যামায়ুযো ন মধ্যা দধৈতং পিতুমদ্ধি প্রসূতঃ স্বাহা॥ ইদং নির্ঋতয়ে॥" **বরুণ**—"ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্ম, দবাধমং বিমধ্যমগুঁ শ্রথায়। অক্ষবয়মাদিত্য ব্রতে, এবানাগসো অদিতেয় স্যাম স্বাহা॥ ইদং বরুণায়॥" **বায়ু**—"ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিগুঁশতি। তে অগ্রে অশ্বমযুঞ্জং স্তে অস্মিঞ্জবমাদধুঃ স্বাহা॥ ইদং বায়বে॥" **কুবের**—"ওঁ কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবঞ্চিদ, যথা দান্ত্যনুপূর্বং বিষূয়। ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নম উক্তিং যজন্তি স্বাহা॥ ইদং কুবেরায়॥" **ঈশান**—"ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং, ধিয়ং জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসা মসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধ স্বস্তয়ে স্বাহা॥ ইদমীশানায়॥" **ব্রহ্মা**—"ওঁ আ ব্রহ্মণ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তা, মা



রাষ্ট্রেরাজন্যশূরঃ। ইষব্যোতিব্যাধী মহারথো জায়তাং, দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়াঽননত্বা নাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা, জিষ্ণুরথেষ্ঠাঃ যভেয়ো যুবাঽস্য যজমানস্য ধীরো জায়তাং নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং যোগক্ষেমো ন কল্পতাগুঁ স্বাহা॥ ইদং ব্রহ্মণে॥" **অনন্ত**—"ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্যো, যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরিক্ষে যে দিবি, তেভ্যঃ সর্পেভ্যো, নমঃ স্বাহা॥ ইদমনন্তায়॥"

সম্পূর্ণ আহুতি মন্ত্র পাঠান্তে আহুতিদানে অসমর্থ হইলে—"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়॥ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ওঁ যমায় স্বাহা। ইদং যমায়॥ ওঁ নির্ঋতায় স্বাহা। ইদং নির্ঋতায়॥ ওঁ বরুণায় স্বাহা। ইদং বরুণায়॥ ওঁ বায়বে স্বাহা। ইদং বায়বে॥ ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ইদং কুবেরায়॥ ওঁ ঈশানায় স্বাহা। ইদমীশানায়॥ ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে॥ ওঁ অনন্তায় স্বাহা। ইদমনন্তায়॥" মন্ত্রে হোম করিবেন। অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতার হোম করিবেন।

✪ **প্রত্যক্ষ দেবতার হোম**—"ওঁ গণেশায় স্বাহা॥" মন্ত্রে ১টি বা ৮টি অথবা ২৮টি বিল্বপত্র বা আজ্যদ্বারা হোম করিবেন। তারপর আজ্যদ্বারা ১টি করিয়া আহুতি দিবেন। যথা—"ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ক্রূরভূতেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ গৌর্যাদি ষোড়শমাতৃকাভ্যঃ স্বাহা।"

পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়নে বাস্তুযাগের হোমকুণ্ডেই আহুতি দেওয়া হইলে, পঞ্চাঙ্গ দেবতাদের ১০৮টি স্ব স্ব সমিধ দ্বারা হোম করিবেন।

১। চণ্ডী (সাজ্য বিল্বপত্র দ্বারা)—"ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে স্বাহা॥"

২। **দুর্গা** (সাজ্য বিল্বপত্র দ্বারা)—"ওঁ অম্বে অম্বিকেঽম্বালিকে ন মাং নয়তি কশ্চন। সসস্ত্যকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীল্যবাসিনীং স্বাহা॥"

৩। **শিব** (সাজ্য বিল্বপত্র দ্বারা)—"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা॥"

৪। **মধুসূদন** (অশ্বত্থ সমিধ দ্বারা)—"ওঁ মধুসূদনায় স্বাহা॥"

৫। **বিষ্ণু** (ঔডুম্বর সমিধ দ্বারা)—"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা॥"

সবশেষে (বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা)—"ওঁ হ্রীং শান্তি দেব্যৈ স্বাহা।" মন্ত্রে ১০৮ আহুতি দিয়া—"ওঁ হ্রীং শ্রীং শীতলায়ৈ স্বাহা। ওঁ হ্রীং মনসাদেব্যৈ স্বাহা। ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ যাং যমুনায়ৈ স্বাহা। ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ স্বাহা। ওঁ দক্ষিণকালিকায়ৈ স্বাহা। ওঁ কুলদেবতায়ৈ স্বাহা। ওঁ ইষ্টদেবতায়ৈ স্বাহা। ওঁ গ্রাম্যদেবতাভ্যঃ স্বাহা। ওঁ স্থানদেবতাভ্যঃ স্বাহা।" ইত্যাদিক্রমে একটি একটি আজ্যাহুতি দিবার পর পূর্ণাহুতি দিবেন।

✪ **পূর্ণাহুতি**—প্রথমে করযোড়ে অগ্নির নামকরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির 'মৃড়' নামকরণ করিয়া ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥"

**এইভাবে ধ্যান ও আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ,**





ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এতদাজ্য নৈবেদ্যম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নে স্বাহা॥" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, তারপর যজমান সহ ফল, পুষ্প, তাম্বুল ও প্রচুর ঘৃত লইয়া দাঁড়াইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ভরদ্বাজঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বৈশ্বানরোদেবতা পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা অয়ম্ বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিম্। কবিগুঁ সম্রাজমতিথিং জনানা, মাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা॥"

উপরোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক করযোড়ে অগ্নিকে প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ ত্বমগ্নে সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবকঃ। হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে॥ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষী ত্বং পুণ্য পাপানাং ধনঞ্জয় নমোঽস্তুতে॥" তারপর পূর্ণপাত্র ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন।

✪ **পূর্ণপাত্র ভোজ্য**—২৬৫ মুষ্টি চাল দ্বারা ভোজ্য দিলে, শাস্ত্রোক্ত মতে সেটি পূর্ণপাত্র ভোজ্য হয়। তার কম হইলে তাকে পূর্ণপাত্র ভোজ্য বলা যায় না, কারণ সেটা পূর্ণ হয় না। সেক্ষেত্রে পূর্ণপাত্র অনুকল্প বলাই শাস্ত্রের নিয়ম, উৎসর্গকালীন ব্রাহ্মণগণ অবস্থা অনুপাতে বাক্য প্রয়োগ করিবেন।

✪ **পূর্ণপাত্র ভোজ্য উৎসর্গ**—"ওঁ এতস্মৈ পূর্ণপাত্র (বা পূর্ণপাত্রানুকল্প) ভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া, তিনবার কুশবারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। তারপর—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ পূর্ণপাত্র (বা পূর্ণপাত্রানুকল্প) ভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে ভোজ্যে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নারায়ণের উদ্দেশে গন্ধপুষ্প দিয়া, একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া—"এতে

গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে ভোজ্যে গন্ধপুষ্প দিয়া অর্চনা করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন।

✪ **উৎসর্গ বাক্য**—বাঁহাতে ভোজ্য লইয়া, ডানহাতে কোশায় হরীতকী ও কুশত্রিপত্র ধরিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (হোতার নাম) অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ বা দাসঃ (যজমানের নাম) কৃতৈতদ্ অস্মিন্ বাস্তুযাগ কর্মাঙ্গভূত হোমকর্মণি ব্রহ্মকর্ম প্রতিষ্ঠার্থং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং বা মর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুক নাম্নে ব্রাহ্মণায় (বৃত ব্রহ্মার নাম ও গোত্র) ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।" বৃতব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে—যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় বলিবেন।



তারপর "ব্রহ্মণ ক্ষমস্ব" মন্ত্রে ব্রহ্মাকে কুশোদক দ্বারা বিসর্জন দিয়া স্থণ্ডিলের ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দিয়া কোণ হইতে কিছু ভস্ম লইয়া কশ্যপ গ্রহণ করিবেন।

✪ **কশ্যপ গ্রহণ**—প্রথমে অগ্নি, নারায়ণ এবং পূজিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে কশ্যপ দিবার পর, ব্রাহ্মণকে দিয়া, তারপর যজমানকে দিবেন। মন্ত্র, যথা—কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং (ললাটে), জমদগ্নে ত্র্যায়ুষম্ (কণ্ঠে), যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং (বাহুমূলদ্বয়ে), তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষং (হৃদয়ে)। কশ্যপ দানের পর—"ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" মন্ত্রে অগ্নি বিসর্জন করিবেন।

**আচারবশতঃ কিছু দধি বা দুগ্ধ লইয়া—"ওঁ পৃথ্বী ত্বং শীতলা ভব" মন্ত্রে অগ্নিতে দিবেন। তারপর পায়সবলি দিবেন।**





✪ **পায়সবলি**—নতুন মাটির পাত্রে ৫৩টি পায়সবলি সাজাইয়া নিবেদন করিবেন। যথা—"এষ পায়সবলিঃ শিখিনে নমঃ।" মন্ত্রে শিখিনাদি পিলিপিঞ্জ পর্যন্ত ৫৩ জন মণ্ডলস্থ দেবতাকে নিবেদন করিবেন।

✪ **দেববাস্তু স্থলে**—"এষ পায়সবলিঃ ওঁ ঈশায় নমঃ, এষ পায়সবলিঃ ওঁ পর্জন্যায় নমঃ" ইত্যাদি "ওঁ পিলিপিঞ্জায় নমঃ।" পর্যন্ত ৫৩ জন মণ্ডলস্থ দেবতাকে পায়সবলি নিবেদন করিবেন।

তারপর যজমান স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গের সঙ্গে উত্তরদিকে পূর্বমুখে বসিয়া করযোড়ে কর্তা পাঠ করিবেন—"কৃতেঽস্মিন্ বাস্তুযাগকর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু॥" ব্রাহ্মণগণ বলিবেন—"ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥" যজমান বলিবেন—"কৃতেঽস্মিন্ বাস্তুযাগকর্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু॥" ব্রাহ্মণগণ—"ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥" এবার ব্রাহ্মণগণ শান্তি ঘটটি লইয়া, "ওঁ কয়ানশ্চিত্র" ইত্যাদি বৈদিক শান্তিমন্ত্রে এবং "ওঁ সুরাস্তামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানকে ও স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গকে শান্তিবারি দিবেন।



✪ **শান্তিমন্ত্র (সাম)**—"মহাবামদেব্যঋষির্বিরাড়্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা শান্তিকর্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুবদূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ ওঁ কস্তা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎ সদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু॥ ওঁ অভীষুণঃ সখিনা মবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবা স্যুতয়ে॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ॥ ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ। অন্তরীক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবীং শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ, ওষধয়ঃ শান্তিঃ, বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, বিশ্বেদেবাঃ শান্তিঃ, সর্বং শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ, ওঁ সর্বরোগঃ শান্তিঃ,

সর্বাপচ্ছান্তিঃ। সা মা শান্তিরেধি॥ ওঁ শান্তিস্তু শিবঞ্চাস্তু বিনাশস্ত্বশুভঞ্চ যৎ। যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ॥"

(যজু)—"ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনো যজুঃ প্রপদ্যে, সাম প্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষুশ্রোত্রং প্রপদ্যে, বাগোজঃ সহৌজো ময়ি প্রাণাপানৌ। ওঁ যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষোর্হৃদয়স্য মনসো ব্যতিতীর্ণং বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু। শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি ন বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ, অন্তরীক্ষঃ শান্তিঃ, বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, ওষধয়ঃ শান্তিঃ, সর্বাপচ্ছান্তিঃ, রোগাদি শান্তিঃ, গ্রহপীড়াদি শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ॥"

(ঋক্)—"ওঁ সদ্দলী পাবয়ন্তে তন্মুঞ্চয়তি বচো যথা। আভ্যাবস্তং যমাবস্তং যত্র বেদামতিক্রুবন্॥ যায়া কেতুঃ পুরস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্ধিনী। সঞ্চলনাভিহিতো যে এবেদ মিতি ব্রুবন্॥ ইন্দ্রস্থং কিং বিভুঃ প্রভুর্ভানুণায়ং সরস্বতীম্। তেন সূর্য মরোচয়ৎ যে নেমে রোদসী উভে॥ যুযস্বাগ্নে আঙ্গিরসঃ কান্বং মেধাতিথিমাত্মা সোমস্য সুবৃহৎ শোত সুর্মধ্য মোত্তমঃ। আঙ্গিরস্পঃ শোত সুদৈবরিতমঃ॥ আশান্তমাশান্ত মভিশান্তে স্বস্তিমকুর্বতঃ। শন্নঃ ক্রণিকৃদন্দেব পর্জন্যোঽভিবর্ষতু॥ ওষধয়ঃ প্রদীপয়ন্তাং শন্নোদ্যাবা পৃথিবী। সংপ্রজাভ্যঃ শন্নোঽস্তদ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ॥"



**✪ পৌরাণিক শান্তিমন্ত্র**—"*ওঁ সুরাস্তামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা*



সঙ্কর্ষণো প্রভু॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে॥ ১॥ আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান যমোবৈ নৈর্ঋতস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ॥ ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিকপালঃ পান্তু তে সদা॥ ২॥ ওঁ কীর্তিলক্ষ্মীর্ধৃতি মেধা শ্রদ্ধা পুষ্টি ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ॥ এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যাঃ সমাগতাঃ॥ ৩॥ ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধ জীব সিতার্কজাঃ। গ্রহাস্তামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥ ৪॥ ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতরঃ এব চ। দেবপত্নো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ-সরসাং গণাঃ॥ ৫॥ অস্ত্রাণি সর্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যা বয়বাশ্চ যে॥ ৬॥ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেব-দানব-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে॥ ৭॥

উক্তরূপে স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে এবং তৎসহ পৌরাণিক মন্ত্রে যজমান এবং তাঁর পুত্র-পরিজনাদিকে শান্তিবারি দিবেন। তারপর যজমান পুনরায় পূর্বের ন্যায় স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিবেন। যজমান করযোড়ে বলিবেন—"কৃতেঽস্মিন্ বাস্তুযাগকর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু।" ব্রাহ্মণগণ প্রতিবচন বলিবেন—"ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥" যজমান বলিবেন—"কৃতৈতৎ বাস্তুযাগকর্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" ব্রাহ্মণগণ প্রতিবচন বলিবেন—"ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥" এইভাবে যজমানকে স্বস্তিবাচন ও ঋদ্ধিবাচন করিয়া খাতপূজা করিবেন।

**✪ খাতপূজা**—নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিতে করিতে ব্রহ্মার ঘটটি দু'হাতে ধরিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্তেমহে। উপপ্রায়ান্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশুর্ভবাস চা ॥" মন্ত্রটি পাঠান্তে মঙ্গলবাদ্য সহ ব্রহ্মার ঘটটি তুলিয়া জলধারা দিয়া, বাস্তুর অগ্নিকোণে পূর্বের তৈরী গোময়লিপ্ত খাতের নিকট যাইয়া, যজমান পূর্বমুখে বসিয়া ব্রহ্মার ঘট, ইষ্টক, বর্ধনী প্রভৃতি নিজের পাশে রাখিয়া প্রথমে একটি অর্ঘ্য সাজাইবেন। অর্থাৎ তাম্রপাত্রে গন্ধপুষ্প, দূর্বা, কুশাগ্র ও আতপতণ্ডুল লইয়া অর্চনা করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ পূজনীয় দেবতাভ্যঃ নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনা করিয়া, অর্ঘ্যটি খাতে দিবেন। করযোড়ে বলিবেন—"ওঁ পূজনীয় দেবতাভ্যঃ নমঃ।"

তারপর যজমান পূর্বমুখে বসিয়া আচমন ও আসনশুদ্ধি করিয়া খাতের জলে পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। এষ গন্ধঃ গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে খাতের জলে পূজা করিয়া, পুষ্প লইয়া ব্রহ্মার ধ্যান করিবেন।

✪ **ধ্যান**—যথা—"ওঁ ব্রহ্মাণং মমরশ্রেষ্ঠং নানালঙ্কার ভূষিতম্। অক্ষকমণ্ডলুধরং কীর্তিদং সৃষ্টিকারকং॥ পদ্মযোনিং সুরশ্রেষ্ঠং ব্রহ্মাণঞ্চ ভজাম্যহম্॥" ধ্যানান্তে—"এষ গন্ধঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে খাতের জলে ব্রহ্মার পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, বাস্তোষ্পতির পূজা করিবেন।





✪ **বাস্তোষ্পতির পূজা**—যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।" মন্ত্রে খাতের জলে বাস্তোষ্পতির পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া কোশার জলে আতপতণ্ডুল, দূর্বা, কুশাগ্র প্রভৃতির দ্বারা একটি অর্ঘ্য রচনা করিয়া—"এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনা করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক অর্ঘ্যদান করিবেন।

✪ **অর্ঘ্যদান মন্ত্র**—"ওঁ বাস্তোষ্পতে ত্বমুত্তিষ্ঠ সংসার স্থিতিকারক। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং সর্বহিতার্থায় নমঃ॥ ইদমর্ঘ্যম্ (যজুঃ—এষোঽর্ঘ্য) ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।" মন্ত্রে অর্ঘ্যটি খাতের জলে দিবেন। তারপর দু'টি হাঁটু ভূমিতে পাতিত করিয়া, বসিয়া ব্রহ্মার ঘটটি দু'হাতে লইয়া, মনে মনে বরুণদেবকে চিন্তা করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ আয়াহি ভগবন্ দেব তোয়মূর্তে জলেশ্বর। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পরিতোষায়তে নমঃ॥"

তারপর "ওঁ বরুণায় নমঃ।" মন্ত্রটি বলিয়া ঘটের অন্যান্য সমস্ত কিছু খাতে দিবেন। এই সময় "ওঁ" মন্ত্রটি উচ্চারণ করিতে করিতে বর্ধনীর জলটিও খাতে ঢালিয়া, একটি সাদাবর্ণের ফুল খাতের জলে নিক্ষেপ করিবেন।

তারপর পূর্বের সজ্জিত ও পূজিত ইঁটটি লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ইষ্টকে ত্বং প্রযচ্ছেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহম্। পুত্রদারাধনায়ুষং ধর্মবৃদ্ধিকরী ভব॥ দেশস্বামি পুরস্বামি গৃহস্বামি পরিগ্রহে। মনুষ্য ধনহস্ত্যশ্বপশু বৃদ্ধিকরী ভব॥"

উক্ত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া খাতের দক্ষিণের দিকে পূর্ব-পশ্চিমে ইঁটটি রাখিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বণ্। পৃথুর্ভব সুষদ স্তমগ্নে পুরীষ বাহনঃ॥"

গৃহপ্রবেশপূজা পদ্ধতি

উক্ত মন্ত্র পাঠান্তে সেই খাতের জলে পঞ্চরত্ন, দধি, দুগ্ধ, শালিধান, যব, সোনা, রূপাদির খণ্ড দিয়া, নিজে খাতে মাটি চাপা দিবেন। স্বয়ং মাটি চাপা দিতে অসমর্থ হইলে কমপক্ষে তিনমুষ্টি মাটি খাতে দিবেন। তারপর নিজের পুত্রাদি পরিজনদের সাহায্যে খাতটি পূরণ করিবেন।

এবার পঞ্চোপচারে অগ্নির পূজা করিবেন। যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে অগ্নের পূজা করিবেন।

তারপর অঞ্জলি দু হাতে ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ যথাচলো গিরির্মেরু হিমবাংশ্চ যথাচলঃ। তথা ত্বমচলো ভূত্বা তিষ্ঠস্ব ভবনে॥"

তারপর পুনরায় বাস্তুযাগের বেদীতে আসিয়া করজোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ বাস্তুদেবগণ সর্বে পূজামাদায় যজ্ঞিয়াম্। ইষ্টকাম প্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ॥ ওঁ পূজিতোঽসি ময়া বাস্তো হেমাদ্যৈ রর্চনৈঃ শুভৈঃ। প্রসাদ যাহি বিশ্বেশ দেহি মে গৃহজং সুখম্॥"

এরপর "ওঁ ক্ষমস্ব" মন্ত্রে একগণ্ডূষ জলদ্বারা দেবতাদের বিসর্জন করিয়া, ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র যজমানের মাথায় যজমানের শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রে শান্তিবারি দিবেন। (শান্তিমন্ত্র ১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। তারপর ব্রহ্মা হোতাদির দক্ষিণান্ত করিবেন।

✪ **ব্রহ্মা এবং হোতা প্রভৃতির দক্ষিণান্ত**—*দক্ষিণাদ্রব্য একটি পাত্রে লইয়া—"এতস্মৈ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যায় (রজতখণ্ডায় বা প্রচলিত মুদ্রায়) নমঃ।" মন্ত্রটি তিনবার বলিয়া, তিনবার কুশবারি* দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যায় (রজতখণ্ডায় বা প্রচলিত মুদ্রায়) নমঃ।" মন্ত্রে দক্ষিণাদ্রব্যে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, দাসঃ) কৃতৈতৎ বাস্তুযাগকর্মাঙ্গ (হোতৃকর্মণঃ, আচার্যকর্মণঃ, সদস্যকর্মণঃ) সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং (রৌপ্যখণ্ডং বা প্রচলিত মুদ্রাং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতম্ অমুকগোত্রায় (হোতৃ ব্রাহ্মণায়, আচার্য ব্রাহ্মণায়, সদস্য ব্রাহ্মণায়) অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।" এবার মূল দক্ষিণান্ত করিবেন।

✪ **মূল দক্ষিণা**—একটি পাত্রে দক্ষিণাদ্রব্য রাখিয়া অর্চনাদি করিবেন। যথা—"এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজতখণ্ডায় বা) নমঃ" মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া, তিনবার কুশবারি দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজতখণ্ডায় বা) নমঃ।" মন্ত্রে দক্ষিণাদ্রব্যে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে নারায়ণের উদ্দেশে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ বাস্তুদেবতাভ্যঃ নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া, উৎসর্গবাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন।

✪ **উৎসর্গ বাক্য**—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদসদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ বা দাসঃ) এতৎ বাস্তোঃ সর্বদোষোপশমন কামনয়া কৃতৈতদ্ বাস্তুযাগকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং শ্রীবিষ্ণু অর্চিতম্ কাঞ্চনমূল্যম্ (রজতখণ্ডং বা) বাস্তুদেবতাভ্যঃ অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।" এরপর গৃহপ্রবেশের দক্ষিণান্ত করিবেন।

✪ **গৃহপ্রবেশ দক্ষিণা**—পূর্বের ন্যায় দক্ষিণাদ্রব্য একটি পাত্রে রাখিয়া—"এতস্মৈ কাঞ্চন-মূল্যায় (রজতখণ্ডায় বা) নমঃ।" মন্ত্রটি তিনবার বলিয়া, তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া, গন্ধপুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজতখণ্ডায় বা) নমঃ।" মন্ত্রে দক্ষিণাদ্রব্যে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে নারায়ণের উদ্দেশে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধ-পুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ বাস্তুদেবতাভ্যঃ নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া, উৎসর্গবাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন।

✪ **উৎসর্গ বাক্য**—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদসদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসঃ বা) জ্ঞাতাজ্ঞাত কায়মনোবাক্কৃত সকল পাপক্ষয় সহিত নির্বিঘ্নপূর্বক স্ত্রী-পুত্র-পৌত্রাদ্যখিল পরিজন ধান্যবাহনৈশ্বর্য পরিপূর্ণ চিরকাল বাসস্থিতি কামনয়া কৃতৈতৎ নব বাসগৃহপ্রবেশ কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমর্চিতং (রজতখণ্ডমর্চিতং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—সম্প্রদদানি)।"

পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন হইলে এই সময়েই পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়নের দক্ষিণান্ত করিবেন।

✪ **পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নের দক্ষিণা** ॥ **চণ্ডী**—যথাবিহিত পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়নের দক্ষিণার অর্চনা করিয়া, তারপর উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসঃ বা) বাস্তুযাগকর্মাঙ্গ পরিপূর্ণ ফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রোক্ত জয়াখ্য ওঁ সাবর্নিসূর্যতনয়ঃ ইত্যারভ্যঃ সাবর্নির্ভবিতামনুরিত্যন্তং





একাবৃত্তিঃ (দ্বিরাবৃত্তিঃ, ত্রিরাবৃত্তিঃ বা) দেবীমাহাত্ম্য পাঠকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (রৌপ্যখণ্ডং বা) শ্রীবিষ্ণু দৈবতমর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।"

✪ **শিবপূজার দক্ষিণা**—যথারীতি দক্ষিণার অর্চনা করিয়া উৎসর্গবাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম.....ইত্যাদি শ্রীঅমুক দেবশর্মা (অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, দাসঃ বা) বাস্তুযাগকর্মাঙ্গ সর্বদোষোপশমনকামঃ এতদষ্টসংখ্যক পার্থিব শিবপূজা তদ্ধোম কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।"

✪ **দুর্গনাম জপের দক্ষিণা**—যথারীতি দক্ষিণার অর্চনা করিয়া, উৎসর্গবাক্য পাঠ করিয়া উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম.....ইত্যাদি শ্রীঅমুক দেবশর্মা (অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, দাসঃ বা) বাস্তুযাগকর্মাঙ্গ সর্বদোষোপশমনকামঃ যথাশক্তি দুর্গাপূজাঃ অষ্টোত্তর সহস্রসংখ্যক দুর্গা দুর্গেতিদ্বিক্ষর মন্ত্র জপ তদ্ধোম কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (রজতখণ্ডং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।"

✪ **মধুসূদন নাম জপের দক্ষিণা**—যথারীতি দক্ষিণার অর্চনা করিয়া, উৎসর্গবাক্য পাঠ করিয়া উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম.....ইত্যাদি শ্রীঅমুক দেবশর্মা (অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, দাসঃ বা) বাস্তুযাগকর্মাঙ্গ সর্বদোষোপশমনকামঃ যথাশক্তি শ্রীমধুসূদন পূজা, মধুসূদন মধুসূদনেতি পঞ্চাক্ষর নাম অষ্টোত্তর সহস্রসংখ্যক জপ তদ্ধোম কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (রজতখণ্ডং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।"

✪ **তুলসীদানের দক্ষিণা**—যথারীতি দক্ষিণার অর্চনান্তে, উৎসর্গবাক্য পাঠ করিয়া উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম.....ইত্যাদি শ্রীঅমুক দেবশর্মা (অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, দাসঃ বা) বাস্তুযাগকর্মাঙ্গ সর্বদোষোপশমনকামঃ যথাশক্তি শ্রীবিষ্ণুপূজাপূর্বক ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ অষ্টোত্তর শতসংখ্যক সচন্দন তুলসীপত্র দান, তদ্ধোম কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (রজতখণ্ডং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।"

এইরূপে সমস্ত দক্ষিণান্তকর্ম সমাপ্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

✪ **অচ্ছিদ্রাবধারণ**—"ওঁ কৃতৈতৎ বাস্তুযাগাদি কর্ম অচ্ছিদ্রমস্তু।" (প্রতিবচন—"ওঁ অস্তু")।

✪ **বৈগুণ্য সমাধান**—একগণ্ডুষ জল লইয়া—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা কৃতৈতৎ বাস্তুযাগাদি কর্মাঙ্গভূত যদ্ যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুঃ স্মরণমহং করিষ্যে।" মন্ত্র পাঠান্তে জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া—"ওঁ বিষ্ণুঃ" নাম দশবার জপ করিবেন।

এরপর সর্বৌষধি মিশ্রিত জলে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া যজমানকে অভিষিক্ত করিবেন। যথা—"ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুব স্তান উর্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে॥ ১॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ২॥ ওঁ অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥ ৩॥ **বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি, বরুণস্য ঋতসদনমসি, বরুণস্য**





ঋতসদনমাসীদ॥ ৪॥ ওঁ পুনস্তু মা দেবজনাঃ পুনস্তু মনসা ধিয়ঃ। পুনস্তু বিশ্বভূতানি জাতবেদঃ পুনাহিমাম্॥ ৫॥ ওঁ পয়ঃ পৃথিব্যা পয়ঃ ওষধিষু, পয়ো দিব্যন্তরিক্ষে পয়োধাঃ। পয়স্বতী প্রদিশ সন্তু মহ্যম্॥ ৬॥ ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাং সরস্বত্যৈ বাচো যন্তু। যন্ত্রিয়ে দধামি বৃহস্পতেষ্টা সাম্রাজ্যে নাভিষিঞ্চামি॥ ৭॥"

এই সাতটি মন্ত্রে যজমানকে অভিষিক্ত করিয়া, ব্রাহ্মণগণ যজমানের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাণী মন্ত্র পাঠ করিবেন।

যথা—"ওঁ ধান্যং ধনং পশু বহুপলুত্রলাভং শতসংবৎসরং দীর্ঘমায়ুঃ। পুনস্তাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সমিন্ধতাং পুনর্ব্রাহ্মণো বসুতীর্থ॥ ঘৃতেন তন্তন্ব বর্ধয়স্ব সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ। মন্ত্রার্থাঃ সফলাঃ সন্তু পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ। শত্রুণাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রাণাং মুদরায় চ॥ আয়ুষ্কামো যশস্কামঃ পুত্রপৌত্র স্তথৈব চ। আরোগ্যং ধনকামাশ্চ সর্বকামঃ ভবন্তু তে॥ বিঘ্ন বিনাশ মায়ান্তু বিনাশ মায়ান্তু শত্রবঃ। প্রযত্নাঃ সফলাঃ সন্তু পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ॥"

## বাস্তুযাগের নিয়ম

বাস্তুযাগের নিয়ম সম্পর্কে, বিধি-বিধান সম্পর্কে মাৎস্যে (২৬৮/৩২-৩৬) যা বলা হইয়াছে, এখানে তা দেওয়া হইল—"এতদ্বাস্তু প্রশমনঃ কৃত্বা কর্ম সমারভেৎ। প্রাসাদে ভবনোদ্যান প্রারম্ভে বিনিবর্তনে॥ পুরবেশ্ম প্রবেশেষু সর্বদোষাপনুত্তয়ে। রক্ষোঘ্নপবমানেন সূক্তেন ভবনাদিকম্॥ নৃত্য মঙ্গলবাদ্যেন কুর্যাদ্ ব্রাহ্মণ বাচনম্।

অনেন বিধিনা যস্তু প্রতিসংবৎসরং বুধঃ॥ গৃহে বাতায়নে কুর্যান্ন স দুঃখমবাপ্নুয়াৎ। ন চ ব্যাধিভয়ং তস্য ন চ বন্ধুধনক্ষয়ঃ॥ জীবেৎ বর্ষশতং স্বর্গে কল্পমেকঞ্চ তিষ্ঠতি॥"

বাস্তুযাগের ফলাফল সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে—যথানিয়মে বাস্তুপশমন কার্য সমাপন করিয়া প্রাসাদাদি, অর্থাৎ গৃহাদি এবং গৃহপ্রবেশ করতে হইলে, সকলপ্রকার দোষ উপশমনের জন্য অর্থাৎ দোষনাশের জন্য রক্ষোঘ্ন ও পবমানসূক্ত পাঠপূর্বক নৃত্য-গীত এবং মঙ্গলবাদ্যাদি সহ ব্রাহ্মণ মঙ্গলবাচন করিবেন। যে বিদ্বান ব্যক্তি প্রতি বৎসর প্রাসাদে, গৃহে বা আয়তনে উপরোক্তরূপ কর্মাদি করেন, সেই ব্যক্তি কোনরূপ দুঃখ ভোগ করেন না। তাঁর রোগ-ব্যাধির ভয়, বন্ধুনাশ বা ধনৈশ্বর্য ক্ষয় হয় না। উপরন্তু সেই ব্যক্তি শত বৎসরকাল পরমায়ু লাভ করিয়া জীবিত থাকেন, পরলোকে এক কল্পকাল স্বর্গে বাস করেন।

অতএব বাস্তুযাগ যে একটি পরম কল্যাণমূলক কাজ, ইহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই।

**—ইতি বাস্তুযাগ সমাপ্ত—**



## একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডল (মনুষ্যবাস্তু)

ঈশান — চরকীং কৃষ্ণাম্ — পূর্ব — স্কন্দং পীতাং — বিদারীং কৃষ্ণাম্ — অগ্নি

পিলিপিঞ্জং কৃষ্ণাম্ — উত্তর — অর্যমনং রক্তাং — দক্ষিণ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১<br>শিখিনং<br>রক্তম্<br>একপদম্ | ২<br>পর্জন্যং<br>কৃষ্ণম্<br>একপদম্ | ৩<br>জয়ন্তম্<br>শ্বেতং<br>দ্বিপদম্ | ৪<br>কুলিশায়ুধং<br>পীতং<br>দ্বিপদম্ | ৫<br>সূর্যং<br>রক্তং<br>দ্বিপদম্ | ৬<br>সত্যং<br>শুক্লং<br>দ্বিপদম্ | ৭<br>ভৃশং<br>পীতম্<br>একপদম্ | ৮<br>আকাশম্<br>কৃষ্ণম্<br>একপদম্ | ৯<br>বায়ুং<br>শ্বেতম্<br>একপদম্ |
| ৩২<br>দিতিং<br>শ্যামং<br>একপদম্ | ০<br>অপঃ<br>শ্বেতম্<br>একপদম্ | | | | | | ৩৪<br>সাবিত্রম্<br>শ্বেতং<br>একপদম্ | ১০<br>পূষাণম্<br>রক্তাং<br>একপদম্ |
| ৩১<br>অদিতিং<br>রক্তং<br>দ্বিপদম্ | | ৪৪<br>আপবৎসং<br>পীতম্<br>একপদম্ | ← | ৩৭<br>অর্যমনম্<br>শ্বেতং<br>ত্রিপদম্ | → | ৩৮<br>সবিতারম্<br>রক্তং<br>একপদম্ | | ১১<br>বিতথং<br>কৃষ্ণং<br>একপদম্ |
| ৩০<br>সর্পং<br>কৃষ্ণং<br>দ্বিপদম্ | | ↑ | | | | ↑ | | ১২<br>গৃহক্ষতং<br>শ্বেতং<br>দ্বিপদম্ |

বায়ু — পাপরাক্ষসীং কৃষ্ণাম্ — জম্ভকং কৃষ্ণাম্ — পশ্চিম — পূতনাং কৃষ্ণাম্ — নৈঋত

ঈশান — চরকীং কৃষ্ণাম্ — পূর্ব — স্কন্দং পীতাং — বিদারীং কৃষ্ণাম্ — অগ্নি

উত্তর — পিলিপিঞ্জং কৃষ্ণাম্

দক্ষিণ — অর্যমং রক্তাং

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৯<br>সোমং<br>শ্বেতং<br>দ্বিপদম্ | | ৪৩<br>ধরাধরং<br>শ্বেতং<br>দ্বিপদম্<br>↓ | | ৪৫<br>ব্রহ্মাণং<br>শ্বেতং<br>নবপদম্ | | ৩৯<br>বিবস্বন্তং<br>শ্বেতং<br>ত্রিপদম্<br>↓ | | ১৩<br>যমং<br>কৃষ্ণং<br>দ্বিপদম্ |
| ২৮<br>ভল্লাটম্<br>পীতং<br>দ্বিপদম্ | | | | | | | | ১৪<br>গন্ধর্বং<br>পীতং<br>দ্বিপদম্ |
| ২৭<br>মুখ্যং<br>শ্যামং<br>দ্বিপদম্ | | ৪২<br>রাজযক্ষ্মানং<br>রক্তং<br>একপদম্ | ← | ৪১<br>মিত্রং<br>শ্বেতং<br>ত্রিপদম্ | → | ৪০<br>বিবুধাধিপং<br>পীতং<br>একপদম্ | | ১৫<br>ভৃঙ্গরাজং<br>শ্যামং<br>দ্বিপদম্ |
| ২৬<br>অহিং<br>পীতং<br>একপদম্ | ৩৬<br>রুদ্রম্<br>শ্বেতং<br>একপদম্ | | | | | | ৩৫<br>জয়ম্<br>শ্বেতং<br>একপদম্ | ১৬<br>মৃগং<br>শ্বেতং<br>একপদম্ |
| রোগং<br>শ্যামং<br>একপদম্<br>২৫ | পাপং<br>কৃষ্ণম্<br>একপদম্<br>২৪ | শোষম্<br>শ্বেতং<br>দ্বিপদম্<br>২৩ | অসুরং<br>কৃষ্ণম্<br>দ্বিপদম্<br>২২ | বরুণং<br>শ্বেতং<br>দ্বিপদম্<br>২১ | পুষ্পদন্তং<br>পীতং<br>দ্বিপদম্<br>২০ | সুগ্রীবং<br>শ্বেতং<br>দ্বিপদম্<br>১৯ | দৌবারিকং<br>কৃষ্ণম্<br>একপদম্<br>১৮ | পিতৃগণম্<br>শ্বেতং<br>একপদম্<br>১৭ |

বায়ু — পাপরাক্ষসীং কৃষ্ণাম্ — জম্ভকং কৃষ্ণাম্ — পশ্চিম — পূতনাং কৃষ্ণাম্ — নৈঋত



## দেববাস্তুমণ্ডল—চতুঃষষ্টিপদ (মাৎস্যপুরাণ মতে)

ঈশান — পূর্ব — অগ্নি

উত্তর — দক্ষিণ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১<br>ঈশং<br>শ্বেতং<br>৩২<br>দিতিং<br>শ্যামম্ | ২<br>পর্জন্যং<br>কৃষ্ণম্<br>একপদম্ | ৩<br>জয়ন্তম্<br>শ্বেতং<br>দ্বিপদম্ | ৪<br>কুলিশায়ুধং<br>পীতং<br>দ্বিপদম্ | ৫<br>সূর্যং<br>রক্তং<br>দ্বিপদম্ | ৬<br>সত্যং<br>শুক্লং<br>দ্বিপদম্ | ৭<br>ভৃশং<br>পীতম্<br>একপদম্ | ৮<br>আকাশং<br>কৃষ্ণম্<br>৯<br>বায়ুং<br>শ্বেতম্ |
| ৩১<br>অদিতিং<br>রক্তং<br>একপদম্ | ৩৩<br>অপঃ<br>শ্বেতম্<br>একপদম্ | | | | | ৩৪<br>সাবিত্রম্<br>শ্বেতং<br>একপদম্ | ১০<br>পূষাণম্<br>রক্তাং<br>একপদম্ |
| ৩০<br>সর্পং<br>কৃষ্ণং<br>দ্বিপদম্ | | ৪৪<br>আপবৎসং<br>পীতম্<br>একপদম্ | ৩৭<br>অর্যনমম্<br>শ্বেতং<br>ত্রিপদম্ | | ৩৮<br>সবিতারম্<br>রক্তং<br>একপদম্ | | ১১<br>বিতথং<br>কৃষ্ণং<br>একপদম্ |
| ২৯<br>সোমং<br>শ্বেতং<br>দ্বিপদম্ | | ৪৩ | ৪৫ | | বিবস্বন্তং<br>৩৯ | | ১২<br>গৃহক্ষতং<br>শ্বেতং<br>দ্বিপদম্ |

বায়ু — পশ্চিম — নৈঋত

## দেববাস্তুমণ্ডল—চতুঃষষ্টিপদ (মাৎস্যপুরাণ মতে)

ঈশান — পূর্ব — অগ্নি

উত্তর — দক্ষিণ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৮ ভল্লাটং পীতং দ্বিপদম্ | | ধরাধরং শ্বেতং দ্বিপদম্ | ব্রহ্মাণং রক্তং চতুষ্পাদম্ | | শ্বেতম্ দ্বিপদম্ | | ১৩ যমং কৃষ্ণাং দ্বিপদম্ |
| ২৭ মুখ্যং শ্যামং দ্বিপদম্ | | ৪২ রাজযক্ষ্মানং রক্তং একপদম্ | ৪১ মিত্রং | শ্বেতং ত্রিপদম্ | ৪০ বিবুধাধিপং পীতং একপদম্ | | ১৪ গন্ধর্বং পীতং দ্বিপদম্ |
| ২৬ অহিং পীতম্ একপদম্ | ৩৬ রুদ্রং শ্বেতম্ একপদম্ | | | | | ৩৫ জয়ং শ্বেতম্ একপদম্ | ১৫ ভৃঙ্গরাজং শ্যামম্ একপদম্ |
| ২৫ রোগং শ্যামং / ২৪ পাপং কৃষ্ণং | শেষং শ্বেতম্ একপদম্ ২৩ | অসুরং কৃষ্ণং দ্বিপদম্ ২২ | বরুণং শ্বেতং দ্বিপদম্ ২১ | পুষ্পদন্তং পীতং দ্বিপদম্ ২০ | সুগ্রীবং শ্বেতং দ্বিপদম্ ১৯ | দৌবারিকং কৃষ্ণম্ একপদম্ ১৮ | ১৬ মৃগং পীতং / ১৭ শ্বেতং পিতৃগণম্ |

বায়ু — পশ্চিম — নৈর্ঋত







## গ্রহমণ্ডলং

## তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা

✪ **তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য**—সমগ্র পশ্চিমবাংলায় তথা সারা ভারতে হিন্দুধর্ম অবলম্বনকারীদের মধ্যে তুলসীর সমাদর বর্তমান। তারই ফলে প্রতিটি হিন্দুর ঘরে তুলসীমঞ্চ আছে, সকলেই সেই মঞ্চ ভক্তিসহকারে মার্জনাদি করিয়া থাকেন। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিবার মানসিকতা অধিকাংশ লোকের মধ্যেই আছে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে তুলসীর যে কতটা সমাদর, সেটা কারও অবিদিত নয়। কিন্তু তুলসী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকার ফলে কেউ কেউ মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে কয়েক মালসা ভোগ নিবেদন করেন, আবার কেউবা বিবিধ উপচারে বা সাধ্যানুরূপ উপচারে বিষ্ণু ও তুলসীর পূজা করিয়াই তাদের মনের ইচ্ছা পূরণ করেন।

তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় রামগোপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁর 'প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি' নামক গ্রন্থখানিতে তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠার একটি বিধি প্রণয়ন করিয়া এই অভাবটি পূরণ করিয়াছেন। এজন্য তিনি সুধী সমাজে স্মরণীয় হইয়াছেন। তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠার দ্বারা একসঙ্গে দেবতা ও দেবায়তন প্রতিষ্ঠার কাজ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

তুলসীর মাহাত্ম্য যে কতখানি বৃহদ্ধর্ম পুরাণে সে সম্পর্কে স্বয়ং শিব দুর্গাকে বলিয়াছেন। যথা—"স্থিতঃ প্রতিদলেম্বস্যা মন্ত্রো দ্বাদশ বর্ণকঃ। অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্যাসাং দেবী মহেশ্বরী॥ নারায়ণ উপাস্যোঽস্যাঃ প্রিয়েয়ং বৈষ্ণবী মতা॥"

পার্বতীকে মহাদেব বলিলেন—হে দেবি। তুলসীর প্রতি পাতায় দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র অর্থাৎ "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" মন্ত্রটি অবস্থিত। এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা ও শিব। এঁর উপাস্য বিষ্ণুঃ এবং ইনি বৈষ্ণবী প্রিয়া।

আর একটি প্রমান পাদ্মে যোগসারে—"সর্বদেবময়ী দেবী তুলসী বিষ্ণুবল্লভা। যত্র তিষ্ঠতি তত্রৈব তিষ্ঠন্তি সর্বদেবতাঃ॥" তুলসী সর্বদেবময়ী এবং বিষ্ণুবল্লভা। তুলসী যে স্থানে থাকেন, সেইস্থানে সমস্ত দেবতা বিরাজিত থাকেন। আমাদের দেশে তুলসীবৃক্ষের তলটি যে শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিষ্কার বা ধোয়া-মোছা করা হয় এবং সন্ধ্যার সময় সেখানে প্রদীপ দেওয়া হয়, সেটা কিন্তু কুলাচার বংশগত প্রথা বা কুসংস্কার নয়। এ সম্পর্কে শাস্ত্রপুরাণাদিতে বহু প্রমান আছে। পাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে—"গোময়েতুলসী মূলে যঃ কুর্যাদুপলেপনম্। সম্মার্জনঞ্চ বিপ্রর্ষে তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥"

হে বিপ্রর্ষে! তুলসীমূলে যিনি গোময় লেপন করেন, মার্জন অর্থাৎ পরিষ্কার করেন, তাঁর পুণ্যফল যে কতখানি, সেকথা বলছি শ্রবণ কর। পাদ্মে যোগসারে বলিয়াছেন—"রজাংসি তত্র যাবন্তি দূর ভূতানি জৈমিনে। তাবৎ কল্পসহস্রাণি মোদতে বিষ্ণুনা সহ॥ প্রদীপং যস্তু সন্ধ্যায়াং স্থাপয়েৎ তুলসী তলে। স যাতি মন্দিরং বিষ্ণোঃ কুলকোটি সমন্বিতঃ॥"

গোময় দ্বারা যে ব্যক্তি তুলসী মূলে লেপনসম্মার্জন করেন, তিনি যত পরিমাণ ধূলা তুলসীতলা হইতে দূরীভূত করেন বা দূরীভূত হয়, তত কল্প সহস্র বছর বিষ্ণুর সঙ্গে বিহার করেন এবং যিনি সন্ধ্যাকালে তুলসীতলায় প্রদীপ রাখেন, তিনি তাঁর কুলকোটির সঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরে গমন করেন।



আসলে তুলসীমঞ্চ দেবমন্দিরেরই সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে মন্দির-প্রতিষ্ঠার নিয়মেই সব কাজগুলি করাই শাস্ত্রসম্মত। তবে এক্ষেত্রে অনুকল্প স্বীকার্য এবং সেটা অশাস্ত্রীয় নয়।

## তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠার নিয়ম

১। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ না করিয়াও প্রতিষ্ঠাতা ভোজ্যোৎসর্গ করিতে পারেন। অনেকস্থলেই তাই হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রবহির্ভূত নয়।

২। মণ্ডলাদি না করিয়া বাস্তুযাগের প্রথাগুলি ঘট বা নারায়ণ শিলায় করা যায়।

৩। একই স্থণ্ডিলে বাস্তুযাগের হোম এবং মঞ্চপ্রতিষ্ঠার হোম শুধুমাত্র তিল-যব-সমিধ দ্বারাই করা যায়। পৃথক পৃথক সমিধের আবশ্যক নাই।

৪। বাস্তুযাগের চরুহোম এবং পায়সবলি একসঙ্গে পাক করা চরু থেকেই করা যায়।

৫। মঞ্চপ্রতিষ্ঠায় দেবতাকে লইয়া প্রদক্ষিণের সময়, তুলসীবৃক্ষটিকে একটি আধারে লইয়া প্রদক্ষিণ করিবেন।

৬। ধ্বজা রোপণ করিবেন, তবে দ্বারদেশে গরুড়াদি স্থাপন ও পূজাদি করিবার প্রয়োজন নাই।

৭। ভোজ্য সহ দ্বাদশ দান সাধ্য অনুসারে করিবেন—এটিও শাস্ত্রবিধি। তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় উপরোক্ত নিয়ম মানিয়া কার্য করিবেন, এগুলি শাস্ত্র বহির্ভূত নয়।

✪ **প্রয়োগ**—কৃত্যনিত্যক্রিয় যজমান অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং পূজাদি করিতে অসমর্থ হইলে অথবা অনধিকারী হলে, প্রথমেই ব্রাহ্মণাদিকে বরণ করিবেন।

✪ **বরণ**—যজমান পূর্বমুখে এবং ব্রাহ্মণ উত্তরমুখে বসিবেন। যজমান "ওঁ বিষ্ণুঃ" মন্ত্রে তিনবার আচমন (শূদ্র, স্ত্রী বা অনুপনীত ব্রাহ্মণ হইলে নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ মন্ত্রে আচমন) করিয়া ব্রাহ্মণস্থলে করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥" মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

তারপর সকলেই পাঠ করিবেন—"ওঁ (নমো) অপবিত্র পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপিবা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সবাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ॥ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবম্॥ ওঁ (নমো) সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্যং সর্বকর্মাণি কারয়েৎ॥ ওঁ (নমো) বিষ্ণুঃ, ওঁ (নমো) বিষ্ণুঃ, ওঁ (নমো) বিষ্ণুঃ।"

তারপর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীগুরবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ শিবায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে দুর্গায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে সরস্বত্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ইষ্টদেবতাভ্যঃ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে কুলদেবতাভ্যঃ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে স্থানদেবতাভ্যঃ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে তুলসীদেব্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে সর্বেভ্যো দেবদেবীভ্যো নমঃ।"

**এইক্রমে গন্ধপুষ্প দিয়া করযোড়ে বলিবেন—*"সাধুভবানাস্তাম্।"* ব্রাহ্মণ বলিবেন—*"ওঁ সাধ্বহমাসে।"***



যজমান—"অর্চয়িস্যামো ভবন্তম্।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ অর্চয়।" এইবার যজমান গন্ধপুষ্প, বস্ত্র, উত্তরীয়, ফল, তাম্বুল যজ্ঞোপবীতাদি লইয়া—"এতানি গন্ধপুষ্প বস্ত্রউত্তরীয় ফলতাম্বুল যজ্ঞোপবীতানি পূজক (তন্ত্রধারক স্থলে—তন্ত্রধারক, সদস্য হইলে—সদস্য ব্রাহ্মণায় নমঃ) মন্ত্রে ব্রাহ্মণের হাতে দিলে, ব্রাহ্মণ "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। এইবার যজমান দূর্বা আতপচাল লইয়া ব্রাহ্মণের ডান হাঁটু স্পর্শ করিয়া বরণবাক্য পাঠ করিবেন।

✪ **বরণবাক্য**—"বিষ্ণুরোম্ (বিষ্ণুর্নমো বা) তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্মা (যজমান পক্ষে—শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, বা দাসঃ) এতৎ ইষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ পরমাণু সমসংখ্যক বর্ষ সহস্র কালাবচ্ছিন্ন বিষ্ণুলোক মোদমানত্ব কামঃ এতদিষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠাকর্মণঃ হোতৃকর্মকরণায় (তন্ত্রধারক স্থলে—তন্ত্রধারক কর্মকরণায়, সদস্য স্থলে—সদস্য কর্মকরণায়) অমুক গোত্রায় শ্রীঅমুক দেবশর্মণে ভবন্তমহং বৃণে। ব্রাহ্মণ—"ওঁ বৃতোঽস্মি।" এইরূপে বরণ করিয়া যজমান করযোড়ে বলিবেন—"যথাবিহিত হোতৃকর্ম (তন্ত্রধারককর্ম, সদস্যকর্ম বা) কুরু।" ব্রাহ্মণগণ বলিবেন—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।" বরণকার্য সমাপন করিয়া যজমান আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলে পূজক ব্রাহ্মণ আসনে বসিয়া যথাবিধি আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

✪ **স্বস্তিবাচন**—তাম্রপাত্রে পুষ্প ও আতপচাল লইয়া বাঁহাতের তালুতে রাখিয়া, ডানহাত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ ইষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠাকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্॥"

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ ইষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠাকর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

“ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ ইষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠাকর্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥”

এইভাবে স্বস্তিবাচন করিয়া তাম্রপাত্রের (কুশীর) আতপচালগুলি বিকিরণ করিতে করিতে স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজমানের স্ব স্ব বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন।

✪ **স্বস্তিসূক্ত (সাম)**—“ওঁ সোমং রাজানং বরুণ মগ্নিমন্বার ভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥” **(যজুঃ)**—“ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ গণানাস্ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, প্রিয়ানাস্ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, নিধীনাস্ত্বা নিধিপতিগুঁ হবামহে, বসো মম॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥” তারপর করযোড়ে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

✪ **সাক্ষ্যমন্ত্র**—“ওঁ সূর্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরা। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥” তারপর সঙ্কল্প করিবেন।

✪ **সঙ্কল্প**—তাম্রপাত্রে কুশ, তিল, হরীতকী, তুলসী, শ্বেতবর্ণের পুষ্প, জল লইয়া, বামহাতের তালুতে রাখিয়া ডানহাত চাপা দিয়া, ডানহাঁটু মাটিতে পাতিয়া সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (যজমান পক্ষে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ বা দাসঃ) এতৎ ইষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ পরমাণু সমসংখ্যক বর্ষ সহস্র কালাবচ্ছিন্ন বিষ্ণুলোকমোদমানত্ব কামঃ এতদিষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা কর্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে করিষ্যামি)।”



সঙ্কল্প শেষ করিয়া তাম্রপাত্রে কিঞ্চিৎ জল ঈশানকোণে দিয়া, কুশীটি তাম্রপাত্রে উপুড় করিয়া দিয়া, তার উপর পুষ্প-অক্ষতাদি বিকিরণ করিতে করিতে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন।

✪ **সঙ্কল্পসূক্ত (সাম)**—“ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাঃ বিবষ্ট্বাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্ বো দেব ওহতে।” **(যজুঃ)**—“ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি, দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু॥” সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

✪ **সামান্যার্ঘ্য স্থাপন**—কোশার নীচে জলদ্বারা ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া, তাহার উপর পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ॥”

এইভাবে মণ্ডলে পূজা করিয়া “ফট্” মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন করিয়া কোশাটি জলপূর্ণ করিয়া মণ্ডলে স্থাপন করিবেন। “ওঁ” মন্ত্রে তার উপর অর্ঘ্য সাজাইয়া জলে যোনিমুদ্রাদি প্রদর্শন করাইয়া অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা জলে সূর্যমণ্ডল হইতে তীর্থাদির আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥”

তারপর ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ, মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন, কোশার জলে “ওঁ” মন্ত্র দশবার জপ করিয়া, সেই জলদ্বারা নিজেকে ও পূজোপকরণ অভ্যুক্ষণ করিবেন। তারপর দ্বারপূজা করিবেন।

✪ **দ্বারপূজা**—“ফট্” মন্ত্রে দ্বারদেশ কুশবারি দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বারদেবতাগণের আবাহনাদি

পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ দ্বারদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধ্বত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।" এইরূপে আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ শ্রীং লক্ষ্মৈ নমঃ। ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। যাং যমুনায়ৈ নমঃ। ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। ওঁ অস্ত্রায় নমঃ।" অসামর্থ্যপক্ষে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারপালগণেভ্যঃ নমঃ" মন্ত্রে একত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

✪ **বিঘ্নাপসারণ**—"ওঁ" মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন, "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে উর্ধ্বে তালি দিয়া অন্তরীক্ষের বিঘ্ন ও ভূমিতে বাঁপায়ের গোড়ালী দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিঘ্ন অপসারণ ও মাষভক্তবলি দিবেন।

✪ **মাষভক্তবলি**—জলদ্বারা ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া, তার উপর নতুন মাটির পাত্রে, অভাবে কদলীপত্রে মাষকলাই, আতপচাল ও দধি মিশ্রিত করিয়া সাজাইয়া, আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা ভূতগণের আবাহন করিবেন।

যথা—"ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধ্বত্ত, ইহসন্নিরুধ্বধ্যম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।" মন্ত্রে আবাহন করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, মাষভক্তবলি উৎসর্গ করিবেন। যথা—বাঁহাতে মাষভক্তবলির পাত্র স্পর্শ করিয়া—"এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্রটি তিনবার বলিয়া [illegible]







লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্রে একটি গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নারায়ণের উদ্দেশ্যে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে একটি সচন্দন পুষ্প সম্প্রদান করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্তত্র্য ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়াদত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিঃ স্তর্পিতা স্তথা। দেশাদস্মাৎ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥" মন্ত্রটি পাঠ করিয়া "ওঁ ভূতাদয় ক্ষমধ্বম্" মন্ত্রে ভূতগণের উদ্দেশ্যে একগণ্ডুষ জল দিয়া, কিছু লাজ, ভস্ম, দূর্বা, আতপচাল লইয়া, অভাবে শ্বেতসরিষা, তদভাবে শুধু আতপচাল লইয়া—"ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে চারিদিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতা ভূমিপালকাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে শিবাজ্ঞয়া॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তুতে সর্বে নারসিংহেন (চণ্ডিকাস্ত্রেন) তাড়িতাঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিঃ স্তর্পিতা স্তথা। দেশাদস্মাদ্ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥ ওঁ ফট্। ওঁ ফট্। ওঁ ফট্॥" তারপর আসনশুদ্ধি করিবেন।

✪ **আসনশুদ্ধি**—আসনের নীচে জলদ্বারা ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া, তার উপর পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিয়া, আসন স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ অস্য আসনোপবেশন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতাঃ আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বী ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥"

তারপর গুরুপংক্তি প্রণাম করিবেন।

✪ **গুরুপংক্তি প্রণাম**—(বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমেষ্ঠীগুরুভ্যো নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ। (ঊর্দ্ধে) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। (অধঃ) ওঁ অনন্তায় নমঃ। (পশ্চাৎ) ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। (মধ্যে) পূজিত দেবদেবীভ্যো নমঃ। এইবার পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।

✪ **পুষ্পশুদ্ধি**—পুষ্পে পূজনীয় দেবতার আবির্ভাব চিন্তা করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় হুং।" অতঃপর নারাচমুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—"ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা॥" অতঃপর করশুদ্ধি করিবেন। যথা—একটি সচন্দন রক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া দু'হাতে পেষণ করিয়া "ওঁ" মন্ত্রে আঘ্রাণ করিয়া, "ওঁ হৌঁসৌ" মন্ত্রে ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিয়া, হাত ধুইয়া গন্ধাদির অর্চনা করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ গন্ধপুষ্পাভ্যাং নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠ ও পুষ্পপাত্রে তিনবার কুশোদক দিয়া একটি গন্ধপুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতাভ্যঃ গন্ধপুষ্পাভ্যাং নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ পূজনীয় দেবতাভ্যঃ নমঃ।" তারপর সূর্যার্ঘ্য দিবেন।

নারাচ মুদ্রা

✪ **সূর্যার্ঘ্য**—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) রক্তচন্দন রক্তবর্ণ পুষ্প অথবা জবাপুষ্প, দূর্বা, আতপচাল ও কুশাগ্র দুই হাতে ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—**(সাম)** "ওঁ বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে, বিষ্ণু তেজসে জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে। ইদমর্ঘ্যং ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্যায় নমঃ।" মন্ত্র পাঠান্তে কপালে ঠেকাইয়া সূর্যের উদ্দেশ্যে তাম্রটাটে দিয়া প্রণাম করিবেন। **(যজুঃ)**—"ওঁ এহি সূর্যো সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।



কপালে ঠেকাইয়া সূর্যের উদ্দেশ্যে তাম্রটাটে দিয়া প্রণাম করিবেন।

**প্রণাম মন্ত্র**—"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥" প্রণাম মন্ত্রটি সর্ববেদীরই একরূপ। অতঃপর স্ব স্ববেদোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিবেন।

✪ **পঞ্চগব্য শোধন (সাম)**—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—"ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ রিহতে কুকুভো মিথঃ॥" দুগ্ধ—"ওঁ গব্যো ষু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া রবিবস্যা মহোনাম্॥" দধি—"ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ॥" ঘৃত—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিস্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥" কুশোদক—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্ণামি॥" তারপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া সমস্ত একীকরণ করিবেন। **(যজুঃ)**—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—"ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥" দুগ্ধ—"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতুতে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥" দধি—"ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ, প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ॥" ঘৃত—"ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্য মৃতমসি, ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানা মনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥" কুশোদক—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে॥" তারপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক সমস্ত একীকরণ করিবেন। অতঃপর বেদীশোধন করিবেন।

✪ **বেদীশোধন**—"ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে, প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা॥"

✪ **চন্দ্রাতপ শোধন**—"ওঁ উর্দ্ধ উ ষুণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। উর্দ্ধো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে॥" তারপর হৈমন্ত ধান, মুগ, শ্বেতসরিষা, তিল যবযুক্ত জলদ্বারা বেদীটিকে অভিষিক্ত করিয়া, বাস্তুর চারিদিকে অথবা পূজাস্থানের চারিদিকে ঈশানাদিক্রমে চারিকোণে খদির কাষ্ঠ নির্মিত চারটি শঙ্কু অর্থাৎ খোঁটা প্রতিবার নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠান্তে প্রোথিত করিবেন।

✪ **শঙ্কুরোপণ**—"ওঁ বিশন্তু তে তলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ। অস্মিন্ প্রাসাদে তিষ্ঠন্তু আয়ুর্বলকরঃ সদা॥"

✪ **শঙ্কুবলি**—শঙ্কু অর্থাৎ খোঁটাগুলির পাশে পাশে মাটির পাত্রে মাষভক্তবলি সাজাইয়া—"এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া সম্প্রদান করিবেন। সম্প্রদান মন্ত্র—"এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ অগ্নিভ্যঃ সর্পেভ্যশ্চ নমঃ।" (প্রতিবার এইভাবে নিবেদন করিবেন) নিবেদন মন্ত্র—"ওঁ অগ্নিভ্যোঽপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতাঃ। তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদন মুত্তমম্॥" চারবারই মন্ত্রপাঠপূর্বক অর্চনাদি করিবেন এবং সম্প্রদান করিবেন। তারপর দিগ্‌বলি দিবেন।

**জ্ঞাতব্য**—তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠাস্থলে দেববাস্তু প্রতিষ্ঠা নিয়মে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগ রীতিতে কার্য করিবেন। তবে এতে মণ্ডল প্রস্তুত করা হইবে না, ঘটেই মণ্ডলস্থ দেবতাদের পূজা করা হইবে। তবে দিগ্‌বলি প্রদান করিতে হইবে।



✪ **দিগ্‌বলি**—দশটি পাত্রে দশটি মাষভক্তবলি সাজাইয়া দশদিকক্রমে মাষভক্তবলি নিবেদন করিবেন। দশটি মাষভক্তবলি পৃথক পৃথকভাবে অর্চনা করিবেন এবং পৃথক পৃথকভাবে উৎসর্গ করিবেন। (পূর্বদিকে)—ওঁ এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ পূর্বাশাস্থিতেভ্যো নমঃ। (দক্ষিণে)—ওঁ এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ দক্ষিণাশাস্থিতেভ্যো নমঃ। (পশ্চিমে)—ওঁ এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ পশ্চিমাশাস্থিতেভ্যো নমঃ। (উত্তরে)—ওঁ এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ উত্তরাশাস্থিতেভ্যো নমঃ। (ঈশানে)—ওঁ এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ঐশান্যাংস্থিতেভ্যো নমঃ। (অগ্নিকোণে)—ওঁ এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ অগ্নোয়াংস্থিতেভ্যো নমঃ। (নৈর্ঋতে)—ওঁ এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ নৈর্ঋত্যাংস্থিতেভ্যো নমঃ। (বায়ুকোণে)—ওঁ এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ বায়ব্যাংস্থিতেভ্যো নমঃ। (ঊর্ধ্বে)—ওঁ এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ঊর্ধ্বস্থিতেভ্যো নমঃ। (অধঃ)—ওঁ এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ অধঃস্থিতেভ্যো ভূতরক্ষোভ্যো নমঃ। তারপর নিবেদন মন্ত্রটি দশবারই পাঠ করিবেন। অর্থাৎ এক একবার উৎসর্গপূর্বক, এক একবার নিবেদন মন্ত্র পাঠ করিবেন।

✪ **নিবেদন মন্ত্র**—"ওঁ ভূতানি যানীহ বসন্তু তানি বলিং গৃহীত্বা বিধিনোপপাদিতম্। অন্যত্র বাসং পরিকল্পয়ন্তু ক্ষমন্তু তানীহ নমোঽস্তুতে তে॥" এবার মঞ্চ প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত দ্বারপূজা করিবেন।

✪ **দ্বারপূজা**—"ওঁ দ্বারদেবতা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।" মন্ত্রে আবাহনপূর্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—(দক্ষিণ দ্বারে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধাত্রে নমঃ।" (বামদ্বারে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিধাত্রে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পট্টশালায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণ্ডলদেবতাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুনীভ্যঃ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পেষণ্যৈ নমঃ॥" এবার পুনরায় প্রতিষ্ঠাঙ্গীভূত বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

✪ **বিঘ্নাপসারণ**—"ওঁ ঐঁ হ্রীং শ্রীং" মন্ত্রটি পাঠ করিয়া দিব্যবিঘ্ন, "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে জল ছিটাইয়া অন্তরীক্ষের বিঘ্ন ও বাঁপায়ের গোড়ালী দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করিবেন। তারপর পুনরায় মাষভক্তবলি প্রদান করিবেন।

✪ **মাষভক্তবলি**—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তার উপর ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্বধ্যম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।" মন্ত্রে আবাহন করিয়া—"এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্রটি তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নারায়ণের উদ্দেশ্যে সচন্দন পুষ্প দিয়া—"এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্মাণঃ রৌদ্রস্থান নিবাসিনঃ। মাতরোঽপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে॥ বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্‌বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ। সর্বে তে প্রীতিমনসং প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্তত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়াদত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভি স্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাৎ বিনিসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥" এরপর—"ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্।" মন্ত্রে বিসর্জন দিয়া অর্থাৎ একগণ্ডুষ জল দিয়া ভূতাপসারণ করিবেন।

✪ **ভূতাপসারণ**—লাজ (খৈ), চন্দন, সিদ্ধার্থ (শ্বেতসরিষা), ভস্ম, দূর্বা-কুশ-অক্ষত (অভাবে শুধু যব, তদভাবে শুধুমাত্র শ্বেতসরিষা) লইয়া "ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, মন্ত্রপাঠপূর্বক চারদিকে বিকিরণ



করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া। ভূতানাম বিরোধেন দেবপূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥" তারপর ভূতশুদ্ধি করিবেন।

✪ **ভূতশুদ্ধি**—"রং" ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা, সোঽহম্ ইতি মন্ত্রেণ হৃদয়স্থং জীবাত্মানং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্নাবর্ত্মনা মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরকানাহত বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য ষট্‌চক্রানি ভিত্বা, শিরোঽবস্থিতাধোমুখ সহস্রদল কমল-কর্ণিকান্তর্গত-পরমাত্মনি সংযোজ্য, তত্রৈব পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশ গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষু-ত্বক্-শোত্র-বাক্-পাণি-পাদ-পায়ুস্থ-প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপ চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি লীনানি বিভাব্য, দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা, "যং" ইতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে ধৃত্বা, তস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন কুম্ভকং কৃত্বা বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য, তস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততো দক্ষিণ নাসাপুটে "রং" ইতি বহ্নিবীর্জং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা, তস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন কুম্ভকং কৃত্বা, পাপপুরুষেণ সহ দেহং দগ্ধা, তস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ "ঠং" ইতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসাপুটে ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবার জপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বাং, নাসাপুটৌ ধৃত্বা "বং" ইতি বরুণ বীজস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন কুম্ভকং কৃত্বা, তস্মাল্ললাটস্থ চন্দ্রাদ্‌গলিত সুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচর্য, "লং" ইতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ "হংসঃ" (শক্তিবিষয়ে সোঽহং) ইতি মন্ত্রেণ

জীবাত্মানং স্বহৃদয়মানীয় কুলকুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদীনি চ যথাস্থানে স্থাপয়েৎ। ততঃ স্বহৃদয়ে হস্তং দত্বা "আং সোঽহম্" ইতি পঠেৎ॥ বৃহৎ ভূতশুদ্ধিতে অসমর্থ হইলে সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি করিবেন।

✪ **সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি**—"ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছির সুষুম্না পথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা॥১॥ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা॥২॥ রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা॥৩॥ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংস সোঽহং স্বাহা॥৪॥" অতঃপর ন্যাসাদি করিবেন।

✪ **মাতৃকান্যাস**—"অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে (লিপিন্যাসে বা) বিনিয়োগঃ। (শিরসি)—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—ওঁ গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ। (হৃদি)—ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে)—ওঁ হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। (পাদয়োঃ)—ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। (সর্বাঙ্গে)—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।"

✪ **করন্যাস**—"অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্॥"

✪ **অঙ্গন্যাস**—"অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্॥"

✪ **অন্তর্মাতৃকান্যাস**—"ওঁ আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয় সরসিজে তালুমূলে ললাটে। দ্বৈপত্রে ষোড়শারে দ্বিদশ দশদলে দ্বাদশার্ধে চতুষ্কে। বাসান্তে বালমধ্যে ড-ফ-ক-ঠ সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং, হং ক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপং নমামি। অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ (ইতি ষোড়শদলে কণ্ঠমূলে)। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং (ইতি দ্বাদশদলে হৃদয়ে)। ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং (ইতি দশদলে নাভৌ)। বং ভং মং যং রং লং (ইতি ষড়দলে লিঙ্গমূলে)। বং শং ষং সং (ইতি চতুর্দলে মূলাধারে)। হং ক্ষং (ইতি দ্বিদলে ভ্রূমধ্যে)।"



✪ **বাহ্যমাতৃকান্যাস**—"ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং, ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ-চন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলশং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥ অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং নমঃ (দক্ষিণ নেত্রে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), ঋং নমঃ (দক্ষিণ নাসাপুটে), ৠং নমঃ (বামনাসাপুটে), ৯ং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ৡং নমঃ (বামগণ্ডে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (ঊর্ধ্বদন্তপংক্তৌ), ঔং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), অং নমঃ (মস্তকে) অঃ নমঃ (মুখে)। কং নমঃ (দক্ষিণ বাহুমূলে), খং নমঃ (কূর্পরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), চং নমঃ (বাম বাহুমূলে), ছং নমঃ (কূর্পরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণোরুমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুল্‌ফে), ঢং নমঃ (পাদাঙ্গুলিমূলে), ণং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), তং নমঃ (বামোরুমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুল্‌ফে), ধং নমঃ (পাদাঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), শং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদয়াদি

বামকরাগ্রে), সং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে), হং নমঃ (হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে), লং নমঃ (হৃদয়াদি উদরে), ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদি মুখে)॥

✪ **সংহারমাতৃকান্যাস**—"ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরীং প্রণমতঃ স্তনভারনম্রাম্॥ ক্ষং নমঃ (হৃদয়াদি মুখে), লং নমঃ (হৃদয়াদি উদরে), হং নমঃ (হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে), সং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণ পাদাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদয়াদি বামকরাগ্রে), শং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), যং নমঃ (হৃদি), মং নমঃ (উদরে), ভং নমঃ (নাভৌ), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), নং নমঃ (বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), দং নমঃ (গুল্‌ফে), থং নমঃ (জানুনি), তং নমঃ (বামোরুমূলে), ণং নমঃ (দক্ষিণ পাদাঙ্গুল্যগ্রে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ডং নমঃ (গুল্‌ফে), ঠং নমঃ (জানুনি), টং নমঃ (দক্ষিণোরুমূলে), ঞং নমঃ (বামবাহু অঙ্গুল্যগ্রে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ছং নমঃ (কূর্পরে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ঙং নমঃ (দক্ষিণবাহু করাঙ্গুল্যগ্রে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), খং নমঃ (কূর্পরে), কং নমঃ (দক্ষিণবাহুমূলে), অঃ নমঃ (মুখে), অং নমঃ (মস্তকে), ঔং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), ওং নমঃ (উর্ধ্বদন্তপংক্তৌ), ঐং নমঃ (অধরে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ৯ং নমঃ (বামগণ্ডে), ৯ং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ঋৃং নমঃ (বাম নাসাপুটে), ঋং নমঃ (দক্ষিণ নাসাপুটে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), আং নমঃ (মুখে), অং নমঃ (ললাটে)॥"



✪ **প্রাণায়াম**—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধরিয়া "ওঁ" মন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বামনাসায় বায়ুপূরণ অর্থাৎ পূরক করিবেন। এইবার দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বাম নাসাপুট ধরিয়া "ওঁ" বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে শ্বাসরুদ্ধ অর্থাৎ কুম্ভক করিবেন। তারপর ডান নাসাপুট ছাড়িয়া "ওঁ" বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে ডান নাসাপুটে বায়ুত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। তারপর ডান নাসাপুটে ষোড়শবার "ওঁ" জপ করিতে করিতে শ্বাস গ্রহণ অর্থাৎ পূরক, উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া চতুঃষষ্টিবার "ওঁ" জপ করিতে করিতে শ্বাসরুদ্ধ অর্থাৎ কুম্ভক করিবেন। তারপর বাম নাসাপুট ত্যাগ করিয়া "ওঁ" মন্ত্র দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে বায়ুত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। তারপর বাম নাসাপুটে "ওঁ" মন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে শ্বাস গ্রহণ, উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া চতুঃষষ্টিবার "ওঁ" জপ করিতে করিতে কুম্ভক এবং "ওঁ" বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে ডান নাসাপুটে শ্বাস ত্যাগ করিবেন। এইরূপ তিনবার করিলে একবার প্রাণায়াম হয়। অসমর্থে একবার করিলেও সিদ্ধ হয়। প্রাণায়াম পূরকে ১৬ বার, কুম্ভকে ৬৪ বার এবং রেচকে ৩২ বার জপ করিতে হয়। অসমর্থে পূরকে ৪ বার, কুম্ভকে ১৬ বার এবং রেচকে ৮ বার জপ করিলেও সিদ্ধ হয়। এইবার পীঠন্যাস করিবেন।

✪ **পীঠন্যাস**—(হৃদয়ে) ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। (দক্ষিণাংশে) ওঁ ধর্মায় নমঃ। (বামাংশে) ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। (বামোরুমূলে) ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। (দক্ষিণোরুমূলে) ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ। (মুখে) ওঁ অধর্মায় নমঃ। (বামপার্শ্বে) ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। (নাভৌ) ওঁ

অবৈরাগ্যায় নমঃ। (দক্ষিণ পার্শ্বে) ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ। (পুনর্হৃদয়ে) ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ॥ তারপর ঘটস্থাপন করিবেন।

✪ **ঘটস্থাপন**—পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া, তার উপর বিশুদ্ধ মাটি, পঞ্চশস্য বা ধান দিয়া ঘট বসাইবেন। ঘটে সিঁদুর দিয়া স্বস্তিক বা পুত্তলী আঁকিয়া দিবেন, ঘটের মধ্যে পঞ্চরত্ন দিবেন, ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব দিবেন, তার উপর একসরা আতপ চাল এবং তার উপর সশীষ ডাব দিয়া বস্ত্র দ্বারা বা গামছা দ্বারা আচ্ছাদন করিবেন। প্রথমে "ফট্" মন্ত্রে ঘটটি প্রোক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুম্ভায় নমঃ।" মন্ত্রে ঘটে গন্ধপুষ্প দিয়া, আলতা ও দূর্বাসহ ঘটে লাল সূতা বাঁধিয়া দিবেন। তারপর "ওঁ" মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন।

**(সামবেদী)**—ভূমি—"ওঁ মহীত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্যমণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য॥" ধান্য—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিনমপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ॥" ঘট—"ওঁ আবিশন্ কলশং সুতোবিশ্বা অর্ষন্নভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে॥" জল—"ওঁ আপোমিত্রাবরুণা, ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু॥" পল্লব—"ওঁ অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ, উর্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়ি॥" ফল—"ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎপার্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চ কামঃ, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ॥" বস্ত্র—"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আ গাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্ত॥" সিন্দুর—"ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে, ক্রতুরিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে।







সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্ত মুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ গৃভণতে॥" পুষ্প—"ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব॥" স্থিরীকরণ—"ওঁ ত্বাবতঃ পুরুবসো, বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্॥" করযোড়ে—"ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥"

**(যজুর্বেদী)**—ভূমি—"ওঁ ভূরসি ভূমিরস্য দিতিরসি বিশ্বধায়া, বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসী॥" ধান্য—"ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥" ঘট—"ওঁ আজিঘ্র কলশং, মহ্যা ত্বা বিশ্বন্তিন্দবঃ। পুনরূর্জা নিবর্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ॥" জল—"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জনীস্থো বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ॥" পল্লব—"ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥" ফল—"ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতাস্তানো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ॥" বস্ত্র—"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আ গাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥" সিন্দুর—"ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমীয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠাভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥" পুষ্প—"ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা, বহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ, সর্বলোকম্ম ইষাণ॥" স্থিরীকরণ—"ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্তমগ্নে পুরীষবাহনঃ॥" করযোড়ে পাঠ্য—"ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য, তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥"

এইরূপে স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে অথবা যজমানের বেদোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিয়া, গন্ধপুষ্প দ্বারা গণেশের

পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এইক্রমে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ। ওঁ সর্বেভ্যো দেবদেবীভ্যো নমঃ॥" এরপর ঘটে ঈশাদি ৫৩ জন দেবতার পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশায় নমঃ।" এইক্রমে পিলিপিঞ্জ পর্যন্ত ৫৩ জন দেবতার পূজা করিবেন।

✪ **বাসুদেবের পূজা**—তারপর বাসুদেবের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ বাসুদেবায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

**প্রণাম**—"ওঁ নমস্তে বাসুদেবায় সর্বভূত ক্ষয়ায় চ। হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো॥ পূজা হইলে লক্ষ্মীর পূজা করিবেন।

✪ **বাসুদেবগণের পূজা**—তারপর বাসুদেবগণের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ বাসুদেবগণায় নমঃ।"

✪ **পৃথিবীর পূজা**—তারপর পৃথিবীর ধ্যান করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। **ধ্যান**—"ওঁ সুরূপাং প্রমদারূপাং বিদ্যাভরণ ভূষিতাম্। ধ্যাত্বা ত্বামর্চয়েদ্ দেবীং পরিতুষ্টাং স্মিতাননাম্॥" **পূজা**—"এষ গন্ধঃ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।





এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—"ওঁ সর্বাধারে সর্ববীজে সর্বশক্তি সমন্বিতে। সর্বকাম প্রদে দেবি বসুধায়ৈ নমোঽস্তুতে॥"

✪ **সর্বদেবময় হরির পূজা**—তারপর সর্বদেবময় হরির ধ্যান করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। **ধ্যান**—"ওঁ উদ্যৎকোটি দিবাকরাভমণিশং শঙ্খং চক্রং গদা পঙ্কজং, চক্রং বিভ্রতীমিন্দিরা বসুমতী সংশোভিত পার্শ্বদ্বয়ম্। কোটিরাঙ্গদহার কুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভোদীপ্তং, বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎ শ্রীবৎসচিহ্নং ভজে॥" ধ্যানান্তে—"এষ গন্ধঃ ওঁ সর্বদেবময় হরয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ সর্বদেবময় হরয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ সর্বদেবময় হরয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ সর্বদেবময় হরয়ে নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ সর্বদেবময় হরয়ে নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

✪ **বাস্তোষ্পতির পূজা**—তারপর বাস্তোষ্পতির ধ্যান করিয়া দশোপচারে পূজা করিবেন। **ধ্যান**—"অরুণিত মণিবর্ণং কুণ্ডলং শ্রেষ্ঠকর্ণং, সুস্মিত সুভগসৌম্যং দণ্ডপাণিং সুবেশম্। নিখিলজন নিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং, নতজন ভয় নাশং বাস্তুদেবং ভজামি॥" ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যানপূর্বক আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ বাস্তোষ্পতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহন করিয়া দশোপচারে পূজা করিবেন।

**পাদ্য**—"বং এতস্মৈ পাদ্যোদকায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—

"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ পাদ্যোদকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে সচন্দন পুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন।

**অর্ঘ্য**—যথারীতি "এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া, অর্ঘ্যমন্ত্র পাঠপূর্বক অর্ঘ্যদান করিবেন। যথা—"ওঁ বাস্তোষ্পতে ত্বমুত্তিষ্ঠ সংসার স্থিতিকারকঃ। গৃহাণার্ঘ্যং ময়াদত্তং সর্বহিতার্থায় নমঃ॥" মন্ত্রটি পাঠপূর্বক কপালে স্পর্শ করাইয়া—"ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষোঽর্ঘ্যং) ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।" মন্ত্রে বাস্তোষ্পতির উদ্দেশ্যে তাম্রটাটে দিবেন।

**আচমনীয়**—"এতস্মৈ আচমনীয়োদকায় নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনাদিপূর্বক—"এতৎ অচমনীয়ম্ ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ" মন্ত্রে দিবেন।

**পুনরাচমনীয়**—"এতস্মৈ পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনাদিপূর্বক—"এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন।

**স্নানীয়**—"এতস্মৈ স্নানীয়োদকায় নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনাদিপূর্বক—"এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ" মন্ত্রে সম্প্রদান করিবেন।

**গন্ধ**—গন্ধের অর্চনা করিয়া—"এষ গন্ধঃ ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।"

**পুষ্প**—পুষ্পের অর্চনাপূর্বক—"এষ পুষ্পম্ ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।"

**ধূপ**—ধূপের অর্চনাপূর্বক—"এষ ধূপঃ ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।"

**দীপ**—দীপের অর্চনাপূর্বক—"এষ দীপঃ ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।"



**নৈবেদ্য**—অর্চনান্তে—"এতৎ সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্য ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।" মন্ত্রে দশোপচারে পূজাপূর্বক—"এতৎ আচমনীয়ম্ ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।" মন্ত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া প্রণাম করিবেন।

**প্রণাম**—"ওঁ সর্বে বাস্তময়া দেবাঃ সর্বং বাস্তময়ং জগৎ। পৃথ্বীধরস্ত বিজ্ঞেয়ো বাস্তদেব নমোঽস্ততে॥"

তারপর ব্রহ্মার ধ্যান ও আবাহনপূর্বক দশোপচারে পূজা করিবেন। একই ঘটেই পূজা হইবে।

✪ **ব্রহ্মার পূজা॥ ধ্যান**—"ওঁ ব্রহ্মাণমমরশ্রেষ্ঠং নানালঙ্কার ভূষিতম্। অক্ষকমণ্ডলুধরং কীর্তিদং সৃষ্টি কারকম্॥ পদ্মযোনিং সুরশ্রেষ্ঠং ব্রহ্মাণঞ্চ ভজাম্যহম্॥" ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা করিয়া, পুনরায় ধ্যানপূর্বক আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ব্রহ্মাণ্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন।

**পাদ্য**—"এতস্মৈ পাদ্যায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া, তিনবার কুশবারি দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ পাদ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এতৎ পাদ্যং ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন।

**অর্ঘ্য**—অর্ঘ্যের অর্চনাপূর্বক—ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষোঽর্ঘ্যং) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।

**আচমনীয়**—পূর্ববৎ অর্চনাপূর্বক—"ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।"

**পুনরাচমনীয়**—পূর্ববৎ অর্চনাদিপূর্বক—"ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।"

**স্নানীয়**—পূর্ববৎ অর্চনাদিপূর্বক—"ইদম্ স্নানীয়ম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।"

**গন্ধ**—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"এষ গন্ধঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।"

পুষ্প—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।"

ধূপ—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"এষ ধূপম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।"

দীপ—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"এষ দীপঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।"

নৈবেদ্য—পূর্ববৎ অর্চনান্তে—"এতৎ আমান্নৈবেদ্যম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে সম্প্রদান করিয়া, কিঞ্চিৎ জল লইয়া—"ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" মন্ত্রে দিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ বেদাধারায় বেদায় জ্ঞানগম্যায় সুরয়ে। কমণ্ডল্বক্ষমালা স্রুক্ স্রুবহস্তায় তে নমঃ॥"

✪ বিষ্ণুর পূজা—ব্রহ্মার পূজা সমাপন করিয়া, বিষ্ণুর পূজা ষোড়শোপচারে করিবেন। শালগ্রাম শিলায় পূজা হইলে, আবাহন করিবেন না।

ধ্যান—"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী, হিরণ্ময় বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥"

ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা করিয়া, পুনর্ধ্যানপূর্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন।

আসন—"বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে প্রোক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদ্রজতাসনায় নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নারায়ণের উদ্দেশ্যে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতদ্রজতাসনং শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন।

স্বাগতম—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবান্ বিষ্ণো স্বাগতম্, সুস্বাগতম্, কুশলং তে।"



পাদ্য—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনা করিয়া—"এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন।

অর্ঘ্য—পূর্ববৎ কুশোদকে শোধন ও অর্চনা করিয়া—ইদমর্ঘ্যম্ (যজুঃ—এষোঽর্ঘ্যং) ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

আচমনীয়—পূর্ববৎ কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া ও অর্চনান্তে—"ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।"

মধুপর্ক—কাংস্য বা রৌপ্যপাত্রে দধি ও মধু সমপরিমাণে লইয়া—"বং এতস্মৈ মধুপর্কায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"এষ মধুপর্কঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন।

পুনরাচমনীয়—"বং এতস্মৈ পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"এতৎ পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন।

স্নানীয়—"বং এতস্মৈ স্নানীয়োদকায় নমঃ" (গঙ্গাজল হইলে—স্নানীয় গঙ্গোদকায় নমঃ) মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ ও অর্চনা করিয়া—"ইদং স্নানীয়ম্ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন।

বস্ত্র—"বং এতস্মৈ বস্ত্রায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"ইদং বস্ত্রম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন।

যজ্ঞোপবীত—"বং এতস্মৈ যজ্ঞোপবীতায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"এতৎ যজ্ঞোপবীতম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন।

গন্ধ—একটি সচন্দনপুষ্প লইয়া—"বং এতস্মৈ গন্ধায় নমঃ।" মন্ত্রে কুশোদকে তিনবার অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন।

পুষ্প—একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া—"বং এতস্মৈ সচন্দন পুষ্পায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন।

**তুলসীপত্র**—একটি সচন্দন তুলসীপত্র লইয়া—"বং এতস্মৈ সচন্দনপত্রায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥" এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" মন্ত্রে শালগ্রাম শিলায় দিয়া প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ ত্রৈলোক্য পূজিত শ্রীমন্ সদা বিজয় বর্ধনঃ। শান্তিং কুরু গদাপানে নারায়ণ নমোঽস্তুতে॥"

**ধূপ**—প্রজ্বলিত ধূপ লইয়া—"এতস্মৈ ধূপায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নিবেদন করিয়া—"জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" মন্ত্রে ঘণ্টায় গন্ধপুষ্প দিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে আরতির ন্যায় তিনবার ঘোরাইবেন।

**দীপ**—"বং এতস্মৈ দীপায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"এষ দীপঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নিবেদন করে ঘণ্টাবাদ্য সহ তিনবার ঘোরাইবেন।

**নৈবেদ্য**—"বং এতস্মৈ সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"এষ সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নিবেদয়ামি স্বাহা।" মন্ত্রে নিবেদন করিয়া তাহার উপর "ওঁ" মন্ত্র দশবার জপ ও ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া পঞ্চগ্রাস মুদ্রা দেখাইবেন। যথা—"ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা।" তারপর মিষ্টান্ন, লড্ডুক, মোদক (মুড়কী) প্রভৃতি থাকিলে উক্তরূপে নিবেদন করিয়া পানীয় জল দিবেন।

**পানীয় জল**—"এতস্মৈ পানার্থোদকায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে পানার্থ জল দিবেন। তারপর "এতৎ পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে একটু পুনরাচমনীয় দিবেন।



**তাম্বুল**—"বং এতস্মৈ ফলতাম্বুলায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশবারি দ্বারা অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"এতৎ ফলতাম্বুলং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে তাম্বুল নিবেদন করিবেন।

**পুষ্পমাল্য**—"বং এতস্মৈ পুষ্পমাল্যায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"এতৎ পুষ্পমাল্যং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন।

**ভোজ্য**—"বং এতস্মৈ সবস্ত্রাধার ভোজ্যায় নমঃ" (বস্ত্র না থাকিলে "এতস্মৈ ভোজ্যায় নমঃ" বলিবেন)। মন্ত্রে কুশবারি দ্বারা অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া—"এতৎ সবস্ত্রাধারভোজ্যং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নিবেদন করিবেন। এইভাবে বিষ্ণুর ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

✪ **প্রণাম মন্ত্র**—"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে। প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

✪ **প্রার্থনা**—"ওঁ পাপোঽহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপ হরো হরিঃ॥" এইভাবে পূজা সমাপন করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত হোম করিবেন।

## সামবেদীয় হোম

বাস্তুযাগের হোম এবং মঞ্চ প্রতিষ্ঠার হোম একই স্থণ্ডিলে হইবে, শুধুমাত্র তিল যব সমিধ দ্বারাই করা যায়। বাস্তুযাগের চরুহোম ও পায়সবলি একসঙ্গে পাক করা চরু দ্বারাই করা যায়।

হোতা পূর্বমুখে বসিয়া, বিধিমত বালুকাদ্বারা স্থণ্ডিল নির্মাণ করিয়া যথানিয়মে কুশপাতন, রেখাকরণ, অগ্নিসংস্কার, অগ্নিস্থাপন, ব্রহ্মস্থাপন, চরুপাক, ভূমিজপ, স্থণ্ডিল মার্জন, কুশাচ্ছাদন, পবিত্রচ্ছেদন, উদকাঞ্জলিসেক,

বিরূপাক্ষজপ, প্রকৃতকর্ম ও চরুহোম, নবগ্রহ ও দিকপাল হোম প্রভৃতি বাস্তুযাগের মতই করিবেন। সমিধ হোম হইবে না।

## যজুর্বেদীয় হোম

যথারীতি গোময়লিপ্ত স্থান বালুকার দ্বারা স্থণ্ডিল নির্মাণ করিয়া, অগ্নিস্থাপন, ব্রহ্মস্থাপন, চরুপাক, ইত্যাদি করিয়া, প্রকৃত কর্মাদি, নবগ্রহ প্রভৃতির হোম ও দিকপালবলি দিয়া উদীচ্য কর্ম প্রভৃতি সমাপন করিয়া পূর্ণহোমাদি কর্ম সমাপন করিবেন।

এইভাবে হোমাদি কর্ম সমাপন হইলেই দেববাস্তু অর্থাৎ চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগের কার্য শেষ হইবে। তারপর মঞ্চ প্রতিষ্ঠার কাজটি করিবেন।

হোমাদি কর্ম উভয় বেদীয়রই একবার হইবে। শুধুমাত্র সমিধ হোমের পরিবর্তে তিল ও আজ্যদ্বারা হোম করিবেন। পায়সবলির পরিবর্তে চরুদ্বারাই সব কাজ করিবেন। এই কাজগুলি সমাপন করিয়া, তারপর মঞ্চ প্রতিষ্ঠার কাজ করিবেন।

## মঞ্চ-প্রতিষ্ঠা

যথারীতি আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া, গন্ধপুষ্প দ্বারা গুরু, গণেশের পূজা করিয়া, কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া তুলসীর ধ্যান করিবেন।




✪ **তুলসীর ধ্যান—"ও ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশীমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং। বিদ্যোতন্তীং কুচযুগভরানম্র**




কল্পাঙ্গষষ্টিম্॥ ঈষদ্ধাস্যাং ললিতবদনাং চন্দ্র-সূর্যাগ্নি নেত্রাম্। শ্বেতাঙ্গীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাম্॥" মন্ত্রে ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা ও পুনর্ধ্যান করিয়া আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তুলসীদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।"

এইরূপে আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে তুলসীদেবীর পূজা করিবেন। প্রত্যেকটি দ্রব্য অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাপূর্বক সম্প্রদান করিবেন।

**পূজামন্ত্র**—"ওঁ তুলসীদেব্যৈ নমঃ।" এইরূপে পূজা করিয়া, তারপর প্রণাম করিবেন।

**প্রণাম**—"ওঁ জগদ্ধাত্রি নমস্তভ্যং বিষ্ণোশ্চ প্রিয়বল্লভে। মাতা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ॥ ওঁ নমস্তুলসী কল্যাণি নমো বিষ্ণুপ্রিয়ে শুভে। নমো মোক্ষপ্রদে দেবি নমঃ সম্পৎ প্রদায়িকে॥ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ। বিষ্ণুভক্তি প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥"

তারপর তুলসীবৃক্ষকে একটি আধারে লইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চারবার প্রদক্ষিণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ ইন্দ্রাদ্যৈ সকলৈর্দেবৈ রচিতাং ভবসুন্দরীম্। ভক্তানাং বরদাং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিনীম্॥ ১॥ ওঁ সুরাসুর সর্বদেবময়ী দেবীং বেদগর্ভাং মনোরমাম্। যোগগম্যামহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিনীম্॥ ২॥ ওঁ সুরাসুর বিশেষজ্ঞাং সর্বালঙ্কার ভূষিতাম্। ত্রিজগজ্জননীং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্॥ ৩॥ ওঁ পদ্মহস্তাং পদ্মমুখীং পদ্মস্থাং পদ্মলোচনাম্। লক্ষ্মীরূপামহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিনীম্॥ ৪॥" প্রদক্ষিণ শেষে তুলসীদেবীকে মঞ্চে রাখিয়া ধ্বজা উৎসর্গ করিবেন।

ধ্বজাযুক্ত স্তম্ভটিকে "ওঁ স্তম্ভায় নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এষ গন্ধঃ ওঁ স্তম্ভায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ

স্তম্ভায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ স্তম্ভায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ স্তম্ভায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যং ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, স্তম্ভটি দু'হাতে ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ। তথা ত্বমচলোভূত্বা তিষ্ঠচাত্র শুভালয়ে॥"

উপরোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক ধ্বজা উৎসর্গ করিয়া, তুলসীমঞ্চটিকে বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া উৎসর্গ করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বস্ত্রাচ্ছাদিত ইষ্টকাদিময় মঞ্চায় নমঃ।" মন্ত্রে সচন্দন পুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে শালগ্রামে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ তুলসীদেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠপূর্বক উৎসর্গ করিবেন।

✪ **উৎসর্গ বাক্য**—কোশাতে কুশ, তিল, হরীতকী দিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ (বিষ্ণুর্নমঃ) অদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রঃ) শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ (দাসঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ) এতদিষ্টকাদিময় মঞ্চ পরমাণু সমসংখ্যক বর্ষ সহস্র কালাবচ্ছিন্ন বিষ্ণুলোক মোদমানত্বকামঃ (স্ত্রীলোকপক্ষে—কামাঃ) ইদমিষ্টকাদিময় মঞ্চং বস্ত্রাচ্ছাদিতমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং ভগবত্যৈ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে॥" এইভাবে মঞ্চ উৎসর্গ করিয়া যজমান দ্বাদশ দান উৎসর্গ করিবেন।

✪ **দ্বাদশ দানদ্রব্য**—১। পুষ্পসহ পুষ্পপাত্র। ২। আসন। ৩। জল (কলসী)। ৬। রেকাব সহ ফল। ৭। গন্ধ (চন্দন কাষ্ঠ)। ৮। ছত্র (ছাতা)। ৯। পাদুকা (চর্ম পাদুকা অভাবে খড়ম)। ১০। অন্ন। ১১। শয্যা এবং ১২। গো (অভাবে মূল্য)।





১। **পুষ্পসহ পুষ্পপাত্র**—"এতস্মৈ সাধারপুষ্পায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সাধারপুষ্পায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।" মন্ত্রে শোধন অর্চনাদিপূর্বক উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্....ইত্যাদি এতদিষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠাসিদ্ধি-পূর্বকং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ সাধারপুষ্পং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে।"

২। **আসন**—"এতস্মৈ সাধার আসনায় নমঃ।" মন্ত্রে পূর্ববৎ শোধন ও অর্চনা করিয়া উৎসর্গ করিবেন।

৩। **জল (কলসী সহ)**—"এতস্মৈ সাধার জলায় নমঃ।" মন্ত্রে শোধন ও অর্চনা করিয়া উৎসর্গ করিবেন।

৪। **অন্ন**—থালা, গেলাস, বাটি সহ আতপচাল ও মিষ্ট—"এতস্মৈ সাধার অন্নায় নমঃ।" মন্ত্রে শোধন ও অর্চনা করিয়া উৎসর্গ করিবেন।

৫। **বস্ত্র**—"এতস্মৈ বস্ত্রায় নমঃ" মন্ত্রে শোধন ও অর্চনাপূর্বক উৎসর্গ করিবেন।

৬। **তাম্বুল** (সসাজ পানের ডাবর অভাবে রেকাব)—"এতস্মৈ সাধার তাম্বুলায় নমঃ।" মন্ত্রে শোধন ও অর্চনাপূর্বক উৎসর্গ করিবেন।

৭। **ফল** (রেকাব সহ)—"এতস্মৈ সাধারফলায় নমঃ।" মন্ত্রে শোধন ও অর্চনাপূর্বক উৎসর্গ করিবেন।

৮। **গন্ধ** (রেকাব সহ চন্দনকাঠ)—"এতস্মৈ সাধারগন্ধায় নমঃ।" মন্ত্রে শোধন ও অর্চনাপূর্বক উৎসর্গ করিবেন।

৯। **ছত্র**—"এতস্মৈ ছত্রায় নমঃ।" মন্ত্রে শোধন ও অর্চনাপূর্বক উৎসর্গ করিবেন।

১০। পাদুকা—"এতস্মৈ পাদুকাযুগলায় নমঃ।" মন্ত্রে শোধন ও অর্চনাপূর্বক উৎসর্গ করিবেন।

১১। শয্যা—"এতস্মৈ শয্যাদ্রব্যায় নমঃ।" মন্ত্রে শোধন ও অর্চনাপূর্বক উৎসর্গ করিবেন।

১২। গো (বা গোমূল্য)—"এতস্মৈ সবৎসাগাভীনে নমঃ।" (মূল্যপক্ষে—এতস্মৈ সবৎসা গবীমূল্যায় নমঃ।") মন্ত্রে শোধন ও অর্চনাপূর্বক উৎসর্গ করিবেন।

দ্বাদশদানের উৎসর্গবাক্য একসঙ্গে দেওয়া হইল—

✪ উৎসর্গ বাক্য—"বিষ্ণুরোম্ (বিষ্ণুর্নমঃ বা) অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, দাসঃ, দেব্যাঃ বা দাস্যাঃ) এতদিষ্টকাদিময় মঞ্চ পরমাণু সমসংখ্যক বর্ষসহস্র কালাবচ্ছিন্ন বিষ্ণুলোক মোদমানত্বকামঃ (স্ত্রীলোকপক্ষে—কামাঃ) এতৎ সাধার পুষ্পং (অন্যান্যস্থলে—সাধার আসনং, সাধারজলং, সাধারঅন্নং, সাধারবস্ত্রং, সাধারতাম্বুলং, সাধারফলং, সাধারগন্ধং, ছত্রং, পাদুকা যুগলং, শয্যাদ্রব্যং, গো বা গোমূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং) এতদিষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সিদ্ধিপূর্বকং শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)। এরপর দক্ষিণান্ত কর্ম করিবেন।

✪ দক্ষিণান্ত—দক্ষিণাদ্রব্য একটি পাত্রে লইয়া—"এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় বা রৌপ্যখণ্ডায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (বা রৌপ্যখণ্ডায়) নমঃ। মন্ত্রে দক্ষিণাদ্রব্যে গন্ধপুষ্প দিয়া, পুনরায় সচন্দন পুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নারায়ণে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায়




ব্রাহ্মণায় নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠপূর্বক উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, দাসঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ) এতদিষ্টকাদিময় মঞ্চপরমাণু সমসংখ্যক বর্ষ কালাবচ্ছিন্ন বিষ্ণুলোক মোদমানত্বকামঃ (স্ত্রীলোক পক্ষে—কামাঃ) ইদমিষ্টকাদিময় মঞ্চং বস্ত্রাচ্ছাদিতমর্চিতং মঞ্চপ্রতিষ্ঠা কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (বা রৌপ্যখণ্ডং) শ্রীবিষ্ণু দৈবতমর্চিতং হোতৃকর্ম করণায়, (আচার্যকর্ম করণায়, সদস্যকর্ম করণায়) যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।" ইহার পর মূল দক্ষিণান্ত করিবেন।

✪ মূল দক্ষিণা—পূর্ববৎ দক্ষিণাদ্রব্য একটি পাত্রে রাখিয়া—"এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (বা রৌপ্যখণ্ডায়) নমঃ" মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (বা রৌপ্যখণ্ডায়) নমঃ॥" মন্ত্রে দক্ষিণাদ্রব্যে গন্ধপুষ্প দিয়া, পুনরায় একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ তুলসীদেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনাদিপূর্বক উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, (দাসঃ, দেব্যাঃ বা দাস্যাঃ) এতদিষ্টকাদিময় পরমাণু সমসংখ্যক সহস্রবর্ষ কালাবচ্ছিন্নঃ বিষ্ণুলোক মোদমানত্বকামঃ (স্ত্রীলোকপক্ষে—কামাঃ) এতদিষ্টকাদিময় বস্ত্রাচ্ছাদিতমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং ভগবত্যৈ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)॥"

তারপর একগণ্ডুষ জলদ্বারা "ওঁ ক্ষমস্ব" মন্ত্রে ঘটটি নাড়িয়া দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

✪ **অচ্ছিদ্রাবধারণ**—"কৃতৈতদ্ তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা কর্মাচ্ছিদ্রমস্তু।" (প্রতিবচন—"ওঁ অস্তু")।

✪ **বৈগুণ্য সমাধান**—একগণ্ডুষ জলগ্রহণ করিয়া পাঠ করিবেন—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা এতৎ ইষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠাঙ্গকর্মণঃ যদ্‌যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণমহং করিষ্যে।" মন্ত্রপাঠপূর্বক জলগণ্ডুষ তাম্রপাত্রে দিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ" মন্ত্র দশবার জপ করিবেন।

করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ যদ্‌সাঙ্গং কৃতং কর্মং জানতা বাপ্যজানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎসর্বম্ শ্রীহরের্নামানু কীর্তনাৎ॥ শ্রীহরিঃ, শ্রীহরিঃ, শ্রীহরিঃ॥"

পুনরায় একগণ্ডুষ জল লইয়া—"ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষং সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিং স্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥ এতৎ শুভাশুভ কর্মফলং নারায়ণে সমর্পিতম্॥"

তারপর নাম-সংকীর্তন এবং ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইবেন।

**—তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমাপ্ত—**

**গৃহপ্রবেশপূজা পদ্ধতি সমাপ্ত**

ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৩৭৯ রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৫ হইতে এস. সি. ধর কর্তৃক প্রকাশিত ও
ঘোষ এন্টারপ্রাইজেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ হইতে অক্ষর বিন্যস্ত।

**কলকাতা যাদবপুর-বি[illegible] অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরামদেব [illegible] এ. সর্বদর্শনাচার্য বিরচিত ক্রিয়াকর্মের আসল ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ**

সামবেদীয় বিবাহ (আর্যানুষ্ঠান ১ম), সামবেদীয় নামকরণ (আর্যানুষ্ঠান ২য়), যজুর্বেদীয় বিবাহ (আর্যানুষ্ঠান ৩য়), যজুর্বেদীয় নামকরণ (আর্যানুষ্ঠান ৪র্থ), সামবেদীয় শ্রাদ্ধ, যজুর্বেদীয় শ্রাদ্ধ, ঋগ্‌বেদীয় শ্রাদ্ধ ও ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধ, বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি, দেবীপুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি, কালিকাপুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি, ত্রিপুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীমনসা পূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীনারায়ণ পূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীবিশ্বকর্মা পূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীকার্ত্তিক পূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীশীতলা পূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ও সুবচনী পূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীকালীপূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীগণেশ পূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীশিবপূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীকৃষ্ণপূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীলোকনাথ পূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীসন্তোষীপূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীবিপত্তারিণী পূজা পদ্ধতি, গৃহপ্রবেশ পূজা পদ্ধতি। সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি, বিরাট পর্ব (মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ), আহ্নিক কৃত্যম্ (১ম ভাগ ও ২য় ভাগ)।

**পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জ্যোতির্বিনোদ প্রণীত**

শ্রীশ্রীসর্ব্বদেবদেবী পূজা পদ্ধতি, বৃহৎ বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি (মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ), বৃহৎ মেয়েদের ব্রতকথা, সচিত্র হস্তরেখাবিচার (২৪৭টি চিত্র সহ), কোষ্ঠীলিখন প্রণালী, হোরাবিজ্ঞানম্, বিশুদ্ধ ত্রিবেদীয় তর্পণ বিধি, সামুদ্রিক বিদ্যাশিক্ষা। গুরুগীতা, অর্জ্জুনগীতা, শ্রীকৃষ্ণচরিত, আত্মতত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্ব। **নন্দরাম রাউৎ প্রণীত**—শান্তিজ্যোতিষ।

**পণ্ডিত হরিদাস জ্যোতিষার্ণব বিদ্যারত্ন সামুদ্রিক শিরোমণি প্রণীত**

জন্মমাস বিচার, জন্মরাশি ও লগ্ন বিচার, করকোষ্ঠী বিচার (হস্তরেখা বিচার), বাস্তুবিচার, জ্যোতিষ প্রশ্ন-প্রভাকর, ফলিত জ্যোতিষ দর্পণ।

**[illegible]যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী প্রণীত সদ্যফলপ্রদ চিকিৎসা গ্রন্থ**

[illegible]ক্য বা যৌগিকপন্থা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ একত্রে অখণ্ড সংস্করণ)

**রত্নেশ্বর তন্ত্রজ্যোতিঃশাস্ত্রী প্রণীত**

সামবেদীয় বিবাহ (আর্যানুষ্ঠান ১ম), সামবেদীয় নামকরণ (আর্যানুষ্ঠান ২য়), যজুর্বেদীয় বিবাহ (আর্যানুষ্ঠান ৩য়), যজুর্বেদীয় নামকরণ (আর্যানুষ্ঠান ৪র্থ), দেবীপুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি, বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি, কালিকা পুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি, ত্রিপুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা পদ্ধতি, শ্রীশ্রীকালীপূজা পদ্ধতি (জটাধারী বিদ্যারত্ন প্রণীত)।

**পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন অনূদিত**

**গীতারত্নামৃত** (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সরল পদ্যানুবাদ)

**শ্রীসাধুচরণ শীল রচিত ও সম্পাদিত এবং ঋতব্রত সান্যাল কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত**

আধুনিক ইলেকট্রিক ওয়্যারিং রিপেয়ারিং ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা ; আধুনিক মোটরবাইক, স্কুটার ও অটো ইঞ্জিনীয়ারিং ও রিপেয়ারিং শিক্ষা।

**বিবিধ তন্ত্রমন্ত্রসমূহ**

ডামরতন্ত্র, অদ্ভুত ইন্দ্রজাল, ধন্বন্তরী তন্ত্রশিক্ষা, কামরূপ তন্ত্রসার, মোহিনীতন্ত্র বা কামশাস্ত্র, বশীকরণতন্ত্র বা কামরত্ন, বৃহৎ কামাখ্যা তন্ত্রমন্ত্র বা গুপ্তমন্ত্র, ষট্‌চক্র, শান্তিজ্যোতিষ, রাক্ষসীতন্ত্র, বৃহৎ কালীতন্ত্র, বৃহৎ ইন্দ্রজাল (দেড়ে বাবাজী), ডাকিনীতন্ত্র ও মোহিনীতন্ত্র।

**সঙ্গীতাচার্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস প্রণীত**

তবলা তরঙ্গিণী, তবলা প্রবেশিকা, সরল হারমোনিয়াম শিক্ষা (গৎশিক্ষা সহ), রাগসঙ্গীত, বেহালা শিক্ষা, সুরের ঝঙ্কার বা সেতার শিক্ষা, সুরতরঙ্গ বা এসরাজ শিক্ষা, পদামৃত লহরী বা কীর্তন পদাবলী (আখর ও স্বরলিপিসহ)।